চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 138 Wednesday, 19 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৩৮ সংখ্যা ❋ ৫ বৈশাখ, ১৪৩০, বুধবার, ১৯ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সুকান্তর সভার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ হাইকোর্টে স্বস্তি বিজেপির। শেষ পর্যন্ত মিলল বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কেশপুরের সভার অনুমতি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ এদিন সুকান্ত মজুমদারের সভার অনুমতি দিয়েছেন। কেশপুরের বিশ্বনাথপুরে বাজার কমিটির সভাপতি মধুসুদন কারক অনুমতি দিয়েও কেন শেষ মুহূর্তে প্রত্যাহার করলেন? তা নিয়ে বিস্মিত আদালত। বাজার কমিটির সভাপতি ছাড়াও আরও দুইজন লিখিতভাবে আপত্তি জানিয়েছেন সভার ব্যাপারে। বিচারপতি মান্থা এদিন ওই বাজার কমিটির সভাপতিকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। বাজার কমিটির সভাপতি মধুসুদন কারককে আদালতে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে, কেন পরে অনুমতি প্রত্যাহার করলেন তিনি। তিন সপ্তাহ পরে এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন স্থির করা হয়েছে। কেশপুরের বিশ্বনাথপুরের ভাতশালা মাঠে সভা করার জন্য গ্রামের কমিটির তরফে

১৬ এপ্রিল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। কিন্তু সেই অনুমতি দেওয়ার পরেও শেষ মুহূর্তে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। গতকালই পুলিশের তরফে বিজেপিকে জানানো হয়েছিল যে কেশপুর থানার পুলিশের কাছে সভাস্থল নিয়ে বেশ কিছু আপত্তি জমা পড়েছে। সেই কারণে ওই জায়গায় সভা করার অনুমতি দিচ্ছিল না পুলিশ। এমন পরিস্থিতিতে সভা করার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি শিবির। উল্লেখ্য, গতরাতে পুলিশের তরফে অনুমতি না দেওয়ার পর ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তন্ময় দাস অভিযোগ তুলেছিলেন পুলিশের বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাজার কমিটি ও গ্রাম কমিটির থেকে অনুমতি আগেই নেওয়া হয়েছিল। সেই অনুমতি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পুলিশের তরফে চাপ দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ তুলেছিল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল, এক্ষেত্রে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই। ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আশিস হুদাইত জানিয়েছিলেন, ‘‘আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখার দায়িত্ব পুলিশের। আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী।’’

পুর-নিয়োগের দুর্নীতি তদন্তে তৎপর ইডি, তথ্য পাঠাচ্ছে সিবিআই দফতরেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ এবার পুরসভায় নিয়োগ জালিয়াতির তদন্ত করতে তৎপর ইডি। নিয়োগ দুর্নীতিতে মিডলম্যান অয়ন শীলের থেকে পুরসভার নিয়োগের প্রচুর নথি উদ্ধারের বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট দিল্লির সদর দফতরে পাঠাল কলকাতা ইডি। তদন্ত করতে চেয়ে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে বলেই ইডি সূত্রে খবর। কলকাতা থেকে পাঠানো জন। অর্থাৎ শূন্য পদ ২৯ হাজার ৭৪৮ জনের। বর্তমানে কলকাতা পুরসভায় অস্থায়ী কর্মী সংখ্যা ১৯ হাজার ৭৮০ জন। রাজ্যজুড়ে পুরনিগম রয়েছে ৬টি এবং মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে ১২৩টি। সবক’টি পুরনিগম এবং মিউনিসিপ্যালিটি মিলিয়ে অনুমোদিত কর্মী সংখ্যা রয়েছে ৭৯ হাজার ৩৯৭ জন। কিন্তু কর্মী রয়েছে ৩৯ হাজার ৯৩ জন। রাজ্যজুড়ে

রিপোর্ট সিবিআই-এর সদর দফতরে পাঠানো হবে ইডি-র সদর দফতর থেকে। সিবিআই মামলা শুরু করলেই ইসিআইআর করে তদন্তে নামতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পুরসভার নিয়োগের নথি উদ্ধারের বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টেও রিপোর্ট দেবে ইডি। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত অয়ন শীলের সংস্থার সঙ্গে রাজ্যের একাধিক পুরসভার প্রত্যক্ষভাবে যোগসাজশ ছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের আগে কলকাতা পুরসভা ছাড়া রাজ্যের কোন পুরনিগম বা মিউনিসিপ্যালিটি মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের অন্তর্গত ছিল না। সেই সময় কলকাতা ছাড়া বাকি পুরসভা গুলিতে কর্মী নিয়োগের দায়িত্ব নিজ নিজ পুরসভার চেয়ারম্যান বা সেই প্রতিষ্ঠান গঠিত কমিটি স্থির করত। বর্তমানে কলকাতা পুরসভার অনুমোদিত স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ৪৬ হাজার ৪২১ জন। কিন্তু বর্তমানে রয়েছেন মাত্র ১৬ হাজার ৬৭৩ সেই জায়গায় অস্থায়ীকর্মীর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ১০ হাজারের কাছাকাছি। ইডি আধিকারিকরা বলছেন, উত্তর ২৪ পরগনার ৬ পুরসভার প্রতি স্তরে নিয়োগে হাজার হাজার চাকরি বিক্রি হয়েছে। পুরসভার গাড়িচালক থেকে টাইপিস্ট সব পদে লক্ষ লক্ষ টাকায় চাকরি বিক্রি হয়েছে বলে দাবি ইডির। এই দাবি এর আগে ইডি আদালতেও করেছে। অয়নকে আদালতে পেশ করে ইডি দাবি করেছে, এই প্রোমোটারের অফিস থেকে পুরসভা নিয়োগেও দুর্নীতির হদিশ মিলেছে। ইডি-র দাবি, দমদম, দক্ষিণ দমদম, উত্তর দমদম, বরানগর, হালিশহর, কামারহাটি পুরসভার নিয়োগেও অনিয়ম হয়েছে। ইডি-র দাবি অনুযায়ী, টাইপিস্ট, শ্রমিক, সাফাইকর্মী, গাড়িচালক-সহ একাধিক পোস্টে নিয়োগের ক্ষেত্রে পাঁচ হাজারেরও বেশি পদে বেআইনি নিয়োগ হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ লাখেরও বেশি টাকায় বিক্রি হয়েছে চাকরি, দাবি ইডি-র।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের চিঠি সিবিআইয়ের!

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ‘অন্য’ সুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গতকাল চিঠি পাঠিয়েছিল সিবিআই। আজই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআই অফিসে হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সেই নিয়ে টুইটারে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিষেক স্বয়ং। সুপ্রিম কোর্টের থেকে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়ার পরেও কেন এই তলব, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। এবার মঙ্গলবার ফের নতুন করে অভিষেককে চিঠি পাঠাল সিবিআই। এবারের চিঠিতে গোটা বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আগের হাজিরার নোটিস স্থগিত রাখার কথা জানানো হয়েছে নতুন চিঠিতে। উল্লেখ্য, গতকাল (১৭ এপ্রিল) অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৬০ সিআরপিসি অনুযায়ী নোটিস পাঠানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে। সেই চিঠিতে বলা ছিল, আজ (মঙ্গলবার) হাজিরা দেওয়ার জন্য। তবে এবার ১৮ এপ্রিল অর্থাৎ আজকের দিনেই নতুন করে একটি চিঠি সিবিআইকে পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠিতে সই রয়েছে সিবিআই এসিবির। চিঠিতে

জানানো হয়েছে, আপাতত ওই হাজিরার নোটিস স্থগিত রাখা হচ্ছে। গতকাল সকালেই সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কুন্তলের চিঠি সংক্রান্ত বিষয়ে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে। আর দুপুরেই প্রকাশ্যে আসে অভিষেককে তলব করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নোটিসের কথা। তুমুল চর্চা শুরু হয় সেই নিয়ে। এরই মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই টুইটারে এই নিয়ে সরব হন। সিবিআইয়ের নোটিসের ছবি টুইটারে শেয়ার করে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে একহাত নিয়েছিলেন অভিষেক। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছিল, এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করার কথাও ভাবছিলেন অভিষেকের আইনজীবীরা। আর এরই মধ্যে সিবিআই-এর তরফে গোটা ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে নতুন করে অভিষেককে চিঠি পাঠানো স্বাভাবিকভাবেই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এই নিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলছেন, ‘‘সিবিআই বাধ্য হল ঢোঁক গিলতে। আমরা বার বার অভিযোগ করছি, সিবিআই ও ইডিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটাই প্রথম নয়, এর আগেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পরিবারকে হেনস্থা করা হয়েছে। যা হয়েছে, তা আদালত অবমাননার সামিল। তাই সিবিআইকে ঢোঁক গিলতে হয়েছে।’’ অন্যদিকে বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা অবশ্য বলছেন, ‘‘এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কোনও ব্যাপার নেই। কারণ, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির নির্দেশ ছিল। সেই মতোই সিবিআই করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সর্বোচ্চ আদালত যখন স্থগিতাদেশ দিয়েছে, সেইক্ষেত্রে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে পিছিয়ে গিয়েছে।’’

জাতীয় দলের তকমা হারানোর পর শাহকে চার বার ফোন মমতার শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর, ১৮ এপ্রিলঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুরের জনসভা থেকে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, তৃণমূল জাতীয় দলের তকমা হারানোর পর অমিত শাহকে চার বার ফোন করেছিলেন। কিন্তু অমিত শাহ নাকি মমতাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন, নির্বাচন কমিশন নিয়ম মেনেই কাজ করেছে। মঙ্গলবার সিঙ্গুরে একটি জনসভা ছিল বিজেপির। সেখানেই কড়া ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন শুভেন্দু। এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘‘এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অমিত শাহকে গুন্ডা বলেছেন। তাঁকে চারবার ফোন করে পা ধরেছেন।’’ শুভেন্দুর দাবি, মমতা নাকি বলেছেন, ‘‘আমার রাষ্ট্রীয় তকমাটা রাখা যাবে না ২০২৪ পর্যন্ত?’’ আর জবাব অমিত শাহ বলেছেন, ‘‘না রাখা যাবে না, আপনি তো ভোট পাননি। নির্বাচন কমিশন নিয়মে চলে। আপনি নিয়মের বাইরে গিয়েছেন, তাই আপনি আর সর্বভারতীয় নন।’’ শুভেন্দুর এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘মমতাদি কেন অমিত শাহকে ফোন করতে যাবেন? বিকারগ্রস্তের মতো কথা বলছেন শুভেন্দু।’’ কুণালের দাবি, ২০০৯ সালে শুভেন্দুই পা ধরেছিলেন মমতার। বাবা অর্থাৎ শিশির অধিকারীকে মন্ত্রী না করে, তাঁকে মন্ত্রী করার আর্জি শুভেন্দু জানিয়েছিলেন বলে দাবি করেছেন কুণাল ঘোষ। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগেই সর্বভারতীয় দলের তকমা হারিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে যা তৃণমূলের কাছে একটি বড় ধাক্কা বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহল।

বিধায়কের গ্রেফতারির দেড় দিন পর বিধানসভায় হাজির সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ বিধানসভায় হাজির সিবিআই আধিকারিক। মিনিট ১৫ ভিতরে ছিলেন ওই আধিকারিক। পরে বেরিয়ে যান। মঙ্গলবার সকালেই বিধায়কের গ্রেফতারি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিধানসভায় প্রবেশ করতে দেখা গেল এক আধিকারিককে। সূত্রের খবর, বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার গ্রেফতারির বিষয়ে জানাতেই বিধানসভায় গিয়েছিলেন ওই আধিকারিক। সোমবার ভোরে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জীবনকৃষ্ণকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, এভাবে বিধানসভাকে না জানিয়ে কোনও বিধায়ককে গ্রেফতার করা বেআইনি। মঙ্গলবার দুপুর ৩টে ৫ মিনিটে এক সিবিআই আধিকারিককে প্রবেশ করতে দেখা যায় বিধানসভা ভবনে। যে বিভাগে চিঠি গ্রহণ করা হয়, সেখানেই প্রথমে গিয়েছিলেন

তিনি। সূত্রের খবর, সেখান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর স্পিকারের ঘরে যান ওই আধিকারিক। স্পিকারের দফতরে গ্রহণ করা হয় সিবিআই-এর চিঠি। মঙ্গলবার সকালেই বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বিধায়ককে গ্রেফতার করলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে হয়। বিধানসভা না জানিয়ে যাকে-তাকে যেখানে খুশি গ্রেফতার করা যায় না। দুমদাম বিধায়কের বাড়িতে চলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।’’ উল্লেখ্য, টানা প্রায় তিন দিন ধরে তল্লাশি চালানোর পর সোমবার ভোরে বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করা হয়। নিয়োগের নামে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং পূর্ব বর্ধমান জুড়ে জীবনকৃষ্ণের ‘চাকরি চুরি’র জাল ছড়ানো ছিল বলেও সূত্রের খবর। ‘এজেন্ট’ হিসেবে কাজ করতেন বলেই অনুমান গোয়েন্দাদের। তিনি যে কোটি কোটি টাকা পকেটে পুরেছেন, তেমনটাও আদালতে দাবি করেছে সিবিআই। এদিকে, মঙ্গলবারই আরও এক বিধায়ক তাপস সাহার বিরুদ্ধে সিবিআই-কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

৫ জেলায় চাকরি বিক্রির রমরমা কারবার জীবনকৃষ্ণের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে গ্রেফতার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার জেরাও এবার উঠে এল বড়সড় তত্ত্ব। পাঁচ জেলায় চাকরি বিক্রির সাম্রাজ্য বিস্তারে এজেন্ট বাছাইয়ে সুকৌশল পরিকল্পনা নিয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণ সাহা। এমনই তথ্য হাতে এসেছে সিবিআইয়ের। সিবিআই সূত্রে দাবি, ধৃত জীবনকৃষ্ণ সাহা তার আস্থাভাজনশীল স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের সাহায্য নিয়েই বাছাই করেছিলেন এজেন্ট, সাব-এজেন্ট। প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদ জেলা ছাড়াও মালদহ, দুই দিনাজপুর, নদিয়া,

বীরভূমের মতো জেলাগুলোতে জীবন বিস্তার করেছিল নিয়োগের সাম্রাজ্য। উদ্ধার হওয়া চাকরি প্রার্থীদের তালিকা থেকেই পাঁচ জেলা সম্পর্কে সন্ধান পেয়েছে সিবিআই। জীবনের বাড়িতে তল্লাশির দিনই সিবিআই দাবি করেছিল, প্রায় ৩৮০০ জন চাকরি প্রার্থীর তালিকা মিলেছিল। এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই মত তদন্তকারী সংস্থার। সিবিআই সূত্রে দাবি, তালিকা থেকে মিলেছে দুই বিধায়কের নামও। তবে এজেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করতেন জীবন। এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। চাকরি বিক্রির লাভের টাকা থেকে শতাংশের হারে বরাদ্দ ছিল এজেন্ট, সাব এজেন্টের টাকা। মাথা পিছু লাভের ৫ শতাংশ পর্যন্ত দেওয়া হত এজেন্টদের। এই ভাবেই এজেন্ট সাব এজেন্টদের টাকা দিতেন জীবনকৃষ্ণ সাহা, তথ্য পেয়েছে সিবিআই। তাদের আরও দাবি, মাস দুয়েক আগে ধৃত কৌশিক ঘোষও এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। সূত্রের দাবি, কৌশিক ঘোষও কমিশন বাবদ পেয়েছেন চাকরি প্রার্থী পিছু ৫ শতাংশ, হেফাজতে থাকাকালীন এমনই বয়ান তিনি দিয়েছেন সিবিআই কর্তাদের কাছে। সিবিআই সূত্রের দাবি, জীবনের নিজস্ব এজেন্ট সংখ্যা ছিল শতাধিক। মুর্শিদাবাদ জেলাতেই জীবনের হয়ে কাজ করতেন কমপক্ষে ৪০ জন এজেন্ট। এছাড়া দুই দিনাজপুর, মালদহ মিলিয়ে সেই সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি।

কার্তির ১১ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডি-র

বেঙ্গালুরু, ১৮ এপ্রিলঃ প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি. চিদম্বরমের ছেলে তথা কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরমের ১১ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি। মঙ্গলবারই এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলাতেই কার্তি চিদম্বরমের মোট চারটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে একটি স্থাবর সম্পত্তি বলে ইডি-র তরফে জানানো হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গার কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরমের মোট ১১.৪ কোটি টাকার চারটি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে কর্নাটকের কুর্গ জেলার একটি স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। অর্থ তছরুপ আইনের অধীনেই কার্তি চিদম্বরমের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে ইডি-র তরফে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর ছেলে কার্তি চিদম্বরমকে আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন। সিবিআই এবং ইডি পৃথকভাবে কংগ্রেস সাংসদকে গ্রেফতার করেছিল। ইউপিএ জমানায়, ২০০৭ সালে. পি. চিদম্বরম মন্ত্রী থাকাকালীন সময়েই কার্তি চিদম্বরম আইএনএক্স মিডিয়ায় অর্থ তছরুপ করেছেন বলে অভিযোগ।

গাড়ি ঘিরে গুলিবৃষ্টি, ছত্তীসগড়ে কংগ্রেস বিধায়কের কনভয়ে মাওবাদী হামলা

রায়পুর, ১৮ এপ্রিলঃ অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ছত্তীসগড়ের কংগ্রেস বিধায়ক বিক্রম মান্ডবী। মঙ্গলবার বিকেলে, বিজাপুর জেলার পাদেদা গ্রামের কাছে তার কনভয়ে হামলা চালায় মাওবাদীরা। বিধায়কের

কনভয়ে ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য পার্বতী কাশ্যপও। মাওবাদী হামলাকারীরা তার গাড়ি লক্ষ্য করেও গুলি চালায়। তবে, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। কনভয়ে থাকা সকলেই অক্ষত আছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। এই ঘটনার পরই ওই এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হামলাকারীদের সন্ধানে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এদিন ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে কংগ্রেস বিধায়কের এক জনসভা ছিল। সেই জনসভা থেকে ফেরার সময়ই তাঁর কনভয়ে এই ভয়ঙ্কর হামলা হয়। পুলিশ বলেছে, বিজাপুরের বিধায়ক বিক্রম মান্ডবী একটি জনসভায় যোগ দিয়ে ফিরে আসছিলেন। তিনি নিরাপদে বিজাপুর জেলা সদরে পৌঁছেছেন। এলাকায় মাওবাদীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে। ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও, বিধায়কের কনভয়ে থাকা একটি গাড়ির ক্ষতি হয়। এরপর দ্রুত ওই এলাকা থেকে কংগ্রেসের বিজাপুর জেলার সদর দফতরে আসেন বিক্রম মান্ডবী। পরে তিনি বলেন, ‘‘গাঙ্গালুর গ্রামে একটি জনসভা থেকে ফেরার সময়, আমাদের কনভয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল। একটি গাড়ি লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি চালানো হয়ে। ওই গাড়িটির টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। এরপর, আমরা সকলেই নিরাপদে জেলা সদর দফতরে পৌঁছেছি। উল্লেখ্য, আধাসেনা ও পুলিশের একের পর এক অভিযানে বর্তমানে ছত্তিশগড়ে কোনঠাসা অবস্থায় রয়েছে মাওবাদীরা। বহু মাও অধ্যুষিত এলাকাতেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা গিয়েছে। চাপের মুখে গত কয়েক বছর ধরে প্রায়শই বিধায়ক, সাংসদ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিশানা করছে মাওবাদীরা। ২০১৯ সালের এপ্রিলে দান্তেওয়াড়া এলাকায় মাওবাদীরা বিজেপি বিধায়ক ভীমা মান্ডবীর কনভয়ে অতর্কিতে হামলা চালিয়েছিল মাওবাদীরা। ওই ঘটনায় মৃত্যু হয় বিজেপি বিধায়কের। সেই সময় চলছিল লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। ঘটনার দুদিন পরই মাও-অধ্যুষিত বস্তার জেলায় ছিল ভোটগ্রহণ। মাওবাদীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোটদান না করার জন্য হুমকি দিয়েছিল। তারপরও ওই এলাকায় প্রচার করতে পিছপা হননি বিজেপি বিধায়ক। যার জেরে মাও হিংসার বলি হতে হয় তাঁকে।

এনসিপি বিধায়কদের কোনও বৈঠক ডাকা হয়নি, অজিতের বিদ্রোহ সংক্রান্ত জল্পনা মধ্যে বললেন শরদ পওয়ার

মুম্বই, ১৮ এপ্রিল ঃ অজিত পওয়ারের বিদ্রোহ সংক্রান্ত যাবতীয় জল্পনা ঢেলে দিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। মঙ্গলবার শরদ পওয়ার বলেছেন, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত অজিত পওয়ার। এই সমস্ত আলোচনা শুধুমাত্র মিডিয়ায়। একইসঙ্গে নিজের ভাগ্নে এবং দলের সিনিয়র নেতা অজিত পওয়ারের পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপ সম্পর্কে জল্পনাকে খারিজ করে দিয়ে শরদ পওয়ার জানিয়েছেন, এনসিপি বিধায়কদের কোনও বৈঠক ডাকা হয়নি।এর আগে সোমবার অজিত পওয়ারও বিদ্রোহ সংক্রান্ত জল্পনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার পুরন্দর এলাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়, শরদ পওয়ার বলেছেন, মিডিয়ার মনে যা কিছু আলোচনা চলছে তা আমাদের মনে নেই।

এবার সিরিজে ''বেনুদার টেনশন'', প্রকাশ্যে ফাইনাল পোস্টার

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ বর্তমানে বেশিরভাগ দর্শকরাই সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার পরিবর্তে বাড়িতে বসে ওয়েব সিরিজ দেখতে পছন্দ করেন। আর তাই পরিচালকরাও বড়পর্দায় সিনেমা বানানোর থেকে ওয়েব সিরিজেই ঝুকেছেন। দর্শকদের মনে আনন্দ দিতে তাই এবার হাজির একইসঙ্গে টেনশন ও মজার মিশেল। মুক্তিঃর অপেক্ষায় ''ক্লিক'' ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মিনি সিরিজ ''বেনুদার টেনশন'' ।বহুদিনের অপেক্ষা শেষে প্রকাশ্যে ছবির ফাইনাল পোস্টার। সেই পোস্টারে চোখে গোল ফ্রেমের চশমা, পরনে গোলাপী শার্ট, মাথায় হাত। মুখ্য চরিত্র যে বেজায় টেনশনে তা পোস্টারে স্পষ্ট। প্রকাশ্যে এল ''বেনুদার টেনশন''-এর মূল পোস্টার । সিরিজের এই গল্প এগোবে মধ্যবিত্ত ঘরের, কিন্তু ছকে বাঁধা জীবনের থেকে অনেকটা আলাদা আর মজার মোড়কে বলতে চাওয়া এক অন্য স্বাদের গল্প। পরিচালক অম্লান মজুমদারের কলমে, সুরজি মুখোপাধ্যায় ওরফে সাহেব পরিচালিত নতুন মিনি ওয়েব সিরিজ ''বেনুদার টেনশন'' এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ক্লিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তিঃ পাবে। অভিনয়ে, দ্রোণ মুখোপাধ্যায়, মিশর বোস ওরফে সোহিনী, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, রাজদীপ সরকার ও অন্যান্যরা ।

লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে মহামেডান স্পোর্টিং

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে বিবাদে জড়াল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে ইনভেস্টর বাঙ্কারহিলের সঙ্গে এবার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছে সাদা-কালো ব্রিগেড। অথচ একটা সময় এই সংস্থার আশার পরেই সুদিন ফিরেছিল রেড রোডের এই ক্লাবের।গন্ডগোলের সূত্রপাত ক্লাবের শেয়ার নিয়ে। গত বছর থেকেই এই সংঘাত দেখা দেয় উভয়পক্ষের কর্তাদের মধ্যে। লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে প্রথমে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ার বাঙ্কারহিলের ও বাকি পঞ্চাশ শতাংশ ক্লাব কর্তাদের কাছে রাখার উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে দলের আইএসএল খেলার পাশাপাশি দলের উন্নতির মতো বিষয় গুলিকে উল্লেখ করে আর এক শতাংশ শেয়ার বৃদ্ধি করার কথা জানানো হয় ক্লাবের তরফে। যারফলে, তা গিয়ে দাঁড়ায় ৫১ শতাংশে। এখান থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত।আসলে ক্লাবের কতৃত্ব হারানোর সংশয়ের জেরেই নাকি এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছিলেন না প্রাক্তন কর্তারা। যা দেখে অখুশি ছিলেন বাঙ্কারহিল কর্তা দীপক কুমার সিং। তবে আলোচনা করে গোটা বিষয়টিকে মেটানোর পরিকল্পনা থাকলেও সময় যত এগিয়েছে ততই তিক্ততা তৈরি হয়েছে ইনভেস্টরদের সঙ্গে। যারফলে এবার বিচ্ছেদ পথে এই সম্পর্ক। যদিও এখনো পর্যন্ত ঘোষনা করা হয়নি কারোর পক্ষ থেকে।

৪-দিনের সফরে হিমাচলে পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি, অভিবাদন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী

শিমলা, ১৮ এপ্রিলঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৪-দিনের সফরে মঙ্গলবার হিমাচল প্রদেশ পৌঁছেছেন। মাশোব্রা-র রাষ্ট্রপতি নিবাসে তিনি থাকবেন। সেখানেই এদিন একটি টিউলিপ বাগানের উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রপতি। শিমলার রাজভবনে হিমাচল প্রদেশ সরকার আয়োজিত নাগরিক সম্বর্ধনায় অংশ নেন রাষ্ট্রপতি। হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিব প্রতাপ শুক্লা এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুখবিন্দর সিং সুখু রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি নিবাস-স্বাগত জানান। হিমাচল প্রদেশে প্রথম সফরে রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রপতি জাতীয় অডিট ও অ্যাকাউন্টস অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণরত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন। হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ তম সমাবর্তন উসবে'ও তাঁর যোগ দেওয়ার কর্মসূচী রয়েছে। ২০ তারিখ রাষ্ট্রপতি নিবাসের দরজা, জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রপতি, অতিথি অভ্যাগতদের স্বাগত জানাবেন।

আতিক ও আশরাফকে হত্যা মামলার আবেদন গৃহীত সুপ্রিম কোর্টে, শুনানি ২৪ এপ্রিল

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক তথা ' আতিক আহমেদ ও তার ভাই আশরাফকে হত্যা মামলার অভিযোগ গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী সোমবার অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল এই মামলার শুনানির দিন স্থির করা হয়েছে। গত ১৫ এপ্রিল রাতে প্রয়াগরাজ হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আতিক এবং তার ভাই আশরফকে। হাসপাতালে ঢোকার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই ভাই। পুলিশের ঘেরাটোপে থেকে সাংবাদিকদের একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। সেই ভিড়েই সাংবাদিক সেজে হাজির ছিল তিন আততায়ী। সুযোগ পেয়ে পুলিশের সেই নিরাপত্তার বলয় টপকে আতিক এবং আশরফের মাথায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পর পর গুলি করে। তার পর আত্মসমর্পণ করে তিন দুষ্কৃতীই।আতিক এবং আশরফের হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এত পুলিশি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে দুই ভাইকে গুলি করে মারল আততায়ীরা। এর নেপথ্যে বড় কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেও জোর জল্পনা চলছে। একই সঙ্গে, কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে জড়িয়ে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসন পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে। এবার আতিক আহমেদ ও তার ভাই আশরাফকে হত্যা মামলার অভিযোগ গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট।

বিহার থেকে রাজস্থান গরমে পুড়ছে দেশের বিভিন্ন রাজ্য, লু-র সতর্কতা জারি আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ বিহার থেকে রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওডিশা- মাত্রাতিরিক্ত গরমে পুড়ছে দেশের বিভিন্ন রাজ্য। বিভিন্ন রাজ্যে তাপমাত্রার পারদ ৪০ ডিগ্রিতেও পৌঁছে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে লু-এর সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। রোদের দহন জ্বালায় জ্বলছে শরীর।সকাল হতে না হতেই চড়া রোদ। বেলা গড়ালে গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে দেশের ৯ রাজ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল আইএমডি। এই ৯ রাজ্যের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও। পাশাপাশি ওডিশা, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, সিকিমেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য ওডিশা, বিহারেও পারদ চড়ছে। ওডিশার একাধিক জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার করেছে। বিহারের পরিস্থিতিও একই। সোমবার পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় ছিল। এই দুই রাজ্যে তাপপ্রবাহ চলবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড-২০২৩'-এ অসমের প্রতিনিধি অনুষ্কা লেখারুকে সংবর্ধনা ব্যতিক্রম-এর

গুয়াহাটি, ১৮ এপ্রিল ঃ মণিপুরে অনুষ্ঠিত ' মিস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড ২০২৩'-এর গ্র্যান্ড ফিনালেতে সেরা ১২ ফাইনালিস্ট অসমকন্যা অনুস্কা লেখারুকে আজ মঙ্গলবার সংবর্ধনা জানিয়েছে ব্যতিক্রম পরিবার। অনুস্কাকে সংবর্ধনা জানিয়ে ব্যতিক্রম মাসডোর প্রতিষ্ঠাতা ড. সৌমেন ভারতীয়া বলেন, ' মেয়ে অনুস্কা মিস ইকো ওয়ারিয়রের মর্যাদাপূর্ণ খেতাব জিতে সমগ্র অসমেকে গর্বিত করেছেন। বর্তমান যুব প্রজন্মদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন অনুস্কা। আমরা আজ তাঁকে অভিনন্দন জানাতে পেরে খুব খুশি। তিনি সত্যিই সমস্ত স্বীকৃতি এবং প্রশংসার যোগ্য।'ফেমিনা মিস ইন্ডি অনুস্কা লেখারু তাঁকে সংবর্ধনা জানানোয় ব্যতিক্রম পরিবারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এতে তিনি উৎসাহিত হয়েছেন বলেও জানান।তিনি বলেন, ' মিস ইন্ডিয়া এমন একটি শব্দ যা আমার জীবনে অনেক তাপর্য রাখে। কারণ আমি চিরকাল একই নামে অভিহিত হওয়ার কল্পনা করেছি। এটি একটি জীবন-পরিবর্তনকারী প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্ম তরুণ প্রতিভাকে সকলের কাছে আশা ও অনুপ্রেরণার কণ্ঠস্বর হিসেবে তৈরি করে।'

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করা সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্যঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ঃ নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠন করা সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। আজ ২১ সেক্টর আসাম রাইফেলস দ্বারা আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। পাশাপাশি তিনি নেশা বিরোধী অভিযানে ত্রিপুরা পুলিশকে সহায়তা করার জন্য আসাম রাইফেলসের ভূমিকার প্রশংসা করেন।এদিন তিনি বলেন, নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাঁর দাবি, আসাম রাইফেলস পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণে একটি অভিজাত বাহিনী। সাথে এদিন মুখ্যমন্ত্রী রক্তদানের তাপর্য নিয়েও আলোচনা করেন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে মহ উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আসাম রাইফেলস সৈন্যরা সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ত্রিপুরাকে নেশা মুক্ত রাজ্য করার প্রয়াস জারি রেখেছেন। তাঁদের অবদানের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।এদিন তিনি বলেন, ১২টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি রক্তের তীব্র সংকটের মধ্যে রয়েছে। দুটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কেরও একই অবস্থা। তাই আমি এই সংকট মোকাবেলায় জনগণের সমর্থন চেয়ে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য একটি আবেদন জানিয়েছিলাম।সাথে তিনি বলেন, রক্ত মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের কোনো বিকল্প নেই। মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি উৎপাদান রক্তের মাধ্যমে এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গে প্রবাহিত হয় এবং এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এটি শুধুমাত্র মানবদেহেই উপন্ন হতে পারে। এক ইউনিট রক্ত বাঁচাতে পারে একাধিক জীবন। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, রক্তদানে রাজ্যের জনগন এগিয়ে আসবেন।

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ১০ প্রার্থীর তৃতীয় তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৮এপ্রিলঃ কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। সোমবার প্রকাশিত তালিকায় ১০ জন প্রার্থীর নাম রয়েছে।এর আগে, বিজেপি প্রথম তালিকায় ১৮৯ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছিল। এরপর দ্বিতীয় তালিকায় ২৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। এর সাথে, কর্ণাটকের মোট ২২৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২২২টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। দুটি আসনের প্রার্থীদের নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি।উল্লেখ্য যে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। কর্ণাটকের সমস্ত ২২৪ টি বিধানসভা আসনের জন্য ১০ মে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং ১৩ মে ভোট গণনা করা হবে।

বাবাকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি চলছে, অভিযোগ মুকুলপুত্র শুভ্রাংশুর

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বদনাম করতে বাবাকে নিয়ে নোংরা রাজনীতি করা হচ্ছে। মুকুল রায়ের ' হওয়া নিয়ে মঙ্গলবার এমনটাই মন্তব্য করলেন তাঁর পুত্র শুভ্রাংশু রায়।সোমবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগরের বিধায়ক তথা তৃণমূলের প্রবীণ নেতা মুকুল রায়কে দুজন যুবক এসে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এই খবর চাউল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।এদিন শুভ্রাংশু বলেন, বিকেলে দুজন ছেলে বাবাকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। কোথায় নিয়ে গিয়েছে জানি না। আমি এয়ারপোর্ট থানায় এফআইআর দায়ের করেছি। বীজপুর থানাতেও অভিযোগ দায়ের করার কথা জানান তিনি।বিজেপি ঘুরে তৃণমূল শিবিরে ফেরা কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল আবার পদ্মশিবিরে যোগ দিতে পারেন- সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর দিল্লি যাত্রার খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই এই জল্পনা শুরু হয়। এ নিয়ে শুভ্রাংশু স্পষ্ট জানিয়েছেন, ' সুস্থ মানুষের বিজেপিতে যোগ দেওয়া আর মানসিক ভাবে সুস্থ নয় এমন মানুষের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার মধ্যে ফারাক আছে। আমার কাছে মেডিক্যাল রিপোর্ট আছে।''তিনি আরও জানিয়েছেন, মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ নন তাঁর বাবা। শুভ্রাংশুর কথায়, ' হাঁটতে পারছেন না ভাল করে। অস্ত্রোপচারের আগে পর্যন্ত তাঁকে ডায়াপার পরিয়ে রাখতে হত।'' তাঁর দাবি, একটি এজেন্সির তরফে এক অবাঙালিকে বলা হয়েছে, মুকুল রায়ের হাতে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে আসার জন্য। শুভ্রাংশু দাবি করেছেন, তাঁর বাবা মানসিক ভাবে সুস্থ নন।সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিমানে দিল্লি পৌঁছন মুকুল। যদিও তাঁর পুত্র শুভ্রাংশু বাবার ' হয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে শুভ্রাংশু বলেন, ' থানার আইসি এবং এয়ারপোর্টের ম্যানেজারকে বলেছিলাম বাবাকে বিমান থেকে নামিয়ে আনতে। কিন্তু তা হয়নি।'' বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ করেন শুভ্রাংশু। কেন বাবাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করা হচ্ছে, তা নিয়ে মুকুলপুত্রের ব্যাখ্যা, ' ব্যক্তিঃগত মত, অভিষেককে কালিমালিপ্ত করতে কোনও একটি রাজনৈতিক দল খেলায় নেমেছে। কারণ এখন নিশানা অভিষেক। তিনিই দলটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।''শুভ্রাংশু আরও দাবি করেছেন, ' রায় মানসিক ভাবে সুস্থ নন। এখানে টাকার খেলা হয়েছে।'' বাবার হাতে বিমানে চড়ে দিল্লি যাওয়ার অর্থ কোথা থেকে এল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শুভ্রাংশু। তাঁর বক্তব্য, ' হাতে টাকা নেই। এখন বাবার মাসিক আয় ২১ হাজার টাকার মতো।'' বাবাকে নিয়ে উদ্বেগের কথাও সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন মুকুলপুত্র। শুভ্রাংশুর কথায়, ' পর্যন্ত বাবার সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ হয়নি। উনি ইনসুলিন নিচ্ছেন কি না জানি না। বাবা দিনে ১৮টি ওষুধ খান। আমার বাবার কিছু হলে তার দায়ভার কে নেবে?''

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে ৭,৬৩৩ সক্রিয় রোগী বৃদ্ধি পেয়ে ৬১,২৩৩, মৃত্যু ৭ জনের

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিলঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ আরও কিছুটা কমল, ৮-হাজারের নীচে নেমে এসেছে। নিম্নমুখী মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৭,৬৩৩ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৭ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬১,২৩৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৪ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ৭ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,১৫২-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,৪২,৪৭৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৮ শতাংশ (বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৬,৭০২ জন)। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৭৪৯ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২৭,২৭১ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ০২,১১,০২৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

২৮ এপ্রিল ভারতে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী, ৩-দিনের সফরে রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

কাঠমান্ডু, ১৮ এপ্রিল ঃ আগামী ২৮ এপ্রিল ভারত সফরে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল। ৩-দিনের ভারত সফরে একগুসি কর্মসূচি রয়েছে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর। নেপালের বিদেশ মন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ের আধিকারিকদের মতে, নেপাল সরকারের কাছে এই তারিখের প্রস্তাব করেছিল ভারত। প্রধানমন্ত্রী সচিবালযের এক আধিকারিক নিশ্চিত করেছেন, আগামী দিনগুলিতে নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে, প্রধানমন্ত্রী ৩ দিনের ভারত সফরে যাবেন। এটি হবে তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক সফর (দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর)। ভারতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহালের একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পানাজিতে যোগাভ্যাস করলেন জি-২০ প্রতিনিধিরা, ঘুরে দেখলেন জনৌষধি পরিযোজনা কেন্দ্র

পানাজি, ১৮ এপ্রিল ঃগোয়ায় ভারতের জি-টোয়েন্টি প্রেসিডেন্সির অধীনে দ্বিতীয় স্বাস্থ্য কার্যকারিনী গোষ্ঠী বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিরা যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ করেছেন। মঙ্গলবার সকালে যোগাভ্যাসে অংশ নেন জি-টোয়েন্টি প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ভারতী প্রবীণ পওয়ার। তিনি বলেছেন, আমি সুস্থ জীবনের জন্য প্রতিদিন যোগব্যায়াম অনুশীলন করার জন্য প্রত্যেকের কাছে আবেদন করছি।পরে জি-টোয়েন্টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা গোয়ার পানাজিতেই প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডভিয়া সকলকে জনৌষধি পরিযোজনা কেন্দ্র ঘুরিয়ে দেখান। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া টুইট করে জানিয়েছেন, দ্বিতীয় জি-টোয়েন্টি হেলথ ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিংয়ের পাশাপাশি জি-টোয়েন্টি প্রতিনিধিদের সঙ্গে পানাজিতে জনৌষধি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। তাঁদের কাছে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা কেন্দ্র-র মডেল এবং কীভাবে এই কেন্দ্র গুণমানসম্পন্ন ও সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ সরবরাহ করে সাধারণ মানুষকে উপকৃত করছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মমতার বাংলাকে গো-হারান হারিয়ে এগিয়ে গেল যোগীর উত্তরপ্রদেশ, তাতেও স্বস্তিতে মমতা

উত্তরপ্রদেশ,১৮এপ্রিলঃ যোগীর রাজ্য টেক্কা দিল মমতার বাংলাকে!তবে তাতে বেশ স্বস্তিতেই রয়েছে মমতার বাংলা। না না এ কোনো রাজনৈতিক পরিসংখ্যান নয়, তাপমাত্রার তারতম্যে বাংলাকে টেক্কা দিল উত্তরপ্রদেশ। গত কয়েক দিনের মতো সোমবারও দেশের বিভিন্ন শহরে পারদ চড়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। মৌসম ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দেশের মধ্যে উষ্ণতম শহর ছিল উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ। গরমের নিরিখে পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গও। এই রাজ্যের মধ্যে সোমবার সবচেয়ে উষ্ণ জেলা ছিল বাঁকুড়া।সোমবার প্রয়াগরাজের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেশের মধ্যে সোমবার প্রয়াগরাজ ছিল উষ্ণতম শহর। প্রায় ১ ডিগ্রি তাপমাত্রা কম ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ায়। সেখানে গত সোমবার পারদ চড়েছিল ৪৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৫.৭ ডিগ্রি বেশি। আর একটু হলেই গরমে নজির গড়ে ফেলত বাঁকুড়া। উল্লেখ্য, বাঁকুড়ার পাশাপাশি বীরভূমের শ্রীনিকেতন, পানাগড়েও তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রির ঘরে ছিল। উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশারও একাধিক জেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পার করেছে। সোমবার বাংলার এই পড়শি রাজ্যের বারিপদায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সূত্রের খবর, মঙ্গলবারও থাকবে গরমের দাপট। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, সিকিমে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকে। রবিবার মহারাষ্ট্রে গরমে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক মামলা চলছেঃদিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ১৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে দিনদিন উঠছে উপর্যুপরি দুর্নীতির অভিযোগ। এই পরিস্থিতির মাঝে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের পরও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃদ্যোপাধ্যায়কে সিবিআই তলব নিয়ে তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক পারদ। এই ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে খড়গপুরে চা চক্রে যোগ দিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক মামলা চলছে।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ''অনেকবারই তিনি ইডির কাছে গিয়েছেনও । এখন কোন মামলায় অভিষেককে ডাকা হল, তা এখন স্পষ্ট নয়। কারণ গোরু, কয়লা, সোনা পাচারের সঙ্গে তাঁর নাম ওঠার পর এখন নিয়োগ দুর্নীতিতেও তাঁর নাম জড়িয়েছে। হতে পারে অন্য মামলায় সিবিআই তাঁকে ডেকেছে। অপরদিকে, হঠা করেই দিল্লিতে গিয়েছেন তৃণমূল নেতা মুকুল রায়। সেই নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হওয়ায় এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর কথায়, ''মুকুল রায় একজন বিধায়ক, বাংলার রাজনীতির বিশাল বড় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু শেষ ছ'মাস তাঁকে নিয়ে কোনও খবর নেই। মুকুল রায়কে নিয়ে কেউ আর কিছু ভাবে না । উনি অসুস্থ ছিলেন, ওঁনার সুস্থতা কামনা করি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৯এপ্রিলঃবুধবার, ৫ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৯এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৫ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৫ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪০.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৯শতকরা এবং৩৩শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা -৫৯মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আধ্যাত্মিক চেতনার উত্থান কোন সাধু ব্যক্তির কাছ থেকে স্বর্গীয় জ্ঞান আহরণের জন্য আপনাকে কোন ধর্মীয় স্থানে পরিদর্শন করাতে পারে।শুভদিন

বৃষভ রাশিঃক্ষণিকের আবেগে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, এটি আপনার বাচ্চাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বিবাহের যোগ হবেই আজ

মিথুন রাশিঃসংসারে শান্তি। পরিশ্রমের বিকল্প নেই। শুভদিন

কর্কট রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। বিদেশ যাত্রা শুভদিন

সিংহ রাশিঃসামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। বিবাহের যোগ হতে পারে

কন্যা রাশিঃধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভজনক প্রমাণিত হবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে

তুলা রাশিঃআপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে।

বৃশ্চিক রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এই সময়কালটি মন্দ যাবে, কাজেই আপনি কি খাচ্ছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হোন।শুভদিন।

ধনু রাশিঃঅবাঞ্ছিত চিন্তায় মন ভরাবেন না। বরং স্থির এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকুন যাতে মানসিক দৃঢ়তা বাড়ে। পরিশ্রমের বিকল্প।

মকর রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। বিবাহের যোগ।

কুম্ভ রাশিঃসন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। শুভ

মীন রাশিঃপারিবারিক চিকিসার খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বঝবেন যে

রাজ্যের ভূমি দফতরের প্রশাসনিক কর্মীদের দাবি মেনে পৃথক সার্ভিস চালু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যের ভূমি দফতরের প্রশাসনিক কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে তাদের জন্য পৃথক সার্ভিস চালু হল। রাজ্য সিভিল সার্ভিসের আওতায় নবম ক্যাডার হিসাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্মস সার্ভিস বা ডব্লিউএলআরএস নামে নতুন ক্যাডার যুক্ত হল। স্পেশাল রেভিনিউ অফিসার অর্থাৎ এসডিএলআরও এবং সিনিয়র বিএলআরও পদমর্যাদার আধিকারিকরা এই নয়া সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হলেন। প্রথম দফায় ৭৩৪ জন ভূমি সংস্কার দফতরের রেভিনিউ অফিসারকে এই নয়া ক্যাডার সার্ভিসের আওতায় আনা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ভূমি দফতরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিএলআরওর ২০ শতাংশ শূন্য পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ডব্লিউএলআরএস নিয়োগ করা হবে। বাকি ৮০ শতাংশ পদন্নোতির মাধ্যমে ওই বিভাগে স্থান পাবেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যারা নিযুক্ত হবেন তাদের দু'বছর বাধ্যতামূলক প্রবেশনে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি ভূমি দফতরের অন্যান্য পদেও চাকরি সংক্রান্ত নিয়মেও কিছু রদবদল করা হয়েছে। যাতে ওই দফতরের আধিকারিকদের পদোন্নতি ও বেতনপ্রদান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সুবিধা হবে।

খরা পরিস্থিতি প্রশমনে কৃষকদের জন্য বেশ কিছু পরামর্শ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার চলতি তাপপ্রবাহ জনিত অবস্থায় খরা পরিস্থিতি প্রশমনে কৃষকদের জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে। কৃষি দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় রবিশস্য হিসাবে গম, ধান, ভুট্টা, গ্রীষ্মকালীন ডাল, তৈল বিজ চাষের ক্ষেত্রে তাপের প্রকোপ এড়াতে সঠিক সময় বীজ বপন করার কথা বলা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদী বা হাইব্রিড চাষ ব্যবহারের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। লাইনে বপন করা ফসলের ক্ষেত্রে দুটি সারির মধ্যবর্তী স্থানে ধানের খড়, কচুরিপানা জাতীয় গাছপালা দিয়ে ঢেকে আর্দ্রতা সংরক্ষণ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, গ্রীষ্মের গম পুষ্ট হওয়ার সময় সেচ প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য রাজ্যে চলতি বোরো মরশুমে ১২ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। এইদিকে ছত্রাক জনিত কারণে হাওড়ার আমতা ২ নম্বর ব্লকের ভাটোরা, ঘোড়াবেড়িয়া গ্রামে প্রায় পাঁচ হেক্টর জমিতে ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

পানীয় জলের অভাব কোথাও যেন না হয়, জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ মুখ্যসচিবের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ তীব্র গরমে পানীয় জলের অভাব কোথাও যেন না হয়। জেলা প্রশাসন কে নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব এইচ কে দিবেদি। ২৬ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক বৈঠকের আগে এদিন মঙ্গলবার মুখ্যসচিব জেলা প্রশাসনের সঙ্গে প্রস্তুতি বৈঠক করেন। এই ভার্চুয়াল বৈঠকে জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক এবং বিডিও- রা। মুখ্যসচিব এবং এদিন বলেন ঘরে ঘরে পানীয় জলে সংযোগ দেওয়ার কাজ সময়ের আগে শেষ করতে হবে। ১ কোটি ৮৩ হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কথা। দুয়ারে সরকার কর্মসূচি পরিষেবা দেওযার কাজ শুরু হয়েছে। যেসব সামাজিক সুরক্ষার প্রকল্পের টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যায় সেই সব প্রকল্পের টাকা ইতি মধ্যে ছাড়া শুরু হয়েছে । তবে এখনও যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো বাকি রয়েছে, সেগুলি মুখ্যমন্ত্রী ২৬ এপ্রিল প্রশাসনিক বৈঠক থেকে দিয়ে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন বৈঠকে তিনি দুয়ারে সরকার কর্মসূচি তে থাকা ৩৩ টা প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। এর বাইরে রাস্তাশ্রী প্রকল্পের রাস্তা তৈরির কাজে গতি আনতে বলেছেন মুখ্যসচিব। যে প্রকল্পের কাজ শেষ হযে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই তথ্য সমন্বয় পোর্টালে তুলে দিতে হবে। এদিনের বৈঠকে জেলা প্রশাসন ছাড়াও প্রায় সব দপ্তরের সচিব রাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সবাইকে ১৯ এপ্রিলের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বর্ষে বরাদ্দ ও খরচের হিসেব মুখ্য সচিব এর কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও যে সব প্রকল্পের কাজ চলছে সে গুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য মজুত রাখতে বলা হয়েছে সব দপ্তরের সচিব কে। প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী কিছু জানতে চাইলে, তার উত্তর যেন সঙ্গে সঙ্গে সচিবরা দিতে পারেন।

বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে হোডিং পড়ল তিলোত্তমায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ তিনি কোনো নেতা বা মন্ত্রী নন, আবার তিনি কোনো বিপনন সংস্থার মুখ নন, তা ও তারই ছবি দিয়ে হোডিং পড়ল তিলোত্তমায়। মঙ্গলবার বেহালায় ১৪ নম্বর বাসস্ট্যান্ডে

বেহালা নাগরিকবৃন্দের তরফ থেকে হোর্ডিং পড়ল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে। তাতে লেখা, 'বাংলার গর্ব বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়।' তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আরো লেখা হয়েছে - 'স্যার আপনাকে স্যালুট জানাই! আপনি শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে যেভাবে মনিটরিং করে সত্যের জন্য লড়াই করছেন আইনের মাধ্যমে, তাতে আমরা আপনাকে নিয়ে গর্বিত।' তিনি যে ভাবে অকুতোভয় হয়ে সাধারন মানুষের ন্যায়ের জন্য অনবরত লড়াই করে চলেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে এই মনোভাব গত কয়েক মাস ধরেই রয়েছে। উল্লেখ্য, দিনের পরে বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় বোলপুরে গিয়েছিলেন। তিনি আসছেন শুনে স্টেশন চত্বরে সাধারন মানুষের উত্তেজনা উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিছু দিন আগে কলকাতা বইমেলায় গিয়েছিলেন তিনি, সেখানে ও ঠিক একই ছবি চোখে পড়েছে। যদিও কয়েক মাস আগে খিদিরপুরের একটি গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠানে এ নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- 'এসব আমি ভাবি না। আমার কাজ মানুষ যাতে দ্রুততরা সঙ্গে বিচার পান সেটা দেখা। নইলে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা উঠে যাবে। তখন তাঁরা যাবেন স্থানীয় পার্টি অফিস বা লোকাল কমিটির অফিসে।'

মাঠে পুড়ছে ডাঁই করা নথি! খবর পেয়েই ভাঙড়ে ছুটল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ দূরে মাঠে কী পুড়ছে ওটা? মঙ্গলবার সকালে ভাঙড়ের আন্দুল গড়িয়া এলাকায় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি মাঠের মধ্যে নথির স্তূপ পুড়তে দেখা যায়। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা মাঠে নথিপত্র ডাঁই করে রেখেছিলেন। সেখানে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। দেখা যায়, বিশাল এলাকা জুড়ে নথিপত্রে আগুন জ্বলছে। সেগুলি কিসের নথি, কেনই বা তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল, জানা যায়নি। যে নথিপত্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সরকারি নথি বলেই মনে করা হচ্ছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিবিআইয়ের একাধিক গাড়ি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর গোয়েন্দারাও সেখানে যান। আগুন নিভিয়ে অর্ধেক পুড়ে যাওয়া নথি উদ্ধারের চেষ্টা করেন তাঁরা। সূত্রের খবর বেশ কিছু নথি উদ্ধার ও করা গিয়েছে। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা এই প্রসঙ্গে বলেন, ''সিবিআই এসে খুব ভাল করেছে। আমরা চাই তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদ্ঘাটিত হোক। গোয়েন্দারা এসে বিষয়টি দেখছেন, এটা খুব আনন্দের। ওঁরা যে এসে নিজেরাই আগুন নিভিয়ে নথি সংগ্রহ করে তা খতিয়ে দেখছেন, এতে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই। আমাদের দিক থেকে যদি কোনও সহযোগিতা ওঁরা চান, আমরা নিশ্চিত ভাবেই সহযোগিতা করব। কে বা কারা কোথা থেকে এই কাগজ নিয়ে এসেছেন, তদন্ত করলেই তা পরিষ্কার হবে।'' ভাঙড়ে যে নথি সোমবার রাতে পুড়িয়ে দেওয়া হল, তার সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতির সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, মনে করছে সিবিআই। সেই কারণেই তারা তড়িঘড়ি এলাকায় ছুটে গিয়ে নথি উদ্ধারের চেষ্টা করছেন।

বিপর্যয়ে সামাল দিতে বিদ্যুৎ ভবনে চালু হল নিয়ন্ত্রণকক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ বিদ্যুৎ ভবনে চালু হয়েছে ডব্লিউবিএসইডিসিএল- এর ২৪ X৭ কন্ট্রোল রুম। সোমবার ১৭ই এপ্রিল যোধপুর পার্ক, হরিদেবপুর, বেলঘড়িয়া এবং দক্ষিণেশ্বরে কিছু কিছু গ্রাহকদের ওভারলোডিংয়ের ফলে ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়া ও যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। এই নিয়ে প্রবল অশান্তি হয় যোধপুর পার্ক ও হরিদেবপুরে। যোধপুর পার্কে কিছু বাসিন্দা স্থানীয় কাউন্সিলারের বাড়িতে চড়াও হন। হরিদেবপুর মঙ্গলবার সকালে পথ অবরোধ হয়। এ দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ দফতরের যুগ্ম সচিব প্রলয় মজুমদার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, সিইএসসির অন্তর্গত ওই অঞ্চলে এই সমস্যার জন্য মঙ্গলবার ১৮ এপ্রিল বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে সিইএসসি'র উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব শ্রী শান্তনু বসু। বৈঠকে মন্ত্রী সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে বেশ কিছু নির্দেশ দেন। সেগুলি হল পর্যাপ্ত ট্রান্সফরমারের ব্যবস্থা রাখা, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডি জি সেটের ব্যবস্থা রাখা এবং সর্বত্র ২৪x৭ বিদ্যুৎ কর্মী রাখার ব্যবস্থা করা। একইসঙ্গে রাজ্য জুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ চলার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ১৭ এপ্রিল সোমবার থেকে যার নম্বরগুলো হল ৮৯০০৭৯৩৫০৩, ৮৯০০৭৯৩৫০৪।

মিড ডে মিল দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের জবাবদিহি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ মিড ডে মিল প্রকল্পে ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে যৌথ পর্যালোচনা মিশন রাজ্যের প্রতিনিধির সই ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারকে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার তার জবাবদিহি চেয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক টুইটে এই প্রকল্পে গড়মিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে উত্তর পাঠাতে গিয়ে দুর্নীতির পরিবর্তে রাজ্য সরকার ওই একই সময়ে এই প্রকল্পে ১৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা সাশ্রয় করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। এইজন্যে তিনি মিশনের চেয়ারপার্সনের কাছে জবাবদিহি করার আবেদন জানিয়েছেন।

ডায়রিয়ার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ১ জনের

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৮ এপ্রিল ঃ পান্ডুয়ায় স্বাস্থ্য দফতরের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আক্রান্তের সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে তাহলে মঙ্গলবার নমুনা সংগ্রহ করা হবে। তীব্র গরমে শুরু ডায়রিয়ার প্রকোপ। হুগলির পান্ডুয়ায় ডায়রিয়ার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল একজনের। আক্রান্ত বেশ কয়েকজন। পান্ডুয়া ব্লকের জায়ের দ্বারবাসিনী গ্রাম পঞ্চায়েতের কামতাই গ্রামে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে সরস্বতী বাউল দাস (৭৫) নামে এক বৃদ্ধার। ওই গ্রামের বেশ পরিবারেই ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ সহ স্বাস্থ্য দফতরের একটি মেডিক্যাল টিম ওই গ্রাম পরিদর্শন করেছে। খবর পেয়ে গ্রামে যান পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চম্পা হাজরা, কর্মাধ্যক্ষ অসিত চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জীব ঘোষ। পান্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ মঞ্জুর আলম জানান, কী থেকে ডায়রিয়া ছড়াল তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্বাস্থ্য দফতরের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আক্রান্তের সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে তাহলে মঙ্গলবার নমুনা সংগ্রহ করা হবে। পান্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অসিত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কামতাই গ্রামে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কিছু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে, তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করি। সেই সঙ্গে অন্যান্য আক্রান্ত পরিবারগুলির সঙ্গেও দেখা করেছি। পঞ্চায়েত সমিতি, ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর থেকে সব রকমের সহযোগিতা করা হবে।'

ফায়ার সেফটি উইকে হাওড়া ফায়ার ব্রিগেডের পক্ষ থেকে তৃষ্ণার্ত পথচারীদের জন্য জলদান কর্মসূচি

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৮ এপ্রিল ঃ ফায়ার সেফটি উইকে হাওড়া ফায়ার ব্রিগেডের পক্ষ থেকে তৃষ্ণার্ত পথচারীদের জন্য এবার জলদান কর্মসূচির আয়োজন করা হলো। এর মাধ্যমে মানবিক মুখ দেখা গেলো দমকলের। শুধু আগুন নেভানোর কাজেই নয়, গ্রীষ্মের দুপুরে তৃষ্ণার্ত পথচারীদের জলদান করে নজির গড়লেন হাওড়ার দমকল কর্মীরা। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে নিজেদের জীবন বাজি রেখে মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোই ওদের কাজ। ওরা দমকল কর্মী। এবার সেই দমকল কর্মীরাই নিজেদের নিয়োজিত করলেন সমাজসেবার কাজে। ফায়ার সেফটি উইকে এবার হাওড়া ফায়ার ব্রিগেডের পক্ষ থেকে বৈশাখের দাবদাহে তৃষ্ণার্ত পথচারীদের জন্য এক জলদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পথচারীদের হাতে ঠান্ডা পানীয় জল এবং বাতাসা তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির বিষয়ে হাওড়া ফায়ার ব্রিগেডের আধিকারিক সোমনাথ প্রামাণিক

বলেন, বর্তমানে আমাদের ফায়ার সেফটি উইক চলছে। ১৪ এপ্রিল থেকে তা শুরু হয়েছে। চলবে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত। এই উপলক্ষ্যে এবারও বিভিন্ন সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। লিফলেট বিলি করে প্রচার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এবার গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহের কারণে আমরা হাওড়া ফায়ার ব্রিগেডের তরফ থেকে পথচারীদের জন্য জলদান কর্মসূচি নিয়েছি। আমরা আমাদের পরিচিত ডিউটির বাইরে গিয়েই এই মানবিক উদ্যোগ নিয়েছি। হাওড়া ফায়ার ব্রিগেডের পক্ষ থেকে আমরা সোমবার তৃষ্ণার্ত পথচারীদের জন্য জলদানের ব্যবস্থা করি। আমরা এই সেফটি উইকে প্রতি বছর বিভিন্ন স্কুল, কলেজগুলোতে গিয়েও সচেতনতা কর্মসূচি নিয়ে থাকি। এবার গরমের ছুটি থাকায় এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ রয়েছে। এখন আমরা বিভিন্ন মল এবং শপিং মল, সরকারি অফিসে ভিজিট করে ফায়ারের অ্যাওয়ারনেস করছি।

পানীয়জল ও বিদ্যুৎ- এর সমস্যায় ভোট বয়কটের পোস্টার পড়লো জয়নগর বিধানসভা এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৮ এপ্রিল ঃ রাজ্যে এখনও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি নির্বাচন কমিশনারের তরফ থেকে। তবে যে কোনো সময় ভোটের নির্ঘন্ট প্রকাশ হবে। এদিকে সেই কথা মাথায় রেখে শাসক দল থেকে শুরু করে অন্যান্য রাজনৈতিক দল গুলি তাদের ভোটের প্রচার শুরু করে দিয়েছে। কোথাও দেওয়াল চুইকাম থেকে শুরু করে ব্যানার পোস্টার লাগানোর কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর সেই জায়গা থেকে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পাঁচঘড়া গ্রামের বাসিন্দারা এলাকার বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের দাবিতে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই এলাকায় বেশ কয়েক বছর ধরে বিদ্যুতের সমস্যা, সূর্য ডুবলে এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যায় নাজেহাল হন এলাকারবাসীরা। পাশাপাশি বৈশাখের এই তীব্র দাবদাহের মধ্যে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এই গ্রামের বাসিন্দাদের। তাই তাঁরা তাদের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান না হলে আগামী পঞ্চায়েত ভোট বয়কট করবে বলে ঘোষণা করেছে। আর ইতিমধ্যে ভোট বয়কটের ফেস্টুন, পোস্টার পড়েছে এলাকায়। আর এই প্রসঙ্গে গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের এই পাঁচঘড়া গ্রামে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যা। ভোটের আগে সবাই বলে যায় ভোটের পর সমস্যা মিটে যাবে কিন্তু সমস্যা আজ ও মেটেনি তাই আমরা এবারে ঠিক করেছি এবারে আমরা ভোট দেব না। যতদিন না পর্যন্ত এলাকার বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যা মিটছে ততদিন আমরা এই সিদ্ধান্ত থেকে সরব না। আর এই বিষয়ে হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মুস্তাকিন মোল্লা বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে, আমরা দ্রুত এই সমস্যা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। এই এলাকার মানুষের পানীয় জল ও বিদ্যুতের সমস্যার মেটানোর দিকে আমরা নজর রাখছি। জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস এই বিষয়ে বলেন, গরমে পানীয় জলের সংকট সর্বত্র। ওই এলাকায় জলের সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরকে জানানো হয়েছে। যাতে মোবাইল জলের ট্যাংকের মাধ্যমে পানীয় জলের পরিষেবা ওই এলাকায় দেওয়া যায়। আর বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে জন্য বিদ্যুৎ দফতরের সাথে যোগাযোগ করছি।

অ্যাডেড এলাকার ৬টি ওয়ার্ডের সমস্যা মেটাতে আজ কেএমডিএ-র সঙ্গে বৈঠকে বসবে হাওড়া পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ এপ্রিল ঃ অ্যাডেড এলাকার ৬টি ওয়ার্ডের সমস্যা মেটাতে আজ বুধবার আবার কেএমডিএ এর সঙ্গে বৈঠকে বসবে হাওড়া পুরসভা। এর আগে হাওড়া পুর এলাকায় গ্রীষ্মকালে জলের সমস্যা মেটাতে সোমবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। ওই বৈঠকের পর বুধবার কেএমডিএ- এর সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানে আলোচনা হবে হাওড়ার অ্যাডেড এলাকার জল সমস্যা নিয়ে। এই বিষয়ে পুর প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চৌধুরী বলেন, যে অস্বাভাবিক গরম তাতে জলের উৎপাদন ঠিক করা সত্ত্বেও কিছু কিছু এলাকায় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই সময় সকলেই জলের ব্যবহার বেশি করছেন। বর্তমানে অ্যাডেড (সংযোজিত) এলাকা সহ গোটা পুরনিগম এলাকায় প্রায় ৬৫ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে এই পরিমাণ জল অনেটাই। বর্তমান অবস্থায় জলের বেশি চাহিদার ফলে কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা আসছে। এই অবস্থা যাতে অতি দ্রুত সমাধান করা যায় সেইজন্য সোমবার বৈঠক করা হয়েছে। মুখ্যত প্ল্যান্টের জলের উৎপাদন আরও কিছুটা যাতে বাড়ানো যায়, ইউজিআর-এর যা জল ধারন ক্ষমতা তার থেকে আরও বেশি ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে ইউজিআরগুলিতে জল সম্পূর্ণ ভর্তি থাকে। এই ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে আরও বেশি জল সরবরাহ করা যেতে পারে। এছাড়া অ্যাডেড এলাকার বেশ কিছু জায়গায় জলের সমস্যা রয়ে গিয়েছে। সেগুলো যাতে সঠিকভাবে ঠিক করা যায় তারজন্য কেএমডিএ এবং হাওড়া পুরনিগমের জল যাতে একসঙ্গে যায় সেই ব্যাপারটিও দেখা হচ্ছে। এছাড়া অ্যাডেড এলাকার ৬ টি ওয়ার্ডের সমস্যা যাতে মিটিয়ে দেওয়া যায় সেই কারণে ফের কেএমডিএ এর সঙ্গে বুধবার বৈঠকে বসা হবে। কিছু কিছু এলাকায় জলস্তর নেমে যাওয়ার জন্য যে সমস্যা হচ্ছে সেখানে জলের গাড়ি পাঠিয়ে সেই সমস্যা কিছুটা হলেও সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা স্থায়ী সমাধান নয় বলে জলের উৎপাদন বাড়িয়ে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি পুরনিগমের জলের দপ্তরের পক্ষ থেকে একটা কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে। যদি কোন এলাকায় জলের সমস্যা হয় তাহলে জানালে সেই সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করা হবে।

কৈলাঘাট স্বাস্থ্য ইউনিটে বহুমুখী স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন

কলকাতা, ১৮ এপ্রিলঃ এদিন (১৮.৪.২০২৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বি আর সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ দ্বারা পূর্ব রেলওয়ে কৈলাঘাট স্বাস্থ্য ইউনিটে একটি বহুমুখী স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে ডাঃ অচিন্ত্য সান্যাল, চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট শিয়ালদহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রেলের সুবিধাভোগীদের মধ্যে আমরা দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইযার অফ মিলেটস -২০২৩ উদ্যাপন করছি বলে তিনি মিলেটের গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্য সুবিধার উপর জোর দিযেলেন। ডাঃ কল্পনা মন্ডল, অতিরিক্ত চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শিয়ালদহ এবং ডাঃ সংঘমিত্রা চ্যাটার্জি, অতিরিক্ত চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট কৈলাঘাট স্বাস্থ্য ইউনিটও বাজরা সম্পর্কিত সমস্যাগুলি এবং কীভাবে বাজরা ব্যবহার করে রেসিপি তৈরি করতে হয় তা তুলে ধরেন। ডাঃ অমিতাভ বিশ্বাস, অতিরিক্তঃ চিফ মেডিকেল

সুপারিনটেনডেন্ট ফেয়ারলি প্লেস যক্ষ্মা সংক্রান্ত একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। ডাঃ জিবরান খান (চিকিৎসক), ডাঃ অপরাজিতা চ্যাটার্জি (চোখ), ডাঃ স্বপ্নীল সাহা, (ডেটাল) ডাঃ সুদাকাহিনা রায় (স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ) নিজ নিজ শাখায় রেলের সুবিধাভোগীদের যত্ন প্রদানের জন্য কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রাথমিক তদন্তের জন্য প্রতিটি রোগীর ওজন, উচ্চতা, বিপি পরিমাপ করা হয়েছিল এবং র‍্যান্ডম ব্লাড সুগার দ্বারা অনুসরণ করা হযেলি। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ইসিজি করা হয়েছিল। প্রায় ১১০ জন রেলওয়ে সুবিধাভোগী এই সুযোগটি গ্রহণ করেছেন।

গরমে পুড়ছে বাংলা, সবজির দামে আগুন মধ্যবিত্তের পকেটে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ দাবদাহের প্রভাব গরমের সবজির দামে। তাপমাত্রার পাশাপাশি সবজিতে হাত দিলেও পুড়ে যাচ্ছে হাত। গরমের ছ্যাঁকা বাজারদরেও। একটানা প্রায় ১৭ দিন এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গে। বিশেষত সবজি উৎপাদক জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর দাবদাহে পুড়ছে। আর তার জেরেই কার্যত আগুন বাজারে। কলকাতার

বাজারে আজ সবজির গড় দামে দেখলে সেখানে দেখা গিয়েছে ঝিঙে ৮০ টাকা, করলা ৬০ টাকা, শসা ৬০ টাকা, লাউ ৬০ টাকা, পটল ৬০, ঢ্যাঁশ ৫০ টাকা, কাঁচালঙ্কা ৮০ থেকে ১০০ টাকা, সজনে ডাঁটা ১০০ টাকা এবং কাঁচা পেপে ৮০ টাকা। অন্যদিকে গত বছরের ১ লা বৈশাখের আগে পরে এই দামগুলি ছিল বর্তমানের তুলনায় বেশ কিছুটা কম। সেই সময় ঝিঙের দাম ছিল ৫০ টাকা, করলা ৩০ টাকা, শসা ৪০ টাকা, লাউ ৪০ টাকা, পটল ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়শ ৩০ টাকা, কাঁচালঙ্কা ৬০ থেকে ৮০ টাকা, সজনে ডাঁটা ৬০ থেকে ৮০ টাকা এবং কাঁচা পেপে ৪০ থেকে ৫০ টাকা। অর্থাৎ গড়ে প্রতি সবজির দাম এবার প্রায় ২০ টাকা করে বেশি। ক্রেতারা অবশ্য গরম উপলক্ষ্যে দাম বাড়ানোর তত্বকে কুযুক্তি বলেই মনে করছেন। পাশাপাশি তারা স্বীকার করছেন, এপ্রিল মাসেই এই রকম গরম তারা আগে দেখেননি। গরমের সবজি মূলতঃ ওঠে এপ্রিলে। সেই মজুত সবজি মে ও জুন মাসে বাজারে আসে এবং বাঙালির পাতে পড়ে। এরপর জুলাইয়ে বর্ষা আসে। তখন ফের টাটকা জল পেয়ে নতুন সবজির ফলন হয়। এবার অকাল তাপপ্রবাহে গোড়া থেকেই সবজির অগ্নিমূল্য গোটা বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মধ্যবিত্তকে।

সপ্তাহান্তে আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা, স্বস্তি পাবে দক্ষিণবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ গা- জ্বালানো গরমে নাকাল কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ। একই অবস্থা উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও। গত কয়েক দিন ধরেই চলছে তাপপ্রবাহ। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে আশার বাণী শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহেই গরমের দাপট কমতে পারে বলে পূর্বাভাস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২২ এপ্রিল, অর্থাৎ শনিবার থেকে রাজ্যে ধীরে ধীরে কমবে তাপমাত্রা। মূলত, ২১ এপ্রিল, অর্থাৎ শুক্রবার থেকে আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি হবে। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির নীচে নামবে। তবে আপাতত ২১ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে দুই দিনাজপুর, মালদা আপাতত তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে। বাকি দিনগুলিতে আপাতত উত্তরের জেলায়

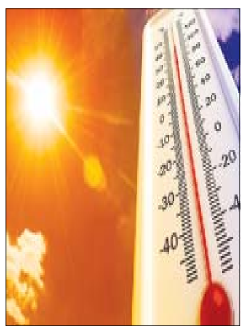

তাপপ্রবাহের কোনও সম্ভাবনা নেই। গত কয়েক দিনের গরমে কাহিল রাজ্যবাসী। চাতক পাখির মতো বৃষ্টির জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে রয়েছেন সকলে। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা স্বস্তি জুগিয়েছে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস। শুক্র এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের দুই মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। এই সময় উত্তরের ৫ জেলা দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ -সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা পৌঁছে যেতে পারে ৪০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনেও ডিউটিরত পুলিশ কর্মীদের হাতে পানীয় জল, ও.আর.এস তুলে দিলেন তৃণমূলের নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্ত সেলের সদস্যরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ এপ্রিল ঃ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনেও হাওড়ায় ডিউটিরত পুলিশ কর্মীদের হাতে পানীয় জল, ও.আর.এস তুলে দিলেন তৃণমূলের নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্ত সেলের কর্মীরা। গরমে হাওড়ার রাস্তায় ডিউটিরত পুলিশ কর্মীদের হাতে ঠান্ডা পানীয় জল এবং ও.আর.এস তুলে দিলেন তৃণমূলের নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্ত সেলের কর্মীরা। মঙ্গলবার ছিল তাদের কর্মসূচির দ্বিতীয় দিন। এদিন তাঁরা উত্তর হাওড়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সকল পুলিশকর্মী, সিভিক ভলেন্টিয়ার, ট্রাফিক গার্ডের কর্মীদের হাতে ঠান্ডা পানীয় জল, ও.আর.এস তুলে দেন। হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্ত সেলের সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সেন বলেন, প্রচন্ড দাবদাহ চলছে। এই অবস্থায় এতো গরমের মধ্যেও আমাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানকারী পুলিশ কর্মীরা রাস্তায় নেমে তাদের ডিউটি পালন করছেন। এই সময় যাতে কারও শরীর খারাপ না হয়, কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে তাই আমরা সকল হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্ত সেলের কর্মীরা সোমবার রাস্তায় নেমে পুলিশ কর্মীদের হাতে এই ঠান্ডা জল, ও.আর.এস তুলে দিয়েছি। এই কর্মসূচি চালু থাকবে যতদিন না তাপমাত্রা কমে। সোমবার আমরা বিদ্যাসাগর সেতুর টোলপ্লাজা থেকে শুরু করে নবান্ন, সাঁতরাগাছি হয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে সলপ পর্যন্ত এই কর্মসূচি নিয়েছিলাম। মঙ্গলবার দুপুরে আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে শুরু করে উত্তর হাওড়ার পুরো এলাকায় এই কর্মসূচি পালন করেছি।

পরীক্ষার জন্য দু'রাত বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ বিদ্যাসাগর সেতুর কেবল পরীক্ষা এবং মেরামত করা হবে। তার জন্য চলতি মাসের দু'দিন রাতে ওই সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখতে চায় সেটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি)। ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়ে কলকাতা পুলিশকে চিঠি দিয়েছে তারা। সেই চিঠির ভিত্তিতে গত সপ্তাহে পুলিশকে নিয়ে বিদ্যাসাগর সেতু পরিদর্শন করেছেন এইচআরবিসি কর্তৃপক্ষ। তবে কবে ওই সেতু বন্ধ রেখে কাজ করা হবে, তার দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। পুলিশ সূত্রের খবর, বিদ্যাসাগর সেতুতে যান চলাচল বন্ধ রাখা হলে যাঁরা অসুবিধায় পড়তে পারেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পরেই প্রশাসন ওই কাজ শুরু করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, চলতি মাসের শেষ দু'দিন রাতে এই কাজ করার অনুমতি মিলতে পারে প্রশাসনের তরফে। যদিও পুলিশকর্তারা চাইছেন ছুটির দিনে ওই কাজ করতে। কারণ, সে ক্ষেত্রে সেতু বন্ধ থাকলেও যানজট খানিকটা কমানো যাবে। মঙ্গলবার লালবাজার সূত্রে জানা যায়, বিদ্যাসাগর সেতু তৈরি হওয়ার পরে মাত্র এক বারই সেটি কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। এ বার এই সেতুর স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে সেটি মেরামতির পাশাপাশি যে ঝুলন্ত কেবল রয়েছে, সেগুলিও পরীক্ষা করতে চায় এইচআরবিসি। একই সঙ্গে সেতুর বেয়ারিংয়ের ক্ষমতাও খতিয়ে দেখা দরকার বলে সূত্রের খবর। আর এই সমগ্র কাজটি করার জন্য সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা প্রয়োজন।

ডাবল লাইনের সূচনার জন্য সোন্দালিয়া-চম্পাপুকুর সেকশনে সিআরএস পরিদর্শন

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ শ্রী সুভোময় মিত্র, রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার পূর্ব সার্কেল ডাবল লাইন চালু করার জন্য পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের সোন্দালিয়া - চম্পাপুকুর বিভাগে বারাসত থেকে সোন্দালিয়া পর্যন্ত নবনির্মিত ডাউন লাইন এবং বারাসত থেকে লাবুতলা স্টেশন পর্যন্ত নতুন আপ লাইন পরিদর্শন করেছেন। বিভাগে শ্রী সুভোময় মিত্র, রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ট্র্যাকের অবস্থা পরিদর্শন করেছেন এবং সোন্দালিয়া

এবং সেকশনের অন্যান্য স্টেশনগুলিতে নিরাপত্তা গিয়ারগুলিও পরিদর্শন করেছেন। শ্রী মিত্র প্যানেল রুম, ট্র্যাক কন্ডিশন, ইন্টারলকিং এবং সিগন্যালিং সিস্টেমও পরিদর্শন করেছেন যা লাইনের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ডাবল লাইন সিস্টেমকে সহজতর করবে। শ্রী দীপক নিগম, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের শাখা অফিসাররা পরিদর্শনে রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনারের সাথে ছিলেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ৫ বৈশাখ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

গুগল-র 'অতি মানব'

গুগল যা আবিস্কার করে ফেলেছে তাতে আগামি দিনে কাউকে ভাষা সম্পর্কে বিভ্রাটে পড়তে হবে না। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এর সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করেছে। নতুন চ্যাটবট যার নাম চ্যাটাজিপিটি। এতে মাইক্রোসফট বিপুল ব্যয় করেছে। একে টক্কর দিতে গুগল নিয়ে এসেছে বার্ড। কী বলতে হবে, কী লিখতে হবে, কার মনের কথা জানতে হবে, সবেতে সে সাহায্য করবে। শাও বলেছেন গুগলে মতো ইন্টারনেটের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে না। বার্ড সব উত্তর দেবে তার ভাণ্ডার থেকে। সেই প্রোগ্রাম সে নিজে নিজে শিখেছে। গুগুলের তিন প্রযুক্তিবিদ বলেছেন, এর ভিতরে মাইক্রোচিপ দেওয়া আছে। যা মানুষের মস্তিকে থেকে একশো হাজার গুণ শক্তিশালী। বার্ডকে বলা হয়ে ছিল বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টকে ছোট করে বলতে। মাত্র ৫ সেকেণ্ড সময় নিয়েছিল। তার মধ্যে সে উত্তর দিয়েছে। এর পরে ল্যাটিন ভাষায় জবাব দিতে বলা হয়েছিল। অনুবাদ করতে মাত্র চার সেকেন্ড সময় নিযেছিল। পরে তাকে একুট অনুগল্প লিখতে বলা হয়েছিল। সূত্র দেওয়া হয়েছিল - 'ফর সেল, বেবি শুজ এবং নেভার ওর্ন। মাত্র পাঁচ সেকেন্ট সময় নিয়েছিল অনুগল্পটি তৈরি করতে। এই অসম্ভবকে কীভাবে সম্ভব করা হল তার বাখ্যা দিতে গিয়ে জেমস মন্তব্য করেছেন মাসের পর মাস ধরে বার্ড বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একোবরে ছাত্রদের মতো চর্চা করে গিয়েছিল। উত্তর খুঁজতে সে মানুষের মতো ভাবে। বার্ডর উত্তর দেখলে মনে হতে পারে এই যন্ত্রের ভিতরে মানুষ রয়েছে। কিন্তু তা নয়। শক্তিশালী তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য বার্ড এই সব কিছু করে থাকে। বার্ড সংক্রান্ত যে সব কথা জানতে পারা গিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে রহস্যজনক হল ভাষা। তা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এআই নিজের থেকে ভাষা শিখতে শুরু করে গিয়েছে। কীভাবে সেটা হচ্ছে তা কিন্তু কেউই বলতে পারছে না। যন্ত্রের কাছে মানুষ হারতে শুরু করে দিয়েছে। কখনও এআইকে বাংলা শেখানো হয়নি। কিন্তু সে নিজের থেকে বাংলা শিখতে শুরু করে দিয়েছে। কোনও বাঙালি যদি বার্ডর সমানে উপস্থিত হয়তাহলে সেই মানুষটি কোনও ভাষায় চিন্তা ভাবনা করছে তা বার্ড অতি সহজে লব্ধ করে নিতে পারে। তার ফলে বাংলা শেখাটা তারা কাছে সহজ হয়ে যায়। এই বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করে দিয়েছে গুগলের বিজ্ঞানীরা। ভবিষ্যতে যাতে করে আরও বহু ভাষা বার্ড শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন বিজ্ঞানীরা। গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই বলেছেন, কাজের জগতে আমরা একটি ব্ল্যাক বক্স তৈরি করতে পেরেছি। সেটার সম্বন্ধে আমরা পুরো পুরি কিছুই এখনন বলতে পারবো না। মানুষের মনটা কি কাজ করতে চায় তার বার্ড তা জানতে পারে এবং সেইভাবেই সে চলতে শুরু করে। মানুষের কথা বলে, তার চলন বলন এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড দেখে বার্ড একটি অনুমান করে নিয়ে সেই রকম সব ব্যবস্থার প্রস্তুতি করে দিতে থাকে তার ফলে মানুষের কাজ বেশ খানিকটা হালকা হয়ে যায়। বহু জটিল তত্ত্বের সমাধান করতে শুরু করে দিয়েছে বার্ড। মানুষ যখন অন্ধকার জগতে হাতড়াতে থকে তখন বার্ড সেই অসহায় মানুষটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। অসহায় মানুষকে পথ দেখায়। বলা যেতে পারে বার্ড হচ্ছে অত্যাধুনিক একটি জীবন্ত মানুষ। রোবট বলা যাবে না। কারণ রোবটের নিজস্ব তৈরি করার কোনও ক্ষমতা নেই। বার্ড নিজের থেকে সৃষ্টি করতে পারে এবং বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে পারে। পথ দেখাতে পারে ডুবে যাওয়া মানুষকে। ২০২৩ সালে মানুষের সমকক্ষ যন্ত্র মানব তৈরি হতে শুরু করেছে। মানুষের সমকক্ষ বলা যেতে পারে। বার্ড উদ্ভাবনী শক্তি রয়েছে। সত্য আছে আবার মিথ্যাও আছে। মানুষ যেমন সত্য মিথ্যায় গড়ে ওঠে ঠিক সেই রকম বার্ড সত্য মিথ্যা দিতে গড়ানো একটি যান্ত্রিক মানুষ। বার্ডর আবির্ভাব নিয়ে সাক্ষাৎকার করলেন গুগলের তিন কর্তা। এদের মধ্যে রয়েছেন সিইও সুন্দর পিচাই, ভাইস প্রেসিডেন্ট সিসি শাও এবং সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জেমস মানিকা। বার্ডর চালন চলন দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছেন গুগলের খোদ কর্তারা। মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন সবার দেখা দিতে শুরু করেছে 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ'। তা নিয়ে কথা বলেন পিটাই যে মানুষ এটাকে যেভাবে ব্যবহার করতে তাই হবে। মানুষ যদি এর সঙ্গে শত্রুতা করে তাহলে এই যন্ত্র মানুষকে সংযত হতে বলবে এবং উপকার করার চেষ্টা করবে। এদের একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার অধিকার যদিও মানুষের হাতে থাকবে। কিন্তু মানুষ তার নিজের কাজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে একে রক্ষা করে চলবে এটা হল মোদ্দা কথা।

সংসদের বাদল অধিবেশনে কি হবে

সত্যপাল মালিকের বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার প্রকাশ্যে আসার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এলাহাবাদে ঘটেছে প্রাক্তন সাংসদ ও গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের হত্যাকাণ্ড ঘটে। আতিকের হত্যাকাণ্ড কেন হল তা নিয়ে গোটা দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন সামনে উঠে আসছে। যাতে এই জোড়া হত্যাকাণ্ডের পিছনে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকাকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে কেউ কেউ মনে করা হচ্ছে। লোকসভা ভোটে যে এই দুই ইস্যুর ছায়া পড়বে, তা নিয়ে সংশয় নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সাম্প্রতিক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার এবং গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের রহস্যজনক খুন অস্বস্তি বাড়িয়ে তুললো বিজেপির। মাস দুয়েক বাদেই সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হবে। বাজেট অধিবেশন আদানি ইস্যুকে সামনে রেখে ঝামেলার শেষ হয়েছে। বাদল অধিবেশন সত্যপাল মালিকের সাক্ষাৎকার এবং আতিক আহমেদের হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে যে উত্তপ্ত হবে,এটা নতুন কি। বিরোধিরা কেউই ছেড়ে দেবে না। লোকসভা ভোট ঠিক ২০২৪-এ। মাত্র দু বছর বাকি। লোকসভা ভোটেও যে এই দুই ইস্যু নিয়ে বিরোধিরা তুমুল লড়ায়ে নামবে তা নিয়ে সংশয় নেই। পুলওয়ামার ঘটনা নিয়ে বিরোধীরা অতীতে বহু প্রশ্ন তুলেছিল। কিন্তু সত্যপাল মালিক একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ ছিল, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে পুলওয়ামার ঘটনার পর ফোনে বলেছিলেন, ''তুম আভি চুপ রহো, ইয়ে কুছ অউর চিজ হ্যায়।''

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে। মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। সঠিক পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই মানব সমাজ বিকাশ লাভ করবে। তবেই ভারত মহান হবে। স্বনির্ভর ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই সব মা কালী আশির্বাদ ছাড়া হবে না। আসলে কালী যেসব কথা বলেছেন তার মধ্যে জীবন সত্যের দর্শন রয়েছে। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠী। তিনিই দেবী। তিনি মহামানবী। তার মতো মহান আর কেউই নেই। মানব জীবনকে পরিষেবা দিতে গেলে স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন রয়েছে।

'আত্মোন্নতি সমিতি'র প্রতিষ্ঠা ও কর্মপদ্ধতি

রবীন্দ্র কুমার শীল ঃ ১৮৯৭ সালে বাংলার স্থায়ী বিপ্লবী সমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মধ্য কলকাতায়। অধ্যাপক নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন সোসাইটির প্রবর্তক) হরিশ্চন্দ্র সিকদার (১ নং নিতাইবাবু লেন, চাঁপাতলার বাসিন্দা), ভুবনেশ্বর সেন (মদন দত্ত লেন) প্রভৃতি ছিলেন এই বিপ্লবী দলের প্রতিষ্ঠাতা। পরে এই সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র দে, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় এর মতো স্বনামধন্য বিপ্লবীরা। এই দলটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'আত্মোন্নতি সমিতি।' এর প্রথম ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্ব কোনে। তখন এটা খেলাৎচন্দ্র ইন্সটিটিউটের প্রাঙ্গন ছিল। এই সমিতির শাখা অফিস তৈরি হয়েছিল ওই স্কুলের মাইনর ব্রাঞ্চ এর উঠানে। সেই স্থানটিকে তখন বলা হতো ভরদ্বাজের মাঠ। এটা ছিল বহুবাজার এবং আমহার্স্ট স্ট্রিটের সংযাগস্থলের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে। ১৯০৬ সালে জাতীয় মহাবিদ্যালয় (ন্যাশনাল কলেজ) প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় সমিতির মূল কেন্দ্রটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মলঙ্গা লেনের অভয় হালদার লেনের কাছে। যদিও সেখানে সমিতির প্রধান শাখা আরও ছিল বলে মনে করেন শ্রীঅংশুপ্রকাশ। স্থানটির নাম তখন ছিল জগুলালার ঠাকুরবাড়ি যার প্রবেশ পথ ছিল একদিকে ওয়েলিংটন স্ট্রিটের কান্তি মুখার্জির লোহার দোকানের পাশ দিয়ে। অন্যদিকে অভয় হালদারের লেনের ভিতর দিয়ে। ১৯১৭ সালে রচিত নিকসন সাহেবের গুপ্ত নথিতে একথা লেখা আছে। আবার এই সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ২৩ নম্বর মদন বড়াল লেনে এবং তালতলা অঞ্চলে। মদন বড়াল লেনের কুস্তির আখড়ার প্রধান শিক্ষাগুরু ছিলেন অনুকূল মুখার্জি। তবে সময় সময়ে তিনি গোপন পরামর্শও দিতেন সমিতির সদস্যদের। বিপ্লবী অরবিন্দ যেমন আধ্যাত্মিক বিপ্লববাদকে গ্রহণ করেছিলেন। তার ওপরে রাজা সুবোধ মল্লিকের সাহায্য কাজ করেছিল। বিপ্লবী জীবনের শুরুতেই অরবিন্দ প্রথম থেকে বঙ্কিমচন্দ্রে রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ওপরে বেশি করে জোর দেন।

ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত বই ''Kolkata & its Police A history of City Police from Charnock's to Present Dayóó !œöì…öìŠé˜– òòAround 1900, the Atmonnati Samiti of Calcutta started by Satish Mukherjee and Nibaran Bhattacharya grew into a revolutionary group under the leadership of Bipin Bihari Ganguly. This group used to work in cooperation with the Anushilan Samiti, which was founded in Calcutta in 1902 with Barrister Pramatha Nath Mitra as President and Chittaranjan Das and Aurobindo Ghosh (later Rrishi Aurobindo of Pondichery) as vice-presidents, and with Jugantar Dal, when it came into being as an off-shoot of the Anushilan Samiti in 1906 on the insistence of Aurobindo's maverick brother, Barin Ghosh. The Anushilan Samiti formed a branch in

Dacca in 1906, when soon emerged as an active and independent organisation in 1907 under the able and charismatic leadership of Pulin Das (1977-1949). There was another active revolutionary group-the Sarathi Yubak Mandali- that 'was perhaps second only in importance to the Anushilan Samity for the number for the number of persons included in its ranks who actually took part in the crimes of violence" (page-300-301). বিপ্লবী অরবিন্দের সশস্ত্র সংগ্রাম বারবার ব্যর্থ হতে শুরু করে দিয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ ছিল সেই সময়ে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতিতে ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কাছে অরবিন্দ সম্পর্কে কোনও ধারনা ছিলই না। কিন্তু 'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় স্বরাজ সাধনা এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশ লাভ করতেই ইংরেজদের নজর সেই দিকে গিয়ে পড়ল। 'বন্দে মাতরম' পত্রিকাতে অরবিন্দ একেবারে খোলাখুলি স্বরাজ নিয়ে ইংরেজ সরকার বিরোধী প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করলেন।

''On August 6, 1906 Bande Mataram started to be published. Aurobindo Ghosh, at the request of Bipin Chandra Pal, joined the daily and became the delcared editor subsquently. Through the pages of Bande Matarm Aurobindo got the oppertunity for starting the public propaganda necessary for revulationary purpose. His "first preoccupation was to declare openly for complete and absolute independence as the aim of political action in India and to insist on this persistently in the pages of this journal; he was the first politicain in India who had the courage to do this in public and he was immediately successful" At the call of Aurobindo the forward group of young men in the Congress decided to organise themslves openly as a new political party joining hands with the like minded Maharastra group. In course of time Bande Mataram became the organ of the New party. Through Bande Mataram Aurobindo went on to attack the moderates and established an explicit view of Swadeshi and partition movements. By his active association with both Yugantar and Bande Mataram Aurobindo channelled the freedom movement in a new stream and aroused atrong public opinion for the complete independence of the country.(Alipur Conspiracy Case An Outline of the Sensational Trial in the Histroy of The Indian Independence Movement, page-22-23)'' (ক্রমশ ঃ লেখক ঃ রবীন্দ্রকুমার শীল)

''বাবার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। নোটো সেজেই জীবন চলে গেল।

তাঁর বাবা একদিন তাঁর মা কে বলেছিলেন,''তোমার এই ছোট ছেলেটির লেখাপড়া কিচ্ছু হবে না। রেসিটেশন শিখছে, নকলটকল করতে পারে। যাত্রা, থিয়েটারে নোটো সেজেই ওর দিন যাবে।'' বিত্তবান জমিদার পরিবার তাদের। বাবার স্বপ্ন তার ছোট ছেলেও আইসিএস হবে। কিন্তু কোথায় কি। পড়তেন মিত্র ইনস্টিটিউশনে। তখন থেকেই ধ্যানজ্ঞান হল কবিতা আর অভিনয়। ম্যাট্রিকে বাংলায় লেটার ও স্বর্ণপদক নিয়ে পাশ করলেন। পড়তে গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখানেও পড়াশোনার থেকে নাটকেই বেশি সময় কাটাতেন। এরপর পড়লেন আইন নিয়ে। কিছুদিন ওকালতি করলেন. মন টিকল না। চাকরিও করলেন কিছুদিন। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। অভিনয় তখন তাঁকে টানছিল। শেষমেশ নেমেই পড়লেন অভিনয়ে। ১৯৫১ সাল। সেই সময় পরিচালক হেমেন গুপ্ত তৈরি করেন '৪২। সেই ছবিতে তিনি নৃশংস অত্যাচারী মেজর ত্রিবেদীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। পর্দায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর মেজরের অত্যাচার দেখতে দেখতে মানুষ এতটাই খেপে

উঠেছিল যে, রাস্তাঘাটে তাঁকে দেখলে তাড়া করার ঘটনাও ঘটত। ছবির প্রিমিয়ারে তাঁকে দেখতে পেয়ে জুতো তুলে ছুটে এসেছিলেন অনেকে। এমনকি পরে এক ভক্ত আবার সপাটে চড় বসিয়ে দিতে এসেছিলেন গালে! প্রিয় অভিনেতা তখন অত্যাচারী ব্রিটিশ অফিসার, পর্দার বাইরেও। এই ঘটনার পর তিনি বলতেন ''একজন অভিনেতার জীবনে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে!'' বহু সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আরোগ্য নিকেতন'-এর জীবনমশাই ,'উত্তর ফাল্গুনী'র মনীশ, 'ছেলে কার' বা 'ছদ্মবেশী'র মতো কিছু ছবিতে করেছেন কমেডির অভিনয়। দর্শককে চিনিয়েছিলেন তার জাত।

চলচ্চিত্রের পাশাপাশি করতেন নাটকও । প্রথম নাটক 'চৌরঙ্গি'। তিনি স্যাটা বোস। চলচ্চিত্রের দৌলতে উত্তমকুমারের স্যাটা বোস তত দিনে বাজার মাত করেছে। তিনি প্রথমে রাজি ছিলেন না ওই চরিত্রে। বলেছিলেন, ''উত্তমকে পর্দায় দেখার পরে আমাকে দর্শক নেবেই না।'' উত্তমকুমার বললেন তুমি নিজের মতো করে চরিত্র ফোটাবে। আমি দেখতে যাব।'' তিনি বললেন তোমাকে দর্শকাসনে দেখলে আরও নার্ভাস হয়ে যাব। উত্তমকুমার শোনেননি সেই কথা। তাঁকে না বলে অন্ধকারে হলে ঢুকে পিছনের দিকে বসে ছিলেন। অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে গ্রীন রুমে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন তাঁকে। তিনি বিকাশ রায়। আনুমানিক শ'আড়াই ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। পরিচালনা করেছেন আটটি ছবি। এর মধ্যে পাঁচটি আবার নিজেরই প্রযোজনা। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' তার একটি। একবার বলেছিলেন, ''বাবার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। নোটো সেজেই জীবন চলে গেল।

আফগানিস্তান সাংবাদিক শূন্য দেশে পরিণত

আফগানিস্তানের দেশের সমস্ত সাংবাদিকেরা দেশ ত্যাগ করেছে অন্য দিকে চ্যানেল চালু রাখা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। প্রকাশ্যে কোনও রকম ছবি তোলা যাচ্ছে না। গোপনে ছবি তুলতে হচ্ছে। তালিবানরা যদি টের পায় যে কোনও সাংবাদিক ছবি তুলছে তাহলে তাদের ক্যামেরার রিল নষ্ট করে দিচ্ছে। ছবিও বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। তাই গোপন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চ্যানেলগুলো। চ্যানেলগুলো কোন ছবি দেখাচ্ছে তার ওপরেও তালিবানদের নজর রয়েছে। তালিবানরা কাবুল দখল করার পরেই সংবাদ মাধ্যমের ওপরে চড়াও হতে শুরু করে দিয়েছিল। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে দিয়েছে। অতীতে তালিবানদের চেয়ে বর্তমান তালিবানরা আরো বেশি নৃশংস। এটা প্রমাণ করা একেবারে অসম্ভব। কারণ প্রকাশ্যে ছবি তোলা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা ঘাটের ছবি তোলা বারণ। দিনের বেলায় গোটা কাবুল একেবারে কার্ফু এর মতো অবস্থায় থাকে। লোকজন নেই। রাস্তাঘাটে বেশি গাড়ি নেই। ঘরবাড়িগুলো সব দরজা জানলা বন্ধ। মনে হচ্ছে কাবুল একটি ভূতুরে শহরে পরিণত হয়েছে। টোলো নিউজের সাংবাদিক এবং মহিলা সাংসাবিকদের ওপরে হামলা হতে শুরু করে দিয়েছে। তালিবানরা তাদের সরকারি সম্প্রচারে বলা হচ্ছে যে তালিবানরা সংবাদ মাধ্যমকে স্বাধীনতা দিয়েছে। আসলে মুখে যেটা বলছে কাজের বেলায় ঠিক তার উল্টোটা করছে। কথার সঙ্গে কাজের কোনও মিল নেই। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেতেই তালিবানরা এখন শুধু মুখেই কথা বলে গোটা ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কাশ্মীর ব্যাপারে তালিবানরা মাথা গলাবে না বললেও স্বস্তিতে নেই দিল্লি।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা হবে না বলে তালিবানরা বারবার আশ্বাস দিলেও দিল্লি কিন্তু তাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারছে না। তারা বলতে শুরু করেছে কাশ্মীর হচ্ছে ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপার। এ ব্যাপারে তালিবানরা মাথা গলাবে না। তালিবানরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না অন্য রাষ্ট্রের অসুবিধা করতে। কাশ্মীরের ব্যাপারে তালিবানরা নাক গলাবে না। এদিকে তালিবানদের হাতে কাবুল দখল হয়ে যাওয়ার পরই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং মনে করছেন, আফগানিস্তান তালিবানদের হাতে চলে যাওয়ার পরেই ভারতের জঙ্গি কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ভারতীয় গোয়েন্দারা মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে, তালিবান যোদ্ধাদের কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তান গোপনে উৎসাহিত করবে। পাক সেনাদের পক্ষে যা করা একেবারে অসম্ভব ছিল সেটা তালিবান যোদ্ধাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে মুক্তি করে সেখানে তালিবান জঙ্গিদের প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখাটা জরুরী। এদিকে জইশ-ই-মহম্মদের নেতা মাদ আজহার গোড়ার দিকে তালিব নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। যদিও এই বৈঠকের কথাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন তালিবানদের মুখপাত্র জবিউল্লা মজাহিদ। তিনি বলেছেন, খবরটি একেবারে ভুয়ো। আফগানিস্তানের জমি কোনও রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। আফগানিস্তান কোনও রাষ্ট্রে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না। এদিকে পাকিস্তান ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে তালিবানদের। যে তালিবানদের শক্তিশালী করতে পাকিস্তান সাহায্য করেছিল সেই পাকিস্তান এখন তালিবানদের ভয় পাচ্ছে। তাবিবানদের বন্দুরের নল যদি কোনও সময়ে পাকিস্তানের দিকে তাক করে থাকে তাহলে পাকিস্তানের সেটা সবচেয়ে ভয়ের কারণ। তালিবানদের না চটিয়ে তাদেরকে শান্ত করে রাখাই এখন পাকিস্তানের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। হাতের তৈরি করা তালিবানরাই এখন ফ্রাঙ্কেস্টানই হয়ে পাকিস্তানকে যে কোনও সময়ে আক্রমণ করতে পারে বলে মনে করছে পাক প্রশাসন। তালিবানরা যদি জেহাদের নাম করে পাকিস্তান আক্রমণ করে বসে তাহলে পাকিস্তানের আর কিছুই করা থাকবে না। পাক জঙ্গি থেকে শুরু করে সবাই তালিবানদের পক্ষ হয়ে সায় দিতে থাকবে সেটা পাক প্রশাসকরা জানে। সেই কারণে এখন পাক সেনারা তালিবানদের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ভারত আফগান বন্ধুত্বে নিবিড় হলেও তালিবানদের ওপরে ভরসা রাখা যায় না বলে মন্তব্য করেছে বিদেশ মন্ত্রক। জঙ্গি সরকারকে বিশ্বাস নেই। তারা মুখে এক রকম কথা বলে কাজে ঠিক তার বিপরীত করে থাকে। তবে ভারত সব সময়ে প্রস্তুত রয়েছে।

হেরিটেজ

বাগবাজারের বসু বাড়ি

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বাগবাজার বসু বাড়িতে এসে গান গেয়েছিলেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দকে গানও শেখাতেন রামকৃষ্ণদেব। যদিও স্বামী বিবেকানন্দ গান জানতেন। তবুও গুরু রামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে তিনি গানের তালিম নিয়েছিলেন। আবার বিবেকানন্দ গানও শোনাতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে দক্ষিণেশ্বরের নাম মন্দিরে বসে সন্ধ্যার সময়ে। বসু পরিবারের পূর্ব পুরুষ রামানন্দ বসু কলকাতায় এসে বাগাবাজারের কাঁটাপুকুর অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন। এই বাড়িটা তৈরি করালেন নন্দলাল বসু ও তাঁর বাই পশুপতি বসু। গয়া, পাটনা, লোহারডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে এদের জমিদারি ছিল। অগ্রজ মহেন্দ্রলাল আগেই মারা গিয়েছিলেন। ইন্দো গ্রীক স্থাপত্যে নির্মিত এই বাড়িটি। এই বাড়ির বাসিন্দারা সকলেই ছিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ভূপেন্দ্রনাথ বসু সময়ে এখানে কংগ্রেসে অধিবেশন বসেছিল। ব্রিটিশ ভারত শাসনকালে ১৮৮৮ সালে কুখ্যাত ম্যাকেঞ্জি অ্যাক্টের প্রতিবাদে সভা বসেছিল এই বাড়িতে। পশুপতি বসু এই প্রতিবাদ সভার আহ্বায়ক ছিলেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে ছিলেন মাতা কস্তুরি বাঈ। অমৃতলাল বসু রচনা 'সাবাশ আটাশ' ম্যাকেঞ্জি অ্যাক্টে বিরোধিতা করে লেখা নাটক। এই বাড়িতে সেই নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। পশুপতি বসু ছিলেন স্বনাম খ্যাত ব্যক্তি। তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এর চেয়ারম্যান, জাস্টিস অব পিস, ভারতীয় সঙ্গীত সাজের আজীবন সদস্য, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য এবং জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের আজীবন পৃষ্টপোষক ছিলেন। বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে ১৯০৫ সালে এই বাড়ির সদসর‍্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। রাখিবন্ধ উৎসব পালন করা হয়েছিল। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বাড়িতে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে ভোজন এবং রাখিবন্ধ উৎসব পালন করেছিল। বাংলাকে ভাগ করতে দেওয়া হবে না বলে জোরালো প্রতিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে ছিল এই বাড়ি থেকেই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে ন্যাশনাল ফাণ্ড তৈরি করা হয়েছিল এই বাড়িতে। সেখানে একদিনে পঁচাত্তর হাজার টাকা উঠেছিল। প্রথম দাতা ছিলেন চিন্তামণি নামে একজন ভিখারি। স্বরাজ দলের সভা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল। ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছিল এই বাড়িতে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শচীন মিত্র। সভানেত্রী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল। পুলিশ নেতাদের গ্রেফতার করলো। বাড়ির থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত রিভালবার, বন্দুক সব পুলিশ নিয়ে চলে গেল। জগদ্ধাত্রী পুজো ছিল এই বাড়ির মূল পুজো। সবাইকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হতো। এক মাস ধরে যাত্রা পালা হতো। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যারা ভোজন প্রিয় ছিলেন তাদের পাতের সামনে একটি খড়ি দাগ দেওয়া হতো। সেখানে একটি আস্ত দইয়ের হাঁড়ি এবং মিষ্টি রেখে দেওয়া হতো। অন্ন পূর্ণার সময়ে গরীব দুঃখীদের এবং কাঙালি ভোজন করানো হতো। দুর্গা পুজোর সয়ে মোষ এবং পাঠা বলি দেওয়া হতো। গিরিশ চন্দ্র ঘোষ একবার নন্দলাল বোসকে নাটক দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে নন্দলাল বলি প্রথা তুলে দিলেন। বাড়িটা আজও একই রকম রয়েছে। সরকার অধিগ্রহণ করেছে। কিন্তু সংস্কার এখন পর্যন্ত করা হয়নি। হেরিজেট হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে বাড়িটিকে ।

সুদানে যুদ্ধবিরতির আহ্বান রাষ্ট্রসংঘের

জেনেভা, ১৮ এপ্রিল ঃ গৃহযুদ্ধ একেবারে চরম আকার নিয়েছে সুদানে । সেনা এবং আধাসেনা বাহিনীর এই যুদ্ধে দিন তিনেকের মধ্যেই সুদানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০০। ১৮০০'র বেশি মানুষ জখম। পরিস্থিতি দেখে চিন্তিত রাষ্ট্রসংঘ। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। রাজধানী খার্তুমকে কেন্দ্র করেই চলছে লড়াই। সেনা আর আধাসেনা এখন দেশের ক্ষমতা দখলের জন্য লড়াইয়ে নেমেছে। সেনার দাবি, খার্তুমের দখল তাদের হাতেই। পালটা শক্তিশালী আধাসেনা বাহিনীরও দাবি, রাজধানী শহরের পথঘাট তারা দখল করে ফেলেছে। আফ্রিকার দেশটির এই পরিস্থিতিতে চিন্তিত রাষ্ট্রসংঘ। সেখানে কর্মরত রাষ্ট্রসংঘের ৩ কর্মীর মৃত্যুতে নিরাপত্তার কথা ভেবে সে দেশে খাদ্য সরবরাহের যে কর্মসূচি চলছিল, তা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ কয়েকটি হাসপাতালও। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, সুদানে যুদ্ধের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি সমস্যা সমাধানে শান্তি ও পরস্পর আলাপআলোচনার জন্য অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে।

ইন্দ্রের আরাধনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ এপ্রিল ঃ ইন্দ্র মহারাজ পুজোয় মাতলেন মথুরাপুর অঞ্চলের ধনরাজ গ্রামের বাসিন্দারা। বহু প্রাচীনতম এই ইন্দ্র দেবের মন্দির। আজও প্রাচীনতম রীতিনীতি মেনে আনুষ্ঠিত হয় ইন্দ্র দেবের পুজো। মালদা জেলার মধ্যে একমাত্র ইন্দ্র দেবের প্রাচীনতম মন্দির রয়েছে মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধনরাজ গ্রাম এলাকায়। প্রতিবছরি নববর্ষের পরের দিন সাড়ম্বরে আয়োজিত হয় ইন্দ্রদেবের পুজো। কথিত রয়েছে, ধনরাজ গ্রামটি মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকা। প্রায় কয়েক শতক আগে গ্রামের কোন এক খাড়িতে নির্ভর করে এই গ্রামের বাসিন্দারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু কোন এক কারনে সেই খাড়ির জল শুকিয়ে যায়। ফলে প্রচুর সমস্যার দেখা দেয় তাদের। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের আশায় এই ইন্দ্র দেবের পুজো করে এবং বৃষ্টি শুরু হয়। এরপর থেকেই প্রতিবছর ইন্দ্র দেবের পুজোর পাশাপাশি পুজোর দিন বৃষ্টিপাতের কামনা করেন মৎস্যজীবীরা। যাতে তীব্র দাবদাহ থেকে রক্ষা পায় এলাকাবাসী। এই পুজোয় অংশগ্রহন করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা -নেত্রীরা। এদিন পুজোয় অংশগ্রহন করেন দক্ষিণ মালদা বিজেপি সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মন্ডল। এছাড়াও মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌমদীপ সরকার। এই পুজোকে কেন্দ্র করে বসে বিশাল জমজমাটি মেলা। সব মিলিয়ে মিলন উৎসবে পরিনত হয় গোটা এলাকা।

পুলিশি হয়রানি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ এপ্রিল ঃ তুফানগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভানুকুমারী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাকুটি গুচ্ছগ্রাম মোড় এলাকায় গত ১৭ এপ্রিল শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে গৃহবধূকে গাছে বেঁধে মারধর এবং পরবর্তীতে বিষ খাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর তাকে নিয়ে আসা হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। মৃত ওই গৃহবধূর নাম লাভলি বিবি। পরবর্তীতে মৃতার পরিবারের তরফ থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করতে যান বক্সীরহাট থানায়। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের হয়রানি করার অভিযোগ তোলেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের শালবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশতলা এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় মৃতার পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। প্রায় ২ ঘন্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে উঠে যায় বিক্ষোভ।

অফিসে চাই এসি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ এপ্রিল ঃ প্রচন্ড গরমে নাজিহাল অবস্থা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রের পরিবহন সংস্থার কর্মীদের। গরমের হাত থেকে বাঁচতে অফিসে এসি লাগানোর দাবিতে অবস্থান-বিক্ষোভ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মীদের। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্র পরিবহন সংস্থার বাস টার্মিনার্সের অফিসে অ্যাকাউন্ট সেকশন এবং অন্যান্য কর্মীরা কাজ বন্ধ করে অফিসে এসি লাগানোর দাবিতে অবস্থানে বসেন। তাদের অভিযোগ অফিসে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা একদম নেই। অফিসের ফ্যান থাকলেও প্রচন্ড গরমে নাজেহাল অবস্থা কর্মীদের। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। তাই অফিসে এসি লাগানোর দাবিতে আজ অবস্থানে বসেন তারা।

অসহায় পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা তৃণমূল নেতার

তনুজ জৈন, মালদা, ১৮ এপ্রিল ঃ ভিন রাজ্যে কাজ করতেন শ্রমিক হিসেবে। কাজ করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে ভেঙে যায় পা এবং কোমর। গুরুতর ভাবে আহত হন। এদিকে বাড়িতে এক প্রতিবন্ধী ভাই এবং পাঁচ বোন। বাবা দিন মজুরের কাজ করেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিপাকে সারা পরিবার। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন সকলে। সামনে খুশির ঈদ। কিন্তু হাসি চলে গেছে এই পরিবার থেকে। এবার অসহায় সেই পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন শিক্ষক তথা তৃণমূল নেতা। বাড়িয়ে দিলেন আর্থিক সাহায্যের হাত। ভবিষ্যতেও পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর কুমেদপুর এলাকার ক্লাব পাড়ার বাসিন্দা ফাজার আলি। তার দুই ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে। এক ছেলে শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী। আরেক ছেলে মহম্মদ সামাউন কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। কিছু দিন আগে কাজ করতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি। ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায় পা এবং কোমর। শরীরের অন্যান্য অংশেও গুরুতর অভাবে আঘাত পান তিনি। আর হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় বিপাকে পড়ে যায় সারা পরিবার। কারণ পরিবারের রোজগেরে সদস্য হলেন সামাউন। কেরালা থেকে হরিশ্চন্দ্রপুরের বাড়িতে নিয়ে আসা হয় তাকে। কিভাবে হবে চিকিৎসা, কিভাবে তার পরিবার চলবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান সকলে। সেই সময় ত্রাতা হয়ে পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ালেন বুলবুল মাস্টার। সুলতান নগরের বাসিন্দা বুলবুল খান এলাকার তৃণমূল নেতা। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বুলবুল মাস্টার নামেই এলাকাবাসীর কাছে পরিচিত তিনি। এদিন বুলবুল খান এসে পরিবারের লোকের সঙ্গে দেখা করেন। আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। ভবিষ্যতে সবরকম ভাবে পাশে থাকারও আশ্বাস দেন। আর এই আশ্বাস অনেকটাই স্বস্তিতে পরিবারের লোকেরা। বুলবুল খানের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার লোকেরাও। শিক্ষক বুলবুল খান বলেন, আমরা কিছুদিন আগেই খোঁজ পেয়েছিলাম। পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। আজ এসে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করলাম। ছেলেটি আগে সুস্থ হয়ে যাক। এরা যাতে ভবিষ্যতে সমগ্র সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পায় সেই বিষয়ে দেখব। ফাজার আলি বলেন, আমার ছেলে কেরালায় কাজ করত। সেখানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের আর্থিক অবস্থা ততটা ভালো নয়। বুলবুল মাস্টার এসে আজ সাহায্য করলেন। আমরা এতে খুশি। প্রসঙ্গত করোনা আবহ হোক বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এলাকার মানুষের পাশে রাজনীতির রং না দেখে সর্বদা পাশে দাঁড়িয়েছেন বুলবুল খান। বুলবুল খানের কাছে রাজনীতি মানেই সমাজসেবা। তাই এলাকাবাসীর মনে বিশ্বাস বিপদে পড়লে বুলবুল মাস্টার আসবেই। বুলবুল মাস্টারও কখনও তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নি।

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা শিলিগুড়ির

বন্যপ্রাণীদের গরমে ঠাণ্ডা রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা সাফারি কর্তৃপক্ষের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ এপ্রিল ঃ দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি ব্যাপক গরম পড়েছে উত্তরবঙ্গেও। বাদ যায়নি শিলিগুড়িও। হাঁসফাঁস অবস্থা এখানেও। তবে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ নয়, গরমে নাজেহাল অবস্থা পশু-পাখিদেরও। সেই কারণে বেঙ্গল সাফারির বন্যপ্রাণীদের গরমে ঠাণ্ডা রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা করেছে সাফারি কর্তৃপক্ষ। গরমের হাত থেকে বাঁচতে বন্যপ্রাণীদের জন্য ফল ও আইস বারের ব্যবস্থা করেছে বেঙ্গল সাফারি কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও তাদের জন্য এয়ার কুলারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গরমের হাত থেকে বাঁচতে পাখিদের জন্য তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ঘর। রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও। নর্থবেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল পার্কের ডিরেক্টর কমল সরকার জানান, বন্যপ্রাণীদের জন্য ঠাণ্ডা ফল ও আইস বারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের জন্য এয়ার কুলারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও। গরমের জন্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারগুলির জন্য প্রতিদিন আইস বার নিয়ে আসা হচ্ছে পার্কে। আর সেই আইসবার জাপটে ধরে গরমে আনন্দ নিচ্ছে তারা। রীতিমতো বরফ খেলায় মেতে উঠেছে বেঙ্গল সাফারির হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারগুলি। বন্যপ্রাণীদের জন্য ঠাণ্ডা ফলের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। তৃণভোজী প্রাণীদের সেই ফল দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি চিতাবাঘ, হরিণ-সহ অন্য প্রাণীদের জন্য ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাতির জন্যও আগে থেকেই তৈরি হয়েছে শেড। তীব্র গরমে যাতে কোনও পশু অসুস্থ হয়ে না পড়ে সেজন্য সবার উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। বেঙ্গল সাফারিতে থাকা পশু চিকিৎসক নিয়মিত নজর রাখছেন বন্যপ্রাণীদের উপর। এদিকে বৈশাখের শুরুতেই তাপমাত্রার পারদ চড়া রয়েছে শহরে। বিগত কয়েকদিন যাবৎ প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম পড়েছে শহরে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই গরমে নাজেহাল হয়ে পড়েছে শহরবাসী। গরমের ফলে রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। গরম থেকে বাঁচতে ঠান্ডা দই, আইসক্রিম, ডাবের জলের সাহারা নিচ্ছে শহরবাসী। গরম থেকে রেহাই পেতে বৃষ্টির অপেক্ষায় দিনগুনছে মানুষ। তবে বুধবার থেকেই উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকার জেলাগুলিতে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবারের মধ্যে দু'এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং-সহ পার্বত্য এলাকার সংলগ্ন জেলাগুলিতে। শনিবার ও রবিবার উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিবাদে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ১৮ এপ্রিল ঃ দণ্ডিকাণ্ডে অভিযুক্ত তৃণমূলনেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে এবার বালুরঘাট পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিতে পথে নামল বিজেপি। মঙ্গলবার তাদের তরফে বালুরঘাট পুরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আগে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। গত ৭ এপ্রিল রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আদিবাসী মহিলাদের দণ্ডি কাটিয়ে তৃণমূলে যোগদান করানোর অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় বিতর্ক শুরু হয় রাজ্যজুড়ে। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে বিজেপি। দণ্ডিকাণ্ডে প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর নাম জড়ানোর পরই তাঁকে পদ থেকে অপসারিত করা হয়। এবার প্রদীপ্তাকে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরানোর দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপি শহর মণ্ডল সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্ত বলেন, মূল অভিযুক্তকে আড়াল করতে পুলিশ নাটক করে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। দণ্ডি কাটিয়ে আদিবাসীদের যাঁরা নির্যাতন করেছেন, যাঁকে আমরা বক্তব্য দিতে দেখেছি, সেই প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে গ্রেফতারের দাবি যেমন আমরা জানিয়েছি, তেমনি তিনি এখনও ভাইস চেয়ারম্যান পদেই রয়ে গিয়েছেন। সেই পদ থেকেও তাঁকে সরাতে হবে। এছাড়াও ফুটব্রিজের নিম্নমানের কাজ, কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ সহ মোট আট দফা দাবিতে এদিন আন্দোলনে নামে বিজেপি। বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বলেন, দণ্ডিকাণ্ড নিয়ে দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানোর বিষয়ে রাজ্য যেভাবে নির্দেশ দেবে আমরা সেভাবেই কাজ করব।

দলছুট হাতির হানায় জখম বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ১৮ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খয়েরবাড়ি গ্রামে হাতির হামলায় গুরুতর জখম ষাটোর্ধ এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে ওই গ্রাম লাগোয়া গুরুংখাস এলাকায়। বর্তমানে সামসুল হক(৭০) জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে। দলছুট হাতির হামলায় এলাকার ললিত ছেত্রী নামে এক ব্যক্তির রান্নাঘরও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, আর পাঁচটা দিনের মতো এদিন সামসুল সহ আরও কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। যে এলাকায় হামলার ঘটনাটি ঘটে সেটি টানাটানি নামে একটি নদী লাগোয়া। হাতিটি এলাকার বাঁশঝাড়ের আড়ালে ছিল। ফলে কেউই বুনোটির অস্তিত্ব সম্পর্কে ঠাওর করে উঠতে পারেনি। হেঁটে কাছাকাছি আসতেই নাগালের মধ্যে পেয়ে সামসুলকে শুঁড় দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় বেপরোয়া হাতি। তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যরা কোনওক্রমে দৌড়ে পালিয়ে নিজেদের জীবন রক্ষা করেন। এরপর ঢুকে পড়ে পাশের ললিত ছেত্রীর বাড়ি। দুরমুশ করে পরিবারটির রান্নাঘর। সেসময় খুব কাছেই ছিলেন খয়েরবাড়ির আমিনুল হুসেন নামে এক যুবক। তিনি বলেন, সবে রমজানের সেহরাই সেরে বাড়ির বাইরে এসেছি। এমন সময় কাছেই থাকা হাতিটির চিৎকার শুনতে পাই। সেসময়ই সামসুলের ওপর সেটি হামলা চালায়। এরপর ললিত ছেত্রীদের বাড়িতে ঢোকে। সামসুল জখম হবার পর স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। আসেন বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরাও।

পিএইচডি দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন বিজেপির ছাত্ররা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১৮ এপ্রিল ঃ রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন এবিভিপির রাজ্য সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) শুভব্রত অধিকারী। এদিন এবিভিপির তরফ থেকে বিশ্ব বিদ্যালয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ে কর্মরত চার অধ্যাপক পিএইচডিতে জালিয়াতি করেছেন বলে অভিযোগ তোলা হয়। স্বপন পাইন, ঝুমু সাহা, মুকুল সাহা, সঞ্জীব মন্ডল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজি সেক্রেটারি দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, পিএইডি করিয়েছিলেন তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনিল ভুঁইমালি। যা একেবারেই অনৈতিক বলে দাবি করেছেন শুভব্রত অধিকারী। এছাড়া বিদেশ ভ্রমণের শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাপস পাল বাংলাদেশের এক ব্যক্তি এএসএম ওয়াইদুল্লাহকে পিএইচডি করতে সাহায্য করেছিলেন যা করতে সাহায্য করেছিলেন অনিল ভুঁইমালি। একজন উপচার্য তাঁর অধীনে কিকরে এই পাঁচ জনকে পিএইচডি করালেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শুভব্রত। আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে অবিলম্বে ওই পাঁচ অধ্যাপককের পিএইচডি বাতিলের দাবি তোলার পাশাপাশি এই দুর্নীতির তদন্তের জন্য যা যা আইনি পদক্ষেপ দরকার তা নেওয়া হবে বলে জানান শুভব্রত অধিকারী।

গাছ ধ্বংসের প্রতিবাদে এসএফআই

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৮ এপ্রিল ঃ বেশ কিছুদিন ধরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বেষ্টনকারী সবুজের পরিবেশ ধ্বংসের ঘটনা লক্ষ করা যাচ্ছিল। কিছু দিন ধরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অজ্ঞাতকারণে এবং পরিচর্চার অভাবে অনেক গাছ মারা যাচ্ছে ও সজীবতা হারিয়েছে, এরমধ্যে অনেক প্রাচীন গাছও রয়েছে। ফলতঃ নতুন করে বৃক্ষরোপণ না করেই সেই গাছগুলি কাটার প্রক্রিয়া চলছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দীর্ঘ দিন ধরে অপরিষ্কার অবস্থায় রয়েছে, সে নিয়েও এখনও পর্যন্ত সঠিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। এই অবস্থাতেই গত ১৫ এপ্রিল প্রকাশ্য দিবালোকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বেষ্টনকারী গাছের তলদেশে নির্দিষ্ট কোনো কারন ছাড়াই অগ্নিসংযোগ করা হয়। ফলে এই চত্বরে সবুজের পরিবেশ অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আগুন ধরার ঘটনা জানালেও তাঁরা দমকল ডেকে আগুন নেভানোর কোনো ব্যবস্থাই করেননি। এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এসএফআই। এসএফআই-এর বক্তব্য এই ঘটনা পরিবেশ ও ক্যাম্পাসের ছাত্র-ছাত্রীদের মননে উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং তা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের বিরোধী। এর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেটের সামনে গত সোমবার দীর্ঘক্ষণ গানবাজনা, হাতে লেখা পোস্টার ও বক্তব্য দিয়ে বিক্ষোভ সভা করে। গাছ ও শিক্ষার চোরাচালানের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার গান ধরেছে এসএফআই। এসএফআই লোকাল কমিটির সম্পাদক দিব্যেন্দু নন্দী জানান, দীর্ঘদিন ধরেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন পড়ুয়া হিসেবে জানতাম বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য গ্রিন গোলাপবাগ ক্যাম্পাস বলা হত। আজকে সেই গোলাপবাগ ক্যাম্পাস তার সজীবতা হারাচ্ছে, পরিকল্পনা করে নষ্ট হচ্ছে গাছ, গাছ ধ্বংসের কর্মকাণ্ড চলছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে পরিকল্পনা মাফিক। তাই এই পরিকল্পনা মাফিক সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধে আমরা এসএফআই-এর পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের জোট বাঁধার আহ্বান জানিয়েছি এবং আগামী দিনের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে বাঁচানোর জন্য বৃক্ষছেদন নয়, বৃক্ষরক্ষার দায়িত্ব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলনের পথে নামবো। এদিন এই কর্মসূচিতে সাধারন পথ চলতি মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এসজিডব্লু.২৭২/১৫৬/টি১/৫৭, তারিখ ১৭.০৪.২০২৩। চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট-১, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ন্যূনতম যোগ্যতামান পূরণকারী এবং সমপ্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে এরূপ অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত কন্ট্রাক্টরদের থেকে দুই প্যাকেট প্রণালীতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **অবস্থান সহ কাজের নাম:** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে আপ ইয়ার্ড, ইস্ট ডাউন ক্লাসিফিকেশন ইয়ার্ড ও অন্ডাল ইয়ার্ডে দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট এক্সচেঞ্জ ইয়ার্ড কেবিন এবং দুর্গাপুর কোক ওভেন প্লান্ট এক্সচেঞ্জ ইয়ার্ড কেবিনে সামগ্রী সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং পদ্ধতি দ্বারা ইনডোর ও আউটডোর উপকরণের চালুকরণ করে ৫টি গুডস কেবিনে অর্থাৎ অন্ডাল ইয়ার্ডে আপ ইয়ার্ড, ই.ডিএন.সিএল., ডিএসপিইওয়াই/ইসি ও ডিএসপিইওয়াই/ ডব্লুসি এবং ডিসিওপি ইওয়াইসি কেবিনের যান্ত্রিক সিগন্যালিংয়ের বাতিলকরণ (দুই প্যাকেট প্রণালী টেন্ডার)। **কাজের আনুমানিক ব্যয় :** ৩৯,৮৮,১৩,৩৯১.৮১ টাকা। **বিড সিকিউরিটি :** ২১,৪৪,১০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা:** ৯ মাস। **অফারের বৈধতা :** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। **অনলাইনে টেন্ডার নথিপত্র জমার (বন্ধের) শেষ তারিখ ও সময় :** ১৫.০৫.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.৩০ টা পর্যন্ত। **প্রি-বিড কনফারেন্স :** ২৬.০৪.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। [illegible] **টেন্ডার নথিপত্র প্রাপ্তির তারিখ ও সময় :** ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.ireps.gov.in-তে ১৭.০৪.২০২৩ তারিখ থেকে। **খোলার তারিখ ও সময় :** ১৫.০৫.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। [illegible] ই-টেন্ডার প্রণালীতে অংশগ্রহণ করতে টেন্ডারদাতাগণকে ভারতীয় রেলের ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) অর্থাৎ www.ireps.gov.in সাইটে অবশ্যই রেজিস্টার করতে হবে। [illegible] (CON-06/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিপিএম/জিএসটিএইচএসবি-এর পক্ষে [illegible] টেন্ডার নং ১৫-২০২২-২৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী নং ৩ ও ৪। কারিগরী কারণে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ২৬.০৪.২০২৩, দুপুর ৩টে থেকে পরিবর্তিত হয়ে ০৩.০৫.২০২৩ তারিখ, দুপুর ৩টে করা হল এবং শিডিউল এ-এর আইটেম নং ১, ২ ও ৩ সংশোধিত হয়েছে। [illegible] www.ireps.gov.in-তে আপলোড করা হয়েছে। মূল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (HWH-18/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ১৩_২০২২-২৩ (ওপেন টেন্ডার), বন্ধের তারিখ/সময়: ০৩.০৫.২৩ তারিখ দুপুর ৩টে-র পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনী নং ৩। শিডিউল - বি আইটেম - [illegible] (HWH-19/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং [illegible] তারিখ: ১২-০৪-২০২৩। [illegible] আনুমানিক মূল্য: ৫৫,২২,৯২০/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,১০,৫০০/- টাকা। [illegible] ০৮-০৫-২০২৩ তারিখ ১৫.৩০ ঘন্টায়। [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং-০২/২০২৩-২৪

তারিখ ১৩.০৪.২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, **সিনিয়র ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি,** আহ্বান করছেন ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নিম্নলিখিত কাজের জন্য।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	বিস্তারিত বিবরণ	পরিমান	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	৯২২৩৫২৭০বি	এইচআরসি ফিউজ লিংক ২৫৫ / ১০০০এম এএইসি এর কামরার জন্য	১৫০টি	০৮.০৫.২০২৩

দ্রষ্টব্য : ১. সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট যা হল -https://www.ireps.gov.in। 569/23 FA

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway CPRONCR

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-"
WBMAD/UM/14/HFA/e-Tender/2023-24, Dated: 13.04.2023,
WBMAD/UM/15/HFA/e-Tender/2023-24, Dated: 13.04.2023
(Construction of Cover slab Drain & Concrete Road of 24 no Ward under Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY
ANTILA :: BAGNAN :: HOWRAH
Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No.:- WB/HOW/BAG-II/NIET-1/2023-24, dt.-12/04/2023
Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 11 nos schemes under Bagnan-II Panchayat Samity. For Other Details, contact office of the undersigned within office hour.
Sd/- E.O.,
Bagnan-II Panchayat Samity, Howrah

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia
Memo No.-132/KGP
Dated-17/04/23
NOTICE INVITING e-TENDER NO-01/2023-24/KGP. Bid submission end date-**24.04.2023 – 6 p.m.** Bid opening Date (Technical)-**26.04.2023 – 6:15pm.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia
Memo No.-137/KGP/2023-24 Dated-18.04.2023
NOTICE INVITING e-TENDER NO-02/2023-24/KGP. Bid submission end date-**25.04.2023 – 2 pm.** Bid opening Date (Technical)-**27.04.2023 – 2:15pm.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br.-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/026/E78/2022-2023/R

Name of the Work: **Repairs to I.P. concrete passage and footpath at Seth Bagan Lane, Ramkrishna Bagchi Lane and other places in Ward No. 26.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,41,325.33.** Earnest Money: **Rs. 4,850.00.** Period of Completion: **35 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **29.04.2023 at 11 a.m.** The Tender will be opened on: **02.05.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **18.04.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer(Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/069/044/2022-2023/Bustee
Name of the Work: **Repairing of bustee I.P.S. passages at 39B, 40 Beltala Road 28, 34 Ahiripukur Road, 15/2 Ahiripukur 2nd Lane etc. in Ward No. 69.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,741.71.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/083/044/2022-2023/R (2nd Call)
Name of the Work: **Restoration of road surface disturbed due to drainage work at Nibaran Banerjee Road from 33/D M. H. Street to 5A Sadananda Road in Ward No. 83.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,96,801.49.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-VIII/069/042/2022-2023/Bustee
Name of the Work: **Removal of chokage & allied works at 8/1 to 8/3 Ahiripukur 1st Lane in Ward No. 69.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,96,219.83.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **02.05.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].** Date and Time of Opening of Tender: **04.05.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **20.04.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/DG(C)/Br-VIII/086/03/2023-2024/D of Engg. Deptt. **(C)/Br-VIII** Published in this Newspaper **(Key No. 41/22-23)** on **13.04.2023** the name of the invites should be read as **EE(C)/Br-VIII instead of DG(C)** and NIT No. should be read as **NIT No. KMC/EE(C)/Br-VIII/086/03/2023-2024/D** instead of **NIT No.: KMC/DG(C)/Br-VIII/086/03/2023-2024/D.**

57/23-24

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এসআইইউ/০২/৩০/১৯, তারিখ ১৭.০৪.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। [illegible] (Stores-03/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/AMR/NIT5/4e/23 (2nd Call). Memo No:- 1520/amrut/S.P Dated : 18.04.2023
e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for different civil works under this Municipality. Vide **e-Tender ID No. 2023_MAD_514242_1-05.** Closing date of Bid submission is **15.05.2023 up to 15.00 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-**https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide **NIT reference / memo no.105/MGP, Dated : 17.04.2023** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is **25/04/2023 at 16:00.** Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-"
WBMAD/UM/20/e-Tender/2023-24, Dated: 18.04.2023
WBMAD/UM/21/e-Tender/2023-24, Dated: 18.04.2023
WBMAD/UM/22/e-Tender/2023-24, Dated: 18.04.2023
(Operation & Maintenance of Raw Water, clear Water pumping Station at Jagadishpur Water Treatment Plant & Clear Water pumping Station at Chengail under Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

Office of the Executive Officer
Chanditala-II Panchayat Samiti
Chanditala, Hooghly
E-Tender are invited by the Executive Officer Chanditala-II, Chanditala, Hooghly from reputed and resourceful contractors for 11 Nos. of work. **NIT No. 270, dt. 18/04/2023, E-Tender Id- (1) 2023_ZPHD_514591_1.** Publish Date- **19.04.2023 at 10.00 AM;** Last Date of Online Submission of technical & Financial BID up to **25.04.2023 at 10.00 AM,** Date of Open- **27.04.2023, 11.00 AM.** Completion Time-30 days. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

ভ্যাপসা গরমেও উঁপচে পড়বে ত্বকের জেল্লা, ব্যবহার করুন এই ৫ ফেস প্যাক!

এপ্রিলেই সূর্যের চোখ রাঙানিতে হাঁসফাস অবস্থা রাজ্যের মানুষের।

বাড়ির বাইরে পা রাখলেই একেবারে ঘেমে নেয়ে একশা হতে হচ্ছে। তীব্র গরমে শরীর তো খারাপ হচ্ছেই, সঙ্গে ত্বকেরও নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। গরমকালে ত্বকের মূল সমস্যা হল সানট্যান, লালচে ভাব, জ্বালা, চুলকানি, র‍্যাশ। অতিরিক্ত ঘাম হওয়ায় ত্বক খুব তৈলাক্ত হয়ে যায়। এ ছাড়া, ধুলোবালি, দূষণ তো আছেই। এই সব কারণে ত্বকের স্বাভাবিক জেল্লা ঢাকা পড়ে যায়। ত্বকের জেল্লা ধরে রাখার জন্যে নানা স্কিনকেয়ার প্রোডাক্ট আমরা ব্যবহার করে থাকি। নিয়মিত পার্লারেও যান অনেকে। তবে এমন কিছু ফল আছে, যেগুলোর ফেস প্যাক বানিয়ে মুখে মাখলে জেল্লা ফিরে আসতে পারে। জেনে নিন, ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখার জন্য কোন কোন ফলের ফেস প্যাক ব্যবহার করবেন **তরমুজের ফেস প্যাক** ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ তরমুজ প্রাকৃতিক টোনার হিসেবে কাজ করে। ত্বকের প্রদাহ এবং ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি ত্বক হাইড্রেট রাখে। কয়েক টুকরো তরমুজ মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। এর সঙ্গে এক টেবিল চামচ মধু এবং এক টেবিল চামচ টক দই মিশিয়ে মুখ ও গলায় ভালো ভাবে লাগান। ১৫ মিনিট পর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক ত্বকের জেল্লা ফেরাবে, পাশাপাশি ত্বক হাইড্রেট ও তরতাজা রাখবে। **পেঁপের ফেস প্যাক-** পেঁপেতে থাকা পাপাইন নামক এনজাইম ত্বক এক্সফোলিয়ে এবং উজ্জ্বল করে তোলে। এ ছাড়াও এতে রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এগুলি ত্বকে পুষ্টি যোগায় এবং তারুণ্যতা বজায় রাখে। পাকা পেঁপে ম্যাশ করে নিন। তাতে এক টেবিল চামচ মধু এবং পাতিলেবুর রস মিশিয়ে মুখ ও গলায় লাগান। ২০ মিনিট পর ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করবে এবং ত্বকের তারুণ্য ভাব ধরে রাখবে। **আমের ফেস প্যাক-** ভিটামিন এ, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফলের রাজা আম। এতে রয়েছে প্রাকৃতিক শর্করা, যা ত্বকে পুষ্টি জোগায় এবং হাইড্রেট করে। কয়েক টুকরো পাকা আম পেস্ট করে, তার সঙ্গে এক টেবিল চামচ মধু এবং এক টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল ভালো ভাবে মেশান। মুখ এবং গলায় এই ফেস প্যাকটি লাগিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। আমের এই ফেস প্যাক ত্বক কোমল এবং উজ্জ্বল করে তুলবে। **স্ট্রবেরি ফেস প্যাক -** স্ট্রবেরিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি এবং আলফাহাইড্রক্সি অ্যাসিড। এই ফল ত্বক উজ্জ্বল করে এবং বার্ধক্যের ছাপ পড়তে দেয় না। কয়েকটা পাকা স্ট্রবেরি ম্যাশ করে নিন। তাতে এক টেবিল চামচ মধু এবং এক টেবিল চামচ ওটমিল ভালো করে মেশান। গলা এবং মুখে ফেস প্যাকটি লাগিয়ে ১৫ মিনিট রাখুন। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলুন। স্ট্রবেরির ফেস প্যাক ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল করে, পাশাপাশি বলিরেখা দূর করতেও দারুণ কার্যকর। **আনারসের ফেস প্যাক -** আনারসে ব্রোমেলেন নামক এনজাইম রয়েছে, যা ত্বককে এক্সফোলিয়েট এবং উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে। কালো দাগছোপও কমায়। কয়েক টুকরো পাকা আনারস পেস্ট করে নিন। এতে এক টেবিল চামচ মধু এবং এক টেবিল চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে গলায় ও মুখে ভালো ভাবে লাগান। ১৫ মিনিট পর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস প্যাক ত্বক নরম, মসৃণ এবং উজ্জ্বল করে তুলবে।

আদার রস লাগান মাথায়, সারা বছর মুক্ত থাকবেন খুশকি থেকে!

আদা কেবল রান্নার স্বাদ বাড়ায় না, স্বাস্থ্যের বিভিন্ন সমস্যা নিরাময়েও দারুণ উপকারী। আদার অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাবলী শরীরের প্রদাহ কমাতে কার্যকর। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায় এই মশলা। এর পাশাপাশি খুশকি সারাতেও ভালো কাজ করে আদা। খুশকি চুল পড়ার অন্যতম কারণ। আদার রসে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য। যে কারণে এটি স্ক্যাল্প ইনফেকশন সারাতে পারে এবং মাথার ত্বক সুস্থ রাখে। চুল পড়াও রোধ হয়। দেখে নিন, খুশকি সারাতে কী ভাবে ব্যবহার করবেন আদা। **আদার রস ঃ** অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিসেপটিক গুণ সমৃদ্ধ আদা খুশকি তাড়াতে দারুণ কার্যকর। এটি স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালনও বাড়ায়। আদার রস মাথার ত্বকে ভালো ভাবে লাগিয়ে নিন। এ ছাড়া, আপনি চাইলে লেবুর রসের সঙ্গেও আদার রস মিশিয়ে লাগাতে পারেন। **আদার শ্যাম্পু ঃ** সালফেট- মুক্ত শ্যাম্পুতে এক চামচ আদার রস মিশিয়ে নিন, তা দিয়ে শ্যাম্পু করুন। এই শ্যাম্পু শুধুমাত্র খুশকিই সারাবে না, পাশাপাশি ধুলো-ময়লা থেকেও চুল পরিষ্কার করবে। **আদার রস মেশানো তেল ঃ** আদা মিশ্রিত তেল খুশকি দূর করতে অত্যন্ত উপকারী। নারকেল তেলের সঙ্গে আদা মিশিয়ে মাথায়

লাগান। এই তেল অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। নিয়মিত এই তেল ব্যবহার করলে খুশকি থেকে মুক্তি মিলবে। **আদার জল ঃ** আপেল সাইডার ভিনেগার এবং চালের জলের সঙ্গে আদা মিশিয়ে মাথায় লাগান। খুশকির চিকিৎসায় দারুণ কার্যকর এই মিশ্রণ। এই জল দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলুন। এতে চুলের জেল্লা ফিরবে, পাশাপাশি খুশকিও সারবে। **হেয়ার মাস্ক ঃ** হেয়ার মাস্ক চুলে আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং চুলকে ক্ষতি হওয়া থেকে বাঁচায়। হেয়ার মাস্কে আদার রস মিশিয়ে মাথায় লাগান। এই মিশ্রণ ভিতর থেকে চুল ও স্ক্যাল্পে পুষ্টি যোগায় এবং খুশকিও সারায়।

ভুল পদ্ধতিতে ঘুমোলেও হতে পারে ব্রণর সমস্যা

সকালে ঘুম থেকে উঠলেন। আর তারপরই দেখলেন গালে ব্রণ! ব্যস! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনখারাপ। অনেকেই ভাবেন শুধুমাত্র জল কম খাওয়া কিংবা বেশি তেল মশলাযুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে ব্রণ হচ্ছে। কিন্তু জানেন কী, ঘুমনোর আগে কিংবা ঘুমনোর সময় বিছানায় করা কিছু ভুলেই বাড়তে পারে ব্রণর সমস্যা। জেনে নিন সুন্দর ত্বকের অধিকারী হতে চাইলে কোন কোন অভ্যাসে অবিলম্বে বদল আনা প্রয়োজন। বেশি খসখসে কিংবা নোংরা তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘষবেন না। তা থেকে ব্রণর সমস্যা হতে পারে। অপরিস্কার তোয়ালেও ভুলে ব্যবহার করবেন না। প্রতিদিন নিজের ব্যবহার করা গামছা কিংবা তোয়ালে ধুয়ে নিন। নইলে ব্রণর সমস্যা হতে পারে। মেক আপ করতে ভালবাসেন বেশিরভাগ তরুণী। বেড়াতে যান হোক। সব কিছুর পর বাড়ি ফিরলেই ঘিরে ধরে ক্লান্তি। আর তখন মেক আপ তোলার কথা ভাবলেই যেন গায়ে জ্বর আসে অনেকের। তবে আজই সাবধান হোন। মেক আপ নিয়ে ঘুমনোর ফলে বাড়তে পারে ব্রণর সমস্যা। অনেকে আবার তেমন মেক আপ করেন না। তা সত্ত্বেও ব্রণর সমস্যায় ভোগেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, তারা বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে ভাল করে মুখ পরিস্কার করেন না। বাইরে ধুলোবালি থেকে ত্বকের সমস্যায় ভোগেন ওই মহিলারা। প্রতিদিন আমরা জামাকাপড় বদল করি। সেগুলি নিয়মিত কাচাকাচিও করি। কিন্তু বিছানার চাদর এবং বালিশের কভার প্রতিদিন বদলান না অনেকেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিত্য ব্যবহার করা চাদর কিংবা বালিশের কভার থেকেও হতে পারে ত্বকের সমস্যা। গালে বেরোতে পারে ব্রণ। বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমনোর অভ্যাস রয়েছে অনেকের। তাঁদের ব্রণর সমস্যা বাড়তে পারে। এভাবে ঘুমনোর অভ্যাস আজই বদলান। নইলে বিপদ হতে পারে।

শ্রী অতুল্য সিনহা, অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক ও চেয়ারম্যান, জোনাল হেরিটেজ কমিটি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ১৮.০৪.২০২৩ তারিখে গার্ডেন রিচের এসইআরের সদর দফতরে বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস উদ্‌যাপনের সময় বক্তৃতা দিচ্ছেন।

গ্রীষ্মকালে মেট্রো পরিবহনের সবচেয়ে শীতল এবং আরামদায়ক

কলকাতা, ১৮ এপ্রিল ঃ আবার গ্রীষ্মকাল! প্রখর সূর্যের নীচে বের হওয়া মানুষের পক্ষে খুব কঠিন। কিন্তু অবকাশ খুঁজতে থাকা মানুষদের জন্য কলকাতা মেট্রোই একমাত্র ভরসা। মেট্রো রেলওয়ে তার লক্ষাধিক যাত্রীদের জন্য শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, দ্রুত এবং আরামদায়ক পরিবহণের ব্যবস্থা করে চলেছে যখন শহরের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে চলে যাচ্ছে। সমস্ত এসি ফ্লিট চালানোর পাশাপাশি, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ স্টেশন এবং টানেলের পরিবেশ যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক রাখতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডির নেতৃত্বে, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ের আধিকারিক, প্রকৌশলী, কর্মীরা মেট্রো যাত্রীদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য পরিষেবা প্রদানের জন্য একযোগে কাজ করছেন। সমস্ত উত্তর-দক্ষিণ মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম এবং সঞ্চালন অঞ্চলগুলিকে শীতল করার জন্য, এই জাতীয় ৬০ টি প্ল্যান্ট এবং টাওয়ারের মধ্যে ৩১ টি এসি প্ল্যান্টকুলিং টাওয়ার সার্বক্ষণিক কাজ করে। এই মেশিনগুলি ২৭-২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বজায় রাখে। কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের ভূগর্ভস্থ স্টেশন; বাকিগুলো অর্থাৎ ২৯ টি এসি প্ল্যান্ট এবং কুলিং টাওয়ার যেকোনো জরুরি অবস্থার জন্য স্ট্যান্ডবাই মোডে রাখা হয়েছে। মেট্রো কর্মীরা নিয়মিত প্ল্যাটফর্ম, সঞ্চালন এলাকা এবং টানেলের তাপমাত্রা বিশেষভাবে পিক আওয়ারে পরিমাপ করে এবং সেই অনুযায়ী তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। একবার প্ল্যাটফর্মের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করলে, এই স্ট্যান্ডবাই প্ল্যান্ট এবং টাওয়ারগুলি তাদের কাজ শুরু করে এবং তাপমাত্রাকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নিয়ে আসে। গ্রীষ্মের সময় ঠান্ডা পরিবেশ বজায় রাখার জন্য, এই এসি প্ল্যান্ট এবং কুলিং টাওয়ারগুলি স্টেশনগুলিতে আরামের স্তর বজায় রাখতে অতিরিক্ত দুই ঘন্টা কাজ করে। বর্তমানে এই এসি প্ল্যান্ট এবং কুলিং টাওয়ারগুলি প্রতিদিন সকাল ৭.০০ টা থেকে রাত ১০.০০ টা পর্যন্ত কাজ করে। আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য টানেলের ভিতরে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ৭৫ আর্দ্রতা বজা রাখা হয়। কৌশিক মিত্র, সিপিআরও জানিয়েছেন যে কিছু স্টেশনে পরিস্থিতির প্রয়োজন হলে প্ল্যাটফর্মগুলিতে আরও শীতল বাতাস প্রবেশের জন্য ইনটেক ফ্যানের গতিও বাড়ানো হয়। মেট্রো রেলওয়ে সবসময় কলকাতার মানুষকে খুব সস্তা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে আরামদায়ক পরিষেবা প্রদান করে।

আকস্মিক সফরে ইউক্রেনে পুতিন, পরিদর্শন করেছেন খেরসন ও লুহানস্ক -এর সদর দফতর

খেরসন, ১৮ এপ্রিল ঃ আকস্মিক সফরে ইউক্রেনে গেলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার ক্রেমলিন জানিয়েছে খেরসন ও লুহানস্ক অঞ্চলের সামরিক সদর দফতর পরিদর্শন করেছেন পুতিন। ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর দ্বিতীয়বারের মত দেশটি সফর করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পুতিন দক্ষিণ খেরসন অঞ্চলে একটি সামরিক কমান্ডের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জাপোরিঝিয়া অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিমান বাহিনীর কমান্ডার ও অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন। পুতিন ইউক্রেনের পূর্ব লুহানস্ক অঞ্চলের ন্যাশনাল গার্ড সদর দফতরও পরিদর্শন করেছেন। ক্রেমলিন এই সফরের একটি ভিডিওও প্রকাশ করেছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, লুহানস্কে হেলিকপ্টারে কর যাচ্ছিলেন পুতিন। কিন্তু কখন কোন দৈনিক হয়েছে তা জানানো হয়নি। এর আগে রুশ বাহিনীর দখল করা দোনেস্ক অঞ্চলের ইউক্রেনীয় শহর মারিউপোল পরিদর্শন করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। হেলিকপ্টারে করে পুতিন মারিউপোলে যান। শহরের বেশ কয়েকটি এলাকা তিনি ঘুরে দেখেন। এসময় পুতিন সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের খোঁজ-খবর নেন।

লরেন্স-কে এনআইএ হেফাজতে, প্রামাণ্য নথি জমা দিতে বলল আদালত

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইকে ৭ দিনের জন্য

হেফাজতে পেল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মঙ্গলবার দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট লরেন্সকে ৭ দিনের এনআইএ-র হেফাজতে পাঠিয়েছে। একইসঙ্গে আদালত জানিয়েছে, হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রামাণ্য নথি জমা দিতে হবে। গ্যাংস্টার লরেন্সকে মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টে পেশ করা হয়। এর আগে এই মুহূর্তে ভাটিন্ডা সেন্ট্রাল জেলে বন্দি রয়েছে। লরেন্সকে ৭ দিনের হেফাজতে চেয়েছিল এনআইএ। সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্ট। লরেন্সকে ৭ দিনের দিনের এনআইএ হেফাজতে পাঠিয়েছে, আদালত জানিয়েছে, হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রামাণ্য নথি জমা দিতে হবে।

বারাণসী ঃ ট্রেলার এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক, আহত তিন

বারাণসী, ১৮ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার বড়গাঁও থানার কাজীসরাইয়ে দ্রুতগামী ট্রেলার ও ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ট্রাক চালকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরও তিনজন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকের কেবিন থেকে চালকের দেহ ও আহতদের উদ্ধার করে। স্থানীয় লোকজন জানিয়েছে, বারাণসী থেকে বাবতপুরগামী একটি ট্রেলার এবং বারাণসী বাবাপুর ফোরলেনে কাজীসরাইয়ের কাছে শহরের দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রচণ্ড সংঘর্ষে উভয় গাড়ির কেবিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দুমড়ে মুচড়ে যায়। ট্রেলারে আটকে পড়াদের পুলিশ উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। একইসঙ্গে ট্রাক চালকের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করতে অনেক কষ্ট হয় পুলিশের। ট্রাক চালকের দেহ উদ্ধার করতে পুলিশকে গ্যাস কাটারের সাহায্য নিতে হয়েছে। গাড়ির কিছু অংশ কেটে দেহ সরিয়ে ফেলা হয়। নিহত ও আহতদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আহতদের উদ্ধার করে কাছের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ সড়ক অবরুদ্ধ ছিল। পুলিশ অনেক চেষ্টার পর যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

এনসিপি-র সঙ্গে আছি এবং দলের সাথেই থাকব ঃ অজিত পাওয়ার

মুম্বই, ১৮ এপ্রিল ঃ এনসিপি-র সঙ্গে আছি এবং দলের সঙ্গেই থাকব। যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে জানালেন এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অজিত পাওয়ার বলেছেন, আমাকে নিয়ে ছড়ানো গুজবের কোনও সত্যতা নেই। দলের প্রতি ক্ষুব্ধ অজিত পাওয়ার, সোমবার থেকে মহারাষ্ট্র তথা জাতীয় রাজনীতিতে এই গুঞ্জন চলছে। কিন্তু, মঙ্গলবার সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে দিয়ে অজিত পাওয়ার বলেছেন, আমি কোনও বিধায়কের স্বাক্ষর নিইনি। এখন সমস্ত গুজব বন্ধ করতে হবে। অজিত পাওয়ার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, তিনি এনসিপি-তে ছিলেন এবং এনসিপি-তেই থাকবেন।

ত্রিপুরায়ও চোখ রাঙাচ্ছে করোনা ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৬

আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ঃ সারা দেশের মতো ত্রিপুরাও করোনার চোখ রাঙানি শুরু হয়েছে। গত কয়েকদিনে ত্রিপুরায় ১০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ জন করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। স্টেট ডিসিজ সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. অন্তরা বণিক জানিয়েছেন, করোনার নয়া প্রজাতি মারণঘাতী নয়, তবে সংক্রমণ খুবই দ্রুত ছড়াতে সক্ষম। তাই কোভিড বিধি মেনে চলার ওই সংক্রমণের প্রকোপ থেকে বাঁচা সম্ভব হবে। ডা. অন্তরা বণিক জানান, সম্প্রতি উনকোটি জেলায় পাঁচ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় চার এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এক জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের মধ্যে একজনের মুম্বই ভ্রমণের ইতিহাস রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে নমুনা পরীক্ষা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত, ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে করোনার নমুনা পরীক্ষা বাড়ানো হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার সকলের কাছে কোভিড বিধি মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছে। তাঁর কথায়, দেশে চিহ্নিত করোনার নয়া প্রজাতি খুব দ্রুত সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম। তবে, স্বস্তির বিষয়, এই সংক্রমণে আক্রান্তে মৃত্যুর হার খুবই কম। তাই সংক্রমণের গতি থামাতে হবে। এক্ষেত্রে কোভিড বিধি মেনে চলা সবচেয়ে জরুরি,

জোর দিয়ে বলেন তিনি। তাঁর মতে, মাস্ক পরিধান এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ফের শুরু করতে হবে। এ-বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দফতর শীঘ্রই প্রকাশ করবে। জেলা সার্ভেইলেন্স অফিসার শঙ্খশুভ্র দেবনাথ জানিয়েছেন, গোমতী জেলা হাসপাতালে দুজনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাঁরা সর্দি-কাশির সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। গত ১৫ এপ্রিল তাঁদের করোনার নমুনা পরীক্ষার পর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই দুজনের পরিচিতদের সন্ধান করে করোনার নমুনা পরীক্ষায় একই পরিবারের তিনজনের দেহে সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের সকলের আরটি-পিসিআর নমুনা সংগ্রহ করে পুরো জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য যে ভাইরাসে তাঁরা সংক্রমিত হয়েছেন তা নির্ধারণের জন্য আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় ছয়জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাতে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০। দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ০.৯৪ শতাংশ। তবে, মৃত্যুর কোনও খবর নেই। এদিকে, জেলাভিত্তিক দৈনিক সংক্রমণে পশ্চিম ত্রিপুরা ও উনকোটি ত্রিপুরা জেলা শীর্ষে রয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি - পিসিআরে ৮ জন এবং র‍্যাপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬৩১ জন সহ মোট ৬৩৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, র‍্যাপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ০.৯৪ শতাংশ। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১০ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১,০৮,০৪৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১,০৭,০২৮ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৬ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৬ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩ জন এবং উনকোটি জেলায় ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি ছয় জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় কেউ করোনায় আক্রান্ত হননি।

পাকিস্তানের খাইবার গিরিপথে ভূমিধসে নিহত ২, চাপা পড়েছে ২০ টির বেশি গাড়ি

ইসলামাবাদ, ১৮ এপ্রিল ঃ পাকিস্তানে মর্মান্তিক ঘটনা। পাকিস্তান-আফগানিস্তানের তোরখাম সীমান্তে বিশাল ভূমিধস হয়েছে। এতে কমপক্ষে দুজন নিহত ও আহত হয়েছেন আটজন। ভূমিধসে ২০ টির বেশি গাড়ি চাপা পড়েছে। পাকিস্তানের মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোররাতের খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশে বজ্রঝড় চলার সময় খাইবার গিরিপথের প্রধান সড়কে ভূমিধসের এই ঘটনায় আরও বহু মানুষ চাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। জানা গেছে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশে মঙ্গলবার ভোররাতে চালকরা ট্রাকগুলো থামিয়ে সেহরি জন্য গ্যাস স্টোভে খাবার রান্নার সময় ভূমিধসে দুইজন নিহত হয়েছেন। বজ্রঝড় চলার সময় খাইবার গিরিপথের প্রধান সড়কে ভূমিধসের এক ঘটনায় ২০ টিরও বেশি ট্রাক চাপা পড়ে অন্তত দুইজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোররাতের এ ঘটনায় আরও বহু মানুষ চাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। খাইবার জেলার ডিসি আব্দুল নাসির খান বলেছেন, ২০ থেকে ২৫ টি কন্টেইনার ট্রাক চাপা পড়েছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভারী মেশিনপত্র নিয়ে আমাদের উদ্ধার অভিযান চলছে। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিবেশী আফগানিস্তানের দুইজন নাগরিক নিহত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। এই পর্যন্ত তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। উদ্ধারকারী দলের মুখপাত্র বিলাল ফাইজি জানিয়েছেন, ভোররাতে চালকরা ট্রাকগুলো থামিয়ে সেহরি জন্য গ্যাস স্টোভে খাবার রান্না করছিল, তখনই ভূমিধসের ঘটনাটি ঘটে তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে আগুন ধরে যাওয়ার পরে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কর্মকর্তাদের শেয়ার করা ছবিগুলোতে কন্টেইনার ট্রাকগুলোকে পাথরের বিশাল স্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। খাইবার গিরিপথ পাকিস্তানের সঙ্গে চারদিকে স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তানকে সংযুক্ত করেছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ।

ভারতের লক্ষ্য বিশ্বের সাথে জাতির কল্যাণঃ ভাগবত

জবলপুর, ১৮ এপ্রিল ঃ ভারত অনন্ত কাল থেকে আছে। ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য অমর। প্রতিটি জাতির অস্তিত্বের কোনও না কোনও কারণ থাকে। সৃষ্টির শুরু থেকেই ভারতবর্ষের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের পর সমাপ্ত হয়ে যায়। ভারতের উদ্দেশ্য জাতি সহ বিশ্বের কল্যাণ, তাই এর সমাপ্তি অসম্ভব। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে ব্রহ্মলীন জগদগুরু শ্যামদেবাচার্যের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত। এই উপলক্ষ্যে নরসিংহ মন্দিরে ভক্টর শ্যামদেবাচার্যের মূর্তি উন্মোচন করেন ডাঃ মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, ভারতই একমাত্র দেশ যা ঈশ্বরের প্রতিটি রূপকে মেনে নিয়েছে, কখনও কোনও ঈশ্বরের রূপ নিয়ে লড়াই করেনি। ভারতই একমাত্র দেশ যা সমগ্র বিশ্বকে এক বলে মনে করে। সনাতন সংস্কৃতি সবাইকে সংযুক্ত করে। সারা বিশ্ব চলছে সনাতন ধর্মের ভিত্তিতে। সত্যের উপর ভিত্তি করে আচার আচরণের জন্যই ভারত আজও বেঁচে আছে। ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায়ের নামে দেশ গড়ে উঠলেও ভারতের সঙ্গে তা হয়নি।

বিষমদে মৃত্যু বেড়ে ৩১, মদের কারবারি-সহ গ্রেফতার ১৮৩

পাটনা, ১৮ এপ্রিল ঃ বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার মোতিহারিতে বিষমদ কাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩১-এ পৌঁছেছে। মঙ্গলবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। মদের কারবারি-সহ গ্রেফতার করা হয়েছে ১৮৩ জনকে। বিহারে বিষমদের আতঙ্ক ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিহারের মোতিহারিতে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত বিষমদ কাণ্ডে মোট ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও, বেসরকারি সূত্রে মৃতের সংখ্যা আরও বেশি। মোতিহারি এবং মুজফফরপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন ১৮৩ জন। তল্লাশি অভিযানে ৬ হাজার লিটারেরও বেশি মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অবৈধ মদের রমরমা রুখতে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে মোতিহারি পুলিশ। ধৃত ১৮৩ জনের মধ্যে ২৬ জন অবৈধ মদের কারবারি।

যোগীরাজ্যে নারকীয় ঘটনা, নৃশংস গণধর্ষণের পর খুন তরুণী

উত্তরপ্রদেশ, ১৮ এপ্রিল ঃ আবার এক নারকীয় ঘটনার সাক্ষী হল উত্তরপ্রদেশ। শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে বেশকিছুদিন ধরেই বিতর্কের মুখে পড়েছে যোগীরাজ্য। পুলিসের সামনেই গুলি করে খুন করা হয় আতিক ও আতিককে। নারকীয় গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছিল দলিত তরুণীকে। হাথরাস ও উন্নাওয়ের ঘটনা সাড়া ফেলে দিয়েছিল দেশ জুড়ে। আর এখন সেই তালিকায় নাম লেখাল ফতেহপুর। ফের নারকীয় গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের খবর সামনে এসেছে। উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুরে অর্ধনগ্ন এক তরুণীর দেহ মাঝরাস্তায় ফেলে গিয়েছিল কিছু দুষ্কৃতী। বুধবার ১২ এপ্রিল, ফতেহপুরের বাবা কুটি এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা ওই তরুণীর দেহ দেখতে পান। পরে পুলিস তাঁর দেহ উদ্ধার করে অটোপ্সির জন্য পাঠায়। অজ্ঞাত পরিচয় ওই তরুণীর মৃত্যুতে মামলা রুজু করে পুলিস। তাঁর অটোপ্সি রিপোর্টে জানা গিয়েছে মৃত্যুর আগে ধর্ষণের শিকার হন ওই তরুণী। দেহে মিলেছে একাধিক ক্ষত ও আঘাতের চিহ্নও। অটোপ্সি রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গিয়েছে, মাথায় গুরুতর আঘাত করা হয়েছিল তাঁর। ওই আঘাতের ফলে ও শ্বাসরোধের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই তরুণীর। শুধু তাই নয়, মাথার গুরুতর আঘাত ছাড়াও সারা দেহে মোট বারোটি গুরুতর আঘাত ছিল বলেও জানিয়েছে পুলিস। মাথায় চোটের সঙ্গে মুখে, গলায়, বক্ষদেশে ও গোপনাঙ্গে সেই চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। অটোপ্সি রিপোর্ট অনুযায়ী, শ্বাসরোধ করে খুন ছাড়াও ওই তরুণীর সারা দেহে কামড়, আঁচড় ও সিগারেটের ছ্যাঁকার পোড়া দাগ পাওয়া গিয়েছে। তরুণীর কোনও পরিচয় না মেলায় পুলিস তাঁর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তাঁর খোঁজ চালাতে শুরু করে। ফতেহপুরের স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানিয়েছে, ১১ এপ্রিল রাতে একটি কালো রঙের

গাড়ি কে বাবা কুটি-র সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। কিছুক্ষণ পরে তা চলেও যায়। যদিও গাড়িতে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা লক্ষ্য করেননি তাঁরা। পরে ফতেহপুরের পাশের এলাকাগুলিতেও খোঁজ শুরু করে তারা। এখনও পর্যন্ত ফতেহপুরের পাশের তিনটি জেলা বান্দা, হামিরপুর ও কানপুর দেহাতে খোঁজ খবর চালায় পুলিস। ওই এলাকাগুলিতে বিগত কিছু দিনের মধ্যে কোনও তরুণী নিখোঁজ হয়েছেন কিনা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে পুলিস। সম্প্রতি আরও এক খবর বিশেষ তরুণকে থানা থেকে ফিরছিলেন দুরন্ত গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা! উত্তরপ্রদেশের জালাউন জেলার বাসিন্দা রোশনি আহিরওয়ার স্থানীয় একটি কলেজের বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। ১১ টায় ফিরার সময় বাইকে করে এসে পথ আটকে মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। ঘটনায় জড়িত একজনকে গ্রেফতার করে পুলিস।

Name Change

I, DEBABRATA DAS (old name) S/o BABURAM BAIRAGI resident of 08A HATISUR COLONY PRANTIK PALLY, BOSEPUKUR ROAD, Kolkata, 700042, WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TANMOY BAIRAGI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 18/04/2023. DEBABRATA DAS and TANMOY BAIRAGI all are same and one identical person.

Name Change

I, SONIA BANERJEE (old name) W/o SANJAY GUPTA resident 1/28, Jheel Road, Bibeknagar, PO-Santoshpur, Kolkata- 700075 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SONIA BANERJEE GUPTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 18/04/2023. SONIA BANERJEE and SONIA BANERJEE GUPTA all are same and one identical person.

Name Change

I, JALIL MOLLA alias JALIAL MOLLA (old name) S/o LALMIAN MOLLA resident of NIBHUJI BAZAR, KALINAGAR, PURBAPARA, PURBA BARDHAMAN-713434 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDUL JALIL MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. JALIL MOLLA, JALIAL MOLLA and ABDUL JALIL MOLLA all are same and one identical person.

Name Change

I, MD. YUSUF (old name) S/o ABDUL HALIM resident of B-81-IRON GATE, PS-GARDEN REACH, KOL-700024 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDUL SHAHID, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 18/04/2023. MD. YUSUF and ABDUL SHAHID all are same and one identical person.

Name Change

I KARAN SAMPAT S/O MANISH DEVIDAS SAMPAT R/O 13 POLLOCK STREET, 2ND FLOOR, RADHA BAZAR, KOLKATA-700001 SHALL HENCEF ORTH BE KNOWN AS KARAN MANISH SAMPAT VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/04/2023.

নোটিশের আইনি যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিশ্বভারতীকে চিঠি দিলেন অমর্ত্য

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৮ এপ্রিল ঃ প্রতীচী জমির উপর বিশ্বভারতীর কোনো বিতর্কিত দাবি ধোপে টেকে না। কোন আইনেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাঁকে উচ্ছেদ করতে পারে না। আইনি যুক্তি দিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। উচ্ছেদের হুঁশিয়ারি নোটিশের পরেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলেন তিনি। এমনকি, প্রতীচী বাড়ির জমির আইনশৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট, তাও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দেন অমর্ত্য সেন। যদিও এই নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বিদেশে রয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, নোবেলজয়ী বর্তমানে শারীরিক ভাবে অসুস্থ। তাঁর অনুপস্থিতিতে শান্তিনিকেতনের ‘প্রতীচী’ বাড়ি ও জমি বেদখল হয়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কা প্রকাশ করে বোলপুর মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ করেন প্রতীচী বাড়ির দেখভালের দায়িত্বে থাকা গীতিকন্ঠ মজুমদার। সেই মত মহকুমা শাসকের এজলাসে শুরু হয়েছে মামলা। এমনকি মামলার আবেদন জমা পড়তেই ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিয়েছেন, অমর্ত্য সেনের বাড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শান্তিনিকেতন থানাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। এরপরেই তড়িঘড়ি অমর্ত্য সেনের বাড়ির দেওয়ালে নোটিশ আটকে দেয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। নোটিশে আগামী ১৯ এপ্রিল অমর্ত্য সেনকে উচ্ছেদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এরপরেই নড়েচড়ে বসেন অধ্যাপক সেন। বিশ্বভারতীর যুগ্ম কর্মসচিব ও সম্পত্তি আধিকারিককে একটি চিঠি দেন অমর্ত্য সেন। তাতে তিনি লেখেন, আমার শান্তিনিকেতনের পৈতৃক বাড়িতে বিশ্বভারতীর কিছু জমি আছে এমন একটা বিবৃতি দেখেছি। যে বাড়ি ও জমি ১৯৪৩ সাল থেকে আমরা নিয়মিত ব্যবহার করছি। এই জমি আমার কাছে এসেছে আমার বাবা আশুতোষ সেন এবং মাতা অমিতা সেনের মৃত্যুর পর। এই লিজপ্রাপ্ত জমির নিকটবর্তী জমিও তাঁরা ক্রয় করেন। আমি জমির ধারক ও জমিটি হস্তান্তর করা হয়েছে। ৮০ বছর ধরে ব্যবহৃত এই জমি চরিত্র একই রয়ে গিয়েছে। এই জমির ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কেউ জমি দাবি করতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিয়েছেন এলাকায় শান্তিভঙ্গ যাতে না হয় ও জমি হস্তান্তর যাতে না হয়। চিঠিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়, ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কেউ এই জমি দাবি করতে পারে না। তিনি জুন মাসে শান্তিনিকেতন ফিরবেন সেকথাও চিঠির শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। এক কথায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কোন ভাবেই এই জমি দাবি করতে পারে না সেকথাই চিঠি দিয়ে স্পষ্ট করে দিলেন অমর্ত্য সেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য একাধিকবার নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন কে ১৩ ডেসিমেল জমি দখল করে রেখেছেন, এই অভিযোগ তুলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। জমি ফেরত চেয়ে চিঠিও দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। কিন্তু উল্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়ে, প্রয়াত পিতা আশুতোষ সেনের উইল অনুযায়ী ১.৩৮ একর জমিই অমর্ত্য সেনের নামে রেকর্ড করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মত বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ওই জমি অমর্ত্য সেনের নামে রেকর্ড করে দেয়। উল্লেখ্য, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতন বাস করছেন।। ১৯৪৩ সালে নিয়ম অনুযায়ী প্রতীচী বাড়ির জমি বিশ্বভারতীর কাছ থেকে ইজারা নেন অমর্ত্য সেনের পিতা আশুতোষ সেন। পরবর্তীতে মেয়াদ শেষে ২০০৬ সালে ওই জমি উত্তরাধিকার সূত্রে ইজারা নেন অমর্ত্য সেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, মাত্র ১.২৫ একর জমি অমর্ত্য সেনকে ইজারা দেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপুরে মন্ডল সভাপতি সহ দুই কর্মীকে বহিস্কার করল জেলা বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৮ এপ্রিল ঃ শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ। মন্ডল সভাপতিসহ দুই কর্মীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিস্কার করল বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। ইতিমধ্যে সেই চিঠি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকেও পাঠিয়েছে। আর তাতেই বিস্তর শোরগোল পড়েছে শিল্পাঞ্চলের রাজনৈতিক মহলে। জানা গেছে, গত ১৭ এপ্রিল বিজেপির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সুপারিশে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ১ নং মন্ডলের সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী ও সুমন গোপ (রাজা) নামে দু'জনকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বহিস্কার করে বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। চিঠিতে বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দিলীপ দে জানিয়েছেন, দলবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকায় ও অতীতে দলের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বহিস্কার করা হল। যদিও বহিস্কারের বিষয়ে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ১ নং মন্ডলের সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী জানান, এরকম কোন চিঠি পাইনি। আমি দলের শৃঙ্খলাপরায়ন একনিষ্ঠ কর্মী। দলের কাজ করে চলেছি। এদিকে দলের মন্ডল সভাপতিকে আচমকা বহিস্কার করায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কিছুদিন আগে দুর্গাপুর গোপালমাঠে শ্মশানের পর্যাপ্ত রাস্তার দাবীতে অনশন শুরু করে। ধ্রুবজ্যোতির ওই অনশন মঞ্চে সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াও গিয়েছিলেন। আর ওইরকম এক দলীয় কর্মীকে বহিস্কার করায় রীতিমতো শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রসঙ্গত, গত ১১ এপ্রিল দুর্গাপুর পুরসভা নির্বাচনের দাবী সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল ও দুর্গাপুর নগরনিগম ঘেরাও করে বিজেপি। ওই বিক্ষোভ মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। বিকাল ৫টা নাগাদ গান্ধীমোড় সার্কাস ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিলে তখন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার, জেলা সভাপতি দিলীপ দে সহ একাধিক জেলা নেতৃত্ব। মিছিল কিছুটা যাওয়ার পরই আসানসোল সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ভারতী চ্যাটার্জীর ওপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। হামলার অভিযোগ ওঠে দলের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ভারতীদেবী। বিষয়টি নজরে পড়তেই ভারতীদেবীর সহকর্মীরা সহ আরও কয়েকজন বিজেপিকর্মী তাকে উদ্ধার করে দুর্গাপুরে এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখান থেকে তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে, ঘটনায় বিস্তর বিতর্ক শুরু হয়। দুর্গাপুর পুরসভা ভোটের আগে চরম অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপির আসানসোল জেলা নেতৃত্ব। প্রশ্ন ওঠে, যে দল নারীদের দেবী রূপে সম্মান করে। সে দলের কর্মীদের হাতে নিগৃহীত হতে হল দলের জেলা সভানেত্রীকে। এমনকি ঘটনায় ঘরে বাইরে সমালোচনার পাশাপাশি বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়ে। ঘটনায় তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা পান্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, উৎশৃঙ্খল দল বিজেপি। মহিলাদের সম্মান দেয় না। এটাই তাদের সংস্কৃতি। ওই মহিলার যদি কোন সাহায্য লাগে, পাশে থাকবো। যদিও শেষ পর্যন্ত দলের ভাবমুর্তি রক্ষা করতে নড়ে চড়ে বসে বিজেপি। স্বচ্ছ ভাবমুর্তি বজায় রাখতে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি তদন্ত শুরু করে। বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দিলীপ দে বলেন, দলের আভ্যন্তরীন বিষয়। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত ও দলের রাজ্য নেতৃত্বের অনুমতিতে ওই দু'জনকে বহিস্কার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার পূর্বস্থলীর শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের হেমায়েতপুর মোড়ে পথচলতি মানুষদের হাতে পানীয় জলের বোতল তুলে দিলেন রাজ্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন গরমে সুস্থ থাকার জন্য সাবধানবানী মেনে চলার বিষয়ে। -নিজস্ব চিত্র।

স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য হয়রানি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ এপ্রিল ঃ স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের জন্য জনসাধরণকে হয়রানির অভিযোগ বামনগোলা ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর অভিযোগ গত ১৬ তারিখ থেকে স্বাস্থ্য সাথীর কাজ শুরু হয়, কয়েকটা কাজ করার পরে বামনগোলা ব্লকের আধিকারিকরা জানিয়ে দেন আগামী মঙ্গলবার ও বুধবার স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড করা হবে। সেই কথা অনুযায়ী বামনগোলা ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা দশটা থেকে পাকুয়াহাট কলেজ অডিটোরিয়ামে এসে উপস্থিত হন। সকাল থেকে পাকুয়াহাট কলেজ অডিটোরিয়াম এসে বহু অপেক্ষা করে দেখা মেলেনি স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের কর্মীদের। অফিসের বিভিন্ন কর্মীদের জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জানিয়ে দেয় আজ কোন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করা হবে না। আজ তাদের ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ। অবশেষে কার্ড করতে আসা লোকজন ক্ষোভ উগরে দিয়ে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের পাকুয়াহাট এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। প্রায় ঘন্টাখানেক অবরোধ চলে। অবশেষ খবর পেয়ে বামনগোলা থানার পুলিশ ও বামনগোলা ব্লকের জয়েন্ট বিডিও ঘটনাস্থলে আসেন। প্রশাসনের আধিকারিকরা জানান যে আগামী দিনগুলিতে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করা হবে নিজ নিজ এলাকায়। এবং কবে কোন জায়গায় হবে তা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই আশ্বাস পাওয়ার পরেই তারা পথ অবরোধ তুলে নেন। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আইনজীবিদের সাথে বৈঠক মন্ত্রীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৮ এপ্রিলঃ বর্ধমান জেলা আদালতে পাবলিক প্রসিকিউটরের সাথে এপিপিদের যে সংঘাত চলছে তাতে রাশ টানতে আসরে নামলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মঙ্গলবার বর্ধমান আদালতের আইনজীবীদের সাথে একপ্রস্থ বৈঠক সেড়ে নিলেন তিনি। মূলত এদিন এপিপি বা অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটরদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি কেন পাবলিক প্রসিকিউটরকে এপিপিরা মানতে পারছেন না সে বিষয়ে জানতে চান তিনি। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই পাবলিক প্রসিকিউটর এবং আইনজীবীদের মধ্যে একটি সমস্যা আছে। সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই এদিন স্বল্প সময়ের জন্য একটা বৈঠক করা হলো। তিনি জেলাশাসক এবং আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে মূল বিষয়টি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া পিপি-এপিপি দ্বন্দ্বে যাতে বিচারপ্রার্থী মানুষের কোন রকম সমস্যা না হয় সে বিষয়টিও খেয়াল রাখতে বলেন। স্বপনবাবু বলেন, যারা এখানে কাজ করছেন তারা অনেকেই তার থেকে সিনিয়র। তাই প্রত্যেকের উপস্থিতিতে গোটা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলো। মতামত গ্রহন করা হল। উল্লেখ্য, বর্ধমান জেলা জজ কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটরের পদত্যাগ চাওয়ার দাবী ঘিরে আদালত চত্বরে কিছুদিন আগেই উত্তাল হয়েছিল আদালত চত্বর। স্লোগান পালটা শ্লোগানে সরগরম আদালত চত্বর। প্রায় হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন পাবলিক প্রসিকিউটর শ্যামল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং এসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটররা। একে অপর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগও তোলা হয়। এরপর তাদের বিবাদের বিষয়টির নিয়ে কোন সমাধানসূত্র পাওয়া যায় নি। মঙ্গলবার এই বিবাদের সমাধানের জন্য আদালতে যান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এপিপিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আইনজীবি সদন তা, অরুপ দাস, বিশ্বজিৎ দাস সহ অন্যান্যরা। আইনজীবিদের সাথে কথা বলার পরই জেলাশাসকের সাথে দেখা করেন মন্ত্রী।

শংসাপত্র বর্গভীমা মন্দিরের ভোগে

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১৮ এপ্রিল ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে ৫১ পীঠের এক পীঠ দেবী বর্গভীমা মায়ের মন্দিরে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ থেকে হাজার ভক্ত ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করেন। মন্দিরের ভোগ যাতে স্বাস্থ্যকর হয় সেই কারণেই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মন্দির কর্তৃপক্ষর হাতে আজ ফুড সেফটি দপ্তরের তরফ থেকে সার্টিফিকেট তুলে দিলেন জেলাশাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাজি। বেশ কয়েকদিন আগেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিক মিনু কুন্ডু মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন এই সার্টিফিকেটের বিষয় নিয়ে। এরপরে দ্রুত মন্দির কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত নিয়মাবলী রয়েছে এই সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সেই সমস্ত নিয়মাবলী পূরণ করে ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়ে দেন। ফুড সেফটি দপ্তরের তরফ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয় এরপর অডিট সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই সমস্ত নিয়মাবলী মেনেই মঙ্গলবার দুপুরে দেবীর বর্গভীমা মায়ের মন্দিরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাজি উপস্থিত হয়ে এই সার্টিফিকেট তুলে দেন মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে। জেলাশাসক ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সৌভিক চট্টোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) দিব্যা মরুগেশন, অতিরিক্ত জেলাশাসক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব অনির্বাণ কোলে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ফুড সেফটি আধিকারিক মিনু কুন্ডু সহ অন্যান্যরা। সারা ভারতবর্ষের একান্ন পীঠের মধ্যে দেবী বর্গভিমা মায়ের মন্দির এই প্রথম এই ধরনের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, এমনটাই জানান অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সৌভিক চট্টোপাধ্যায়। এই সার্টিফিকেটের যাতে সম্মান আগামী দিনে রাখতে পারা যায় সেই কারণে ভোগের দিকে আরও বেশি করে নজর থাকবে মন্দির কর্তৃপক্ষের। সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার পর এমনটাই জানান বর্গভীমা মন্দির কমিটির সম্পাদক শিবাজী অধিকারী।

বিস্ফোরক করিম

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১৮ এপ্রিল ঃ আবারও বিস্ফোরক ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরি। মাটিকুন্ডা গুলিকান্ডে সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যু প্রসঙ্গে নিজের দলের বিরুদ্ধেই খুনের অভিযোগ আব্দুল করিম চৌধুরির। আপনার লোকেরা খুন করে দিয়েছে মাটিকুন্ডায়, আর তার কোনও বিচার নেই, প্রতিকার নেই, কিছু নেই। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তোপ দাগলেন আব্দুল করিম চৌধুরি। তাঁর এই মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ইসলামপুরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার সরব হন মাটিকুন্ডা গুলিকান্ডে নিহত সিভিক ভলেন্টিয়ার সাকিব আখতারের পরিবার। এদিন দুপুরে মাটিকুন্ডা এলাকায় একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন মৃতের দাদা মহম্মদ শাহনওয়াজ। তাঁর দাবি, ঘটনায় ব্লক প্রেসিডেন্ট অভিযুক্ত থাকলেও তিনি এখনও গ্রেফতার হননি। বরং তাঁকে গতকাল ব্লক কমিটি গঠন করতে দেখা গেছে এবং যা নিয়ে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেছেন। আর তারপরই এদিন দুপুরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন সাকিব আখতারের পরিবার। এপ্রসঙ্গেই তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট অভিযুক্ত জাকির হোসেনকে গ্রেফতারের দাবি জানানোর পাশাপাশি কীভাবে পুলিশি নজরদারি এড়িয়ে আইনের বেড়াজাল ভেদ করে তিনি পার্টি অফিসে বসে তৃণমূলের ব্লক কমিটি ঘোষণা করলেন, তা নিয়ে এদিন সরব হন ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরি। বলেন, আপনার লোকেরা খুন করে দিয়েছে মাটিকুন্ডায়, আর তার কোনও বিচার নেই, প্রতিকার নেই, কিছু নেই। নিজেকে বিদ্রোহী বিধায়ক বলেও দাবি করেন। যদিও পুলিশ তদন্ত করছে এবং প্রশাসনের উপরে ভরসা রাখতে হবে বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে এদিনের ঘটনায় আবারও কানাইয়ালাল ও করিম চৌধুরির দ্বন্দ প্রকাশ্যে এল। যা পঞ্চায়েতের আগে রাজ্য নেতৃত্বের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে বলেই মত ওয়াকিবহল মহলের।

ক্ষতবিক্ষত দেহ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১৮ এপ্রিল ঃ খাল পাড় থেকে এক মহিলার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিভাবে মহিলার মৃত্যু হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরী হয়েছে বাসিন্দাদের মনে। এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল থানার লাউদহ এলাকার মঙ্গলবাঁধি খাল পাড় এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ওই মহিলার নাম পূর্ণিমা মান্ডি (৩২)। বাড়ি ওই গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই মহিলা ছাগল নিয়ে মঙ্গলবাঁধি খাল পাড় এলাকায় চরাতে গিয়েছিলেন। পরে সকাল এগারোটা নাগাদ ওই গ্রামের অন্য এক ব্যক্তি খাল পাড় এলাকায় ছাগল নিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন খাল পাড়ের একটি গাছের নীচে ওই মহিলা পড়ে রয়েছেন। এরপর ওই ব্যক্তি গ্রামের লোকজনদের ঘটনার কথা জানান। গ্রামবাসীরা এই খবর জানার পর খাল পাড় এলাকায় গিয়ে ওই মহিলা মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এরপর খবর পেয়ে সাঁকরাইল থানায় পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

জীবনকৃষ্ণের পাশে দাঁড়ালেন মা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৮ এপ্রিল ঃ জীবনকৃষ্ণ সাহা। মুর্শিদাবাদের বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে তাকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। এদিকে ছেলের গ্রেফতারির পরেই তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বাবা বিশ্বনাথ সাহা। তবে এবার মুখ খুললেন মা বেলারানি সাহা। তিনি অবশ্য ছেলের সুখ্যাতিই করেন। এমনকী ছেলেকে একেবারে আদর্শ সন্তান হিসবে উল্লেখ করেন মা। তিনি সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, আমার দুঃখ লাগছে। ছেলে যাতে ভালো থাকে সেটা চাই। ছেলে আমায় মাসে মাসে টাকা পাঠাত। আমি সেই টাকায় কেনাকাটা করতাম। ছেলে আমায় একমাস আগেও টাকা পাঠিয়েছে। ওর বাবা আমায় মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমার কোলের তিন মাসের মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে। ছেলে তখন সাত বছর বয়স। ছেলে বড় হয়ে আসা যাওয়া করে। বাবা ওদের দেখে না। কিছুই করল না। আমার ছেলে যাতে ভালো থাকে সেটাই চাইছি। আমার ছেলে অনেক কষ্ট করে ঘা খেয়ে মানুষ হয়েছে। কারোর ভালোবাসা পায়নি। বাবার ভালোবাসা পায়নি। সাত বছরের ছেলেকে রেখে এসেছিলাম। জীবনকৃষ্ণের মা বর্তমানে খড়গ্রাম ব্লকের পারুলিয়া গ্রামে থাকেন। তিনি বলেন, আমার চোখে আদর্শ ছেলে জীবনকৃষ্ণ। অনেক কষ্ট করে জীবন বড় হয়েছে। কষ্ট কী জিনিস সে তা বোঝে। তাই আমি বিশ্বাস করি ও কখনও কারো কষ্টের কারণ হতে পারে না। ছেলের গ্রেফতারির পর থেকেই চোখে জল জীবনের মায়ের। তবে বাবার গলায় আবার অন্য সুর। তিনি জীবনের নাম শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছেন। তিনি বলেন, এখন শুনছি ওর এই আছে। ওই আছে। আমাকে বলত, মারব ধরব। সাতদিন আগে আমায় গালাগালি দিয়েছে। আমার উপর কেন রাগ বলতে পারব না। জোর করে আমার বাড়ি নিয়ে নিয়েছে। তবে ও পাওয়ারে আছে। কোর্টে গিয়ে মরব নাকি! তবে ও কী করেছে সেটা আমি জানি না। ও কী করেছে সেটা আমি জানি না। রাস্তায় গাড়ি লাগিয়ে দিত। আমায় ঢুকতে দিত না। এখন শুনছি ছেলে এই জায়গা কিনেছে। ওখানে কিনেছে। এখন জানতে পারছি। এখানে ওদের দলের লোকজন রয়েছে। কোথায় কী করেছে তা আমি বলতে পারব না।

Office of the
ICHAG GRAM PANCHAYAT
Under Jhalda I panchayat Samiti
at PO-Ichag, Dist -Purulia (WB)
NITICE INVITING e-Tender No-01, 02/ICH/2023-24 Dated-17.04.2023
15Th FC tied and untied

The Pradhan Ichag Gram Panchayat inviting e-Tender from the bona-fide. Resourceful experienced constructions. Date of start of downloading documents from **17.04.2023.** Last Date of bid submission closing Online **26.04.2023.** Date of opening tender technical bid on **28.04.2023.** For details please visit Office undersigned and website **https://wbtender.gov.in**

SD/- Pradhan
Ichag GP.

OFFICE OF THE ILOO-JARGO GRAM PANCHAYAT
VILL + P.O:- JARGO, DIST: PURULIA (W.B.) PIN: 723212
Notice Inviting E-Tender No.:-03/IJGP/2022-23

The Pradhan ILOO-JARGO Gram Panchayat under Jhalda-1 Development Block, Purulia invites percentage rate e-tender for the 2(Two)Nos. different work. Source of Fund: 15th FC. Document Download starting from **13/04/2023 on & after 10.30 am. Up to 19/04/2023 up to 5.30 PM.** Bid submission starting from **13/04/2023 on & after 10.30 am. Up to 19/04/2023 up to 5.30 PM.** Opening of Bid: **24/04/2023 at 11:00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Iloo-Jargo Gram Panchayat

Chanditala Gram Panchayat
Village: Kalachara. PO & PS: Chanditala. Dist: Hooghly. West Bengal.

E-Tender are invited by the Pradhan of Chanditala Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block,Chanditala ,Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work **Sl No 1 :-NIT no-126/CGP dt 18.04.2023, e-Tender ID:- 2023_ZPHD_514781_1,** Publish Date-**19.04.2023 10AM**, Name of The Work- CC Road from Chalta Tala to H/O Arati Das Via H/O Nemai Pal to H/O Buddhaydeb Ghosh at SN I, Fund -15 TH FC;Estimated Amount-Rs. 338535. **Sl No 2 :- NIT no-127/CGP dt 18.04.2023, e-Tender ID:- 2023_ZPHD_514800_1,** Publish Date-**19.04.2023 10AM,** Name of The Work- Construction of Concrete Road from P Ghosh to Ramakanta Ghosh house Via Joydeb at Sansad VI, Fund- 15 TH FC;Estimated Amount-Rs. 146303. **Sl No 3 :- NIT no-128/CGP dt 18.04.2023, e-Tender ID:- 2023_ZPHD_514811_1,** Publish Date-**19.04.2023 10AM,** Name of The Work- Construction of Concrete Road from Bhola Manna to HO Sital Manna at Sansad XI , Fund - 15 TH FC;Estimated Amount-Rs. 175876. **Sl No 4 :- NIT no-129/CGP dt 18.04.2023, e-Tender ID:- 2023_ZPHD_514827_1,** Publish Date-**19.04.2023 10AM,** Name of The Work- Construction of Concrete Road from Panchayat Road to Joydeb Ghosh house at Sansad III, Fund - 15 TH FC;Estimated Amount-Rs. 243474. Completion Time-30 days .Last date of Online Submission of technical & Financial BID **upto:-25.04.2023, 2.00PM**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE PANCHAYAT SAMITY
PURULIA-I PANCHAYAT SAMITY
P.O.: KOTLAI, Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No.
WBPUR/EO/15 TH FC/NIET-3/23-24, Dated:- 13.04.2023

Sealed Tender are hereby invited for the execution of total 4(Four) Nos. of work. Documents download/sale date from **14.04.2023, 2.00 pm. to 21.04.2023 up to 5:00pm.** Bid submission start date (online) **14.04.2023 2:00 PM.** Bid submission closing(online) **21.04.2023 at 5.00 P.M.** Bid opening date(online) **24.04.2023 at 11:00 P.M.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in .**

Sd/- Executive Officer
Purulia-I Panchayat Samity

Office of the Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat
Gaighata, North 24PGS

Tender is invited through online from the experienced and resourceful bidders for execution of the 6 Nos. work **Tender ID: (i) 2023_ZPHD_513366_1, (ii) 2023_ZPHD_514456_1, (iii) 2023_ZPHD_513366_2, (iv) 2023_ZPHD_513366_3, (v) 2023_ZPHD_514456_2, (vi) 2023_ZPHD_513366_4.** Date of Opening of Tender(online) **28/04/2023 at 2 pm.** For details please visit **https://wbtender.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat

PRE-OFFER ADVERTISEMENT CUM CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

PH TRADING LIMITED

Corporate Identification Number: L51109WB1982PLC035011;
Registered Office: B Block, 113, 10th Floor, Park Street, Kolkata-700016, West Bengal, India.;
Contact Number: 033-22299697 / 22299538 / 40675050 / 22268993;
Website: https://phtradinglimited.com/; Email Address: himatsingka@hotmail.com

This Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement ('**Advertisement**') is being issued by Bonanza Portfolio Limited ('**Manager**'), for and on behalf of Santan Investment Advisory LLP ('**Acquirer 1**'), Mr. Mallinath Madineni ('**Acquirer 2**'), and Mrs. Prathima Mallinath Madineni ('**Acquirer 3**') pursuant to the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, for acquisition of up to 1,23,340 (One Lakh Twenty-Three Thousand Three Hundred and Forty Only) fully paid-up equity shares of ₹10.00/- (Rupees Ten Only) ('**Equity Shares**') each representing 25.70%* of the Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹75.00/- (Rupees Seventy Five Only) per Equity Share, payable in cash ('**Offer Price**').

**** In accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011, an open offer in compliance with the provisions of Regulations 3 (1) and 4 is required to be given for at least 26.00% (Twenty-Six Percent) of the voting share capital of the target company, however, since the shareholding of the Public Shareholders (excluding the shareholding of Mr. Mallinath Madineni) is 25.70% (Twenty-Five Point Seven Zero Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company, therefore for this Offer, the Offer Shares represent 25.70% (Twenty-Five Point Seven Zero Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company.***

This Advertisement is to be read in conjunction with the a) Public Announcement dated Friday, January 06, 2023 ('**PA**'), (b) Detailed Public Statement dated Thursday, January 12, 2023 which was published on Friday, January 13, 2023 in the Newspapers, namely being, Financial Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions), Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition), and Duranta Barata (Bengali) (Kolkata Edition), (c) Draft Letter of Offer dated Friday, January 20, 2023 ('**DLoF**') and (d) Letter of Offer dated Friday, April 07, 2023, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('**LoF**'), (the PA, DPS, DLoF, and LoF are hereinafter collectively referred to as '**Offer Documents**') issued by the Manager on behalf of the Acquirers, the members of IDC believe that Offer is fair and reasonable, in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations.

1. **Offer Price:** The Offer Price of ₹75.00/- (Rupees Seventy Five Only) payable in cash. There has been no revision in the Offer Price. For further details relating to the Offer Price, please refer to the Paragraph 5.1 beginning on page 15 of the LoF.
2. **Recommendations of the Committee of Independent Directors of the Target Company ('IDC'):** The Committee of IDC have opined that the Offer Price of ₹75.00/- (Rupees Seventy Five Only) is fair and reasonable in accordance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations, which was approved on Monday, April 17, 2023, and published on Tuesday, April 18, 2023, in the Newspapers.
3. This Offer is not a competing offer.
   The LoF has been dispatched to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on Monday, April 03, 2023 being the Identified Date.
   a) On Wednesday, April 12, 2023, through electronic mode to all the Public Shareholders whose e-mail addresses had been registered with the Depositories/Target Company.
   b) On Wednesday, April 12, 2023, through speed post to those Public Shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depositories/Target Company, or whose Email Addresses are inactive, and to those Public Shareholders to whom the dispatch of LoF vide electronic mode had bounced.
4. Please note that a copy of the LoF is also available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, Target Company at https://phtradinglimited.com, Registrar at www.purvashare.com, and Manager at www.bonanzaonline.com
5. The procedure for acceptance is set out in Paragraph 7 titled 'Procedure for Acceptance and Settlement of the Offer' on page 18 of the Letter of Offer.
   Instructions for Public Shareholders
   a) In case the Equity Shares are held in physical form
   Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in this Offer through their Selling Broker by providing relevant information and documents as mentioned in Paragraph 7.8.1 titled as '***Procedure for Equity Shares held in physical form***' beginning on page 19 of the LoF along with Form SH-4.
   b) In case the Equity Shares are held in Demat form
   Public Shareholders holding the Equity Shares in Demat form may participate in this Offer by approaching their Selling Broker and tender their Equity Shares in Offer as per the procedure as mentioned in Paragraph 7.8.2 titled as '***Procedure for Equity Shares held in Demat Form***' beginning on page 19 and 20 of the LoF along with other details.
6. All the observations received from SEBI vide letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/DCR-2/P/OW/2023/12941/1 dated March 29, 2023, duly in terms of Regulation 16 (4) of the SEBI (SAST) Regulations upon submission of the Draft Letter of Offer are duly incorporated in the LoF.
7. There are no other material updates in relation to this Offer since the date of PA, save as otherwise disclosed in the Offer Documents.
8. As on the date of this Advertisement and in the best of knowledge of the Acquirers there are no statutory, regulatory, or other approvals required by the Acquirers to be implemented to complete this Offer. Please refer to the Paragraph 6.7 titled '***Statutory Approvals and conditions of the Offer***' beginning on page 17 and 18 of the LoF.
9. **Schedule of Activities:**

Schedule of Activities	Tentative schedule		Revised Schedule	
	Day	Date	Day	Date
Date of the Public Announcement	Friday	January 06, 2023	Friday	January 06, 2023
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	Friday	January 13, 2023	Friday	January 13, 2023
Date of filing of the Draft Letter of Offer with the SEBI	Friday	January 20, 2023	Friday	January 20, 2023
Last date of a Competing Offer	Monday	February 06, 2023	Monday	February 06, 2023
Last Date of SEBI's Observation shall be received	Monday	February 13, 2023	Wednesday	March 29, 2023
Identified Date*	**Wednesday**	**February 15, 2023**	**Monday**	**April 03, 2023**
Date by which the Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	Wednesday	February 22, 2023	Wednesday	April 12, 2023
Last date for publication of the recommendations of the committee of the independent directors	Friday	February 24, 2023	Tuesday	April 18, 2023
Last date for revising the Offer Price / Offer Size	Tuesday	February 28, 2023	Wednesday	April 19, 2023
Offer Opening Public Announcement	Tuesday	February 28, 2023	Wednesday	April 19, 2023
Date of commencement of tendering period (Open Date)	**Wednesday**	**March 01, 2023**	**Thursday**	**April 20, 2023**
Date of closing of tendering period (Close Date)	**Wednesday**	**March 15, 2023**	**Thursday**	**May 04, 2023**
Date by which all requirements including payment of consideration would be completed	Friday	March 31, 2023	Friday	May 19, 2023

Note: The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of requisite approvals from various statutory/ regulatory authorities and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

 # There has been no competing offer.

**Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders to whom the LoF would be sent. All the public shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares (except the Acquirers and the parties to the SPA) are eligible to participate in this Offer any time before the closure of this Offer.*

10. The copies of the inspection documents as specified under Paragraph 13 titled as '***Documents for Inspection***' beginning on page 22 of the LoF will be available for inspection at the registered office of the Manager, Bonanza Portfolio Limited, located at Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind the Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India, on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering period i.e., commencing from **Thursday, April 20, 2023 to Thursday May 04, 2023**.
11. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Advertisement and for the fulfillment of their obligations laid down in the SEBI (SAST) Regulations. A copy of this Advertisement shall also be available on website of the SEBI accessible at www.sebi.gov.in, BSE accessible at www.bseindia.com, Target Company at https://phtradinglimited.com, Registrar at www.purvashare.com, and Manager at www.bonanzaonline.com
12. The capitalized terms used in this Advertisement shall have the meaning assigned to them in the Offer Documents, unless otherwise specified.

MANAGER TO THE OFFER
BONANZA PORTFOLIO LIMITED
Corporate Identification Number: U65991DL1993PLC052280
Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063, Maharashtra, India
Contact Person: Ms. Swati Agrawal
Tel No.: +91 22 62735500/ 68363700
Email: swati.agrawal@bonanzaonline.com
SEBI Registration No.: INM000012306

for Santan Investment Advisory LLP

Sd/- (Mallinath Madineni) (Partner)	Sd/- (Prathima Mallinath Madineni) (Partner)	Sd/- (Mallinath Madineni)	Sd/- (Prathima Mallinath Madineni)

Date: Tuesday, April 18, 2023
Place: Mumbai

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS
COOCH BEHAR MUNICIPALITY
COOCH BEHAR

Memo No : Health/1235/CBM-23 **Date : 18.04.2023**

WALK-IN-INTERVIEW

Walk-in-interview for the below mentioned posts on Contractual Basis is scheduled to be held on **25th April, 2023 at 12 pm.** at the Chamber of the Chairman of Cooch Behar Municipality, Cooch Behar.

The details about educational qualification, experience and other criterion for the position and format for application are available on **www.coochbeharmunicipalitv.com**. The interested and eligible candidates may appear for Walk-in-interview, as scheduled, along with filled up prescribed bio-data with original supporting documents.

Sl. No.	Name of the post	No. of Post	Type of appointment
1.	Health Officer	01	Contractual basis initially for a period of 1 (one) year

Note: No TA/DA will be paid for attending the interview.

Sd/-Chairman
Cooch Behar Municipality,
Cooch Behar

সচিনের ছেলের গুরু ওয়াসিম আক্রাম!

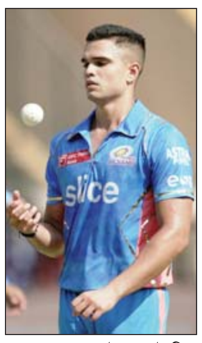

মুম্বই, ১৮ এপ্রিলঃ সচিন তেন্ডুলকরের ছেলে অর্জুন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের হয়ে অভিষেক ঘটিয়েছেন নাইট রাইডার্স দলের বিপক্ষে। কেমন পারফর্ম করেছেন সেটা সকলে দেখেছেন টিভিতে। কিন্তু এই অর্জুন তেন্ডুলকরের গুরু কে জানেন? কার কাছে ছোটবেলায় বাঁহাতি পেসার হয়ে ওঠার তালিম পেয়েছিলেন তিনি। ওয়াসিম আক্রম। চমকে যাবেন না। কিংবদন্তি পাকিস্তানি পেসার ওয়াসিম আক্রমকে সচিন ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করে অর্জুনের বাঁহাতি পেসার হয়ে ওঠার রাস্তা তৈরি করে দেন। অতীতে মুম্বইতে বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে আক্রম অর্জুনকে একবার কয়েক ঘণ্টার ট্রেনিং দিয়েছিলেন। এছাড়াও বিদেশে যখন আক্রম এবং সচিনের দেখা হয়েছে এরপর অর্জুনকে ততবার সাহায্য করেছেন আক্রম। তার বোলিং অ্যাকশন কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়েও পরামর্শ দিয়েছেন পাকিস্তানি তারকা।

যোগ্যতা অর্জন না করেও বিশ্বকাপ খেলবে মেসির দেশ! কিন্তু হঠাৎ কীভাবে?

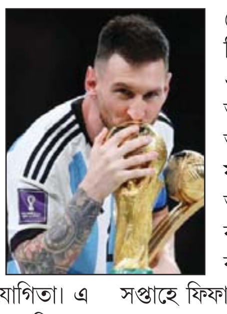

বুয়েনস আইরেস, ১৮ এপ্রিলঃ গত ডিসেম্বরে কাতারে আয়োজিত বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্জেন্টিনা। লিয়োনেল মেসির হাত ধরে তৃতীয় বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশটি। এ বার তারা বিশ্বকাপের আয়োজক। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর ২০২৩ সালে বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব। আবারও ফুটবল উসবে মাততে চলেছে আর্জেন্টিনা। ২০২৩ সালের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের দায়িত্ব পেল মেসির দেশ। ফিফা সরকারি ভাবে আয়োজক হিসাবে আর্জেন্টিনার নাম ঘোষণা করেছে। আগামী ২০ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত ২৪টি দেশকে নিয়ে হবে প্রতিযোগিতা। এ বারের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল হওয়ার কথা ছিল ইন্দোনেশিয়ায়। এশিয়ার দেশটি প্রায় শেষ মুহূর্তে ফিফাকে জানায়, তারা প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারবে না। ইন্দোনেশিয়া হঠাৎ সরে দাঁড়ানোয় সমস্যায় পড়ে ফিফা। সুযোগ কাজে লাগাতে এগিয়ে আসে আর্জেন্টিনা। মেসির দেশের ফুটবল কর্তারা ফিফাকে জানান, তাঁরা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করতে চান। উল্লেখ্য, এ বারের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি আর্জেন্টিনা। তাই আয়োজক হিসাবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুবর্ণসুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি আর্জেন্টিনার ফুটবল কর্তারা। ইন্দোনেশিয়া দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পরেই আর্জেন্টিনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের দাবি জানায় ফিফার কাছে। অন্য কোনও দেশ অল্প সময়ে বিশ্বকাপ আয়োজন করতে এগিয়ে আসেনি। তাতে সুবিধা হয় আর্জেন্টিনার। গত সপ্তাহে ফিফার প্রতিনিধি দল আর্জেন্টিনার ফুটবল পরিকাঠামো পরিদর্শন করে। সব ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন ফিফার প্রতিনিধিরা। তাঁদের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বারের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব আর্জেন্টিনাকে দিল ফিফা। এর ফলে যোগ্যতা অর্জন না করেও খেলার সুযোগ পেয়ে গেল মেসির দেশ।

শিয়রে ভোট, বদলে গেল আইপিএলের দিনক্ষণ!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

প্রায় মাঝামাঝি পর্যায়ে ১৬তম ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগ। ১০টি দল শেষ চারের ঘর পাকা করার জন্য ঝাঁপিয়েছে। তারই মধ্যে পাল্টে গেল আইপিএলের সূচি। আইপিএলের সূচিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে। আগামী ৪ মার্চ টুর্নামেন্টের ৪৬তম ম্যাচটি লখনউ সুপার জায়ান্টস বনাম চেন্নাই সুপার

কিংসের মধ্যে ম্যাচটি একানা স্টেডিয়ামে খেলার কথা ছিল। কিন্তু ম্যাচটির দিন পরিবর্তন করে একদিন আগে অর্থাৎ ৩ মে করা হয়েছে। সেদিন আরও একটি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে। পাঞ্জাব কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মধ্যে। ম্যাচটি শুরু হবে ৭.৩০ নাগাদ। লখনউ বনাম চেন্নাই ম্যাচটি খেলা হবে ৩ মে বিকেল ৩.৩০টে থেকে। অর্থাৎ, শনি ও রবিবারের পাশাপাশি মে মাসের ৩ তারিখ অর্থাৎ বুধবার রয়েছে আরও একটি ডবল হেডার। ৪ মে রয়েছে লখনউ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন। তাই একানা স্টেডিয়ামে সেদিন লখনউ বনাম চেন্নাই আইপিএল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। দিন পরিবর্তন করে ম্যাচটি এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে ৩ মে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লখনউয়ের হোম ম্যাচটি হবে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। ১ মে আরসিবির বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে লখনউ সুপার জায়ান্টস। এরপর ফের তাদের নামতে হবে টুর্নামেন্টের অন্যতম সফল টিম চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে। ফলে লখনউয়ের দুটি ম্যাচের মধ্যে গ্যাপ থাকছে মাত্র ১ দিনের। একদিনের বিরতির পরই মাঠে নেমে পড়তে হবে লোকেশ রাহুলদের। তবে চেন্নাই সুপার কিংসের ক্রিকেটাররা বেশ কিছুদিনের বিরতি পাচ্ছেন। ঘরের মাঠে ৩০ এপ্রিল ধোনিরা খেলবেন পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। এর আগেও একাধিকবার আইপিএলের সূচি বিঘ্নিত হয়েছে নির্বাচনের জন্য। সেটা লোকসভা ভোট, বিধানসভা ভোট বা লোকাল ইলেকশন। এর পিছনে মুখ্য কারণটাই হল নিরাপত্তা। ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটের কারণে পুরো টুর্নামেন্টটাই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। ২০১৪ সালের মরসুম শুরু হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। ভোট শেষ হওয়ার পর টুর্নামেন্টের বাকি অংশ অনুষ্ঠিত হয় ভারতে।

উইজডেনের বর্ষসেরা স্টোকস, টি-টোয়েন্টির সেরা সূর্যকুমার

লন্ডন, ১৮ এপ্রিলঃ বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের পুরস্কার আগেই জিতেছিলেন বেন স্টোকস। এবার ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক জিতলেন উইজডেন বর্ষসেরা ক্রিকেটারের খেতাব। এই নিয়ে গত চার বছরে তিনবার উইজডেনের বর্ষেসেরা ক্রিকেটার হয়েছেন স্টোকস। টেস্টে বছরজুড়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করেছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক। সঙ্গে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালেও খেলেছিলেন ৫২ রানের ম্যাচজয়ী ইনিংস। ব্যাট-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স বেন স্টোকসের জন্য নতুন কিছু নয়। ২০২২ সালেও স্টোকস এই পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন। গত বছর এর পাশাপাশি টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে তাঁর নেতৃত্ব। কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম আর অধিনায়ক স্টোকসের ইংল্যান্ড দল টেস্ট ক্রিকেটেও আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে শুরু করে। স্টোকসের

অধিনায়কত্বে গত বছর ১০ টেস্টের ৯টিতেই জিতেছে ইংল্যান্ড। অথচ স্টোকস অধিনায়কত্ব নেওয়ার আগের ১৭ টেস্টে ইংল্যান্ড জিতেছিল মাত্র ১টিতে। স্টোকস গত বছর ইংল্যান্ডের খেলা ১৫টি টেস্টেই ছিলেন। এই সময়ে ব্যাট হাতে ৩৬.২৫ গ। ও ৭১.৫৪ স্ট্রাইক রেটে করেছেন বছরের তৃতীয় সর্বোচ্চ ৮৭০ রান। দুটি সেঞ্চুরির সঙ্গে তিনি ৪টি ফিফটিও করেছেন। বছরজুড়েই বোলিংয়েও উজ্জ্বল ছিলেন স্টোকস। ৩১.১৯ গড়ে নিয়েছেন ২৬ উইকেট। বার্মিংহামে ভারতের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩ রানে ৪ উইকেট নিয়ে দলের জয়ে রাখেন বড় অবদান। এজবাস্টন টেস্টে ভারতের বিপক্ষে জোড়া সেঞ্চুরি করে ইংল্যান্ডকে জেতানো স্টোকসের সতীর্থ জনি বেয়ারস্টো হয়েছেন 'উইজডেন ট্রফি উইনার'। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে দেওয়া এ পুরস্কারটি এবারই চালু করেছে উইজডেন। উইজডেনের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। ২০২২ সালে ৩১টি টি-টোয়েন্টিতে ৪৬.৫৬ গড়ে ১১৬৪ রান করেন সূর্যকুমার। টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে কোনো ব্যাটসম্যানের এক বছরে এটা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান। এ ছাড়া উইকেটের চারপাশে সব উদ্ভাবনী শট খেলে বিশেষভাবে দৃষ্টি কাড়েন তিনি। ১৮৭.৪৩ স্ট্রাইক রেটে রান তোলার পথে মারেন ৬৮টি ছক্কা। টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ ছয়ের কীর্তি এটিই। দ্বিতীয়বারের মতো উইজডেনের বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ান বেথ মুনি।

সীমা ছাড়িয়ে গেল কোহলির আচরণ, বিসিসিআই দিল শাস্তি!

বেঙ্গালুরু, ১৮ এপ্রিলঃ সোমবার দিনটা মোটেও ভালো যায়নি বিরাট কোহলির জন্য। নিজে রান পাননি। প্রায় জেতা ম্যাচ নাকের ডগা থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো এ বার বিসিসিআইয়ের শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর সুপারস্টারকে। বাইশ গজে তাঁর আগ্রাসী আচরণের জন্য পরিচিত বিরাট কোহলি। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে মাঠে নিজের আচরণের জন্য আরও বেশি সমালোচিত হচ্ছেন বিরাট কোহলি। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে হাত মেলানোর সৌজন্যটুকু পর্যন্ত দেখাননি। সোমবার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে বিরাটের আচরণ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। ম্যাচটি আরসিবি হেরে গিয়েছে ৮ রানে। সিএসকে-র দেওয়া ২২৬ রানের বড়সড় স্কোর তাড়া করতে নেমে মাত্র ৬ রানে আউট হয়ে যান কোহলি। ম্যাচ হারের হতাশা তো ছিলই, এরই সঙ্গে যোগ হয়েছে শাস্তির খাঁড়া। সিএসকে বিরুদ্ধে সোমবারের ম্যাচের পর ম্যাচ রেফারির কাছে যেতে হয়েছিল বিরাটকে। তিনি জানতে পারেন, ম্যাচ ফি'র ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে। আইপিএলের তরফে জানানো হয়েছে, আরসিবি বনাম সিএসকে ম্যাচ চলাকালীন বিরাট কোহলি আইপিএলের আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন। কোহলি নিজেও ২.২ ধারা ভঙ্গের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কোন

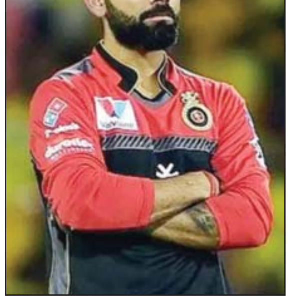

আচরণের জন্য কোহলিকে জরিমানা করা হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে অনুমান, শিবম দুবের আউটের পর কোহলির মাত্রাতিরিক্ত উদযাপনের কারণেই এই জরিমানা। ম্যাচে আরসিবির বোলারদের পিটিয়ে ২২৬ রানের বড় স্কোর খাড়া করে চেন্নাই। ওপেনার ডেভন কনওয়ের ৪৫ বলে ৮৩ রানের ইনিংসের বড় অবদান রয়েছেন। কনওয়ে ছাড়া এদিন আরসিবি বোলারদের ঘাম ছুটিয়ে দেন শিবম দুবে। চিন্নাস্বামীতে ব্যাটে ঝড় তুলেছিলেন শিবম। ৫টি ছয় ও ২টি চারের সাহায্যে ২৭ বলে ৫২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। ম্যাচের ১৬.৩ ওভারে দুবেকে থামান ওয়েন পার্নেল। মহম্মদ সিরাজের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন শিবম। তাঁর উইকেট পড়তেই বন্য সেলিব্রেশন শুরু হয় বিরাটের। এর আগে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচে কথা কাটাকাটিতে জড়ানোয় জরিমানা গুণতে হয়েছে কেকেআর অধিনায়র নীতীশ রানাকে।

ওয়ার্নার-মোস্তাফিজদের সৌরভ

'আমরা পরের ৯ ম্যাচের ৯টিতেই জিততে পারি'

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিলঃ টানা পাঁচ ম্যাচে হার। আইপিএলের এই আসরে এখন পর্যন্ত দিল্লিই একমাত্র দল যারা এখনো পয়েন্ট পায়নি। অথচ দলে আছেন ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শ, আনরিখ নর্কিয়ার মতো তারকা ক্রিকেটাররা। ডাগআউটের নামগুলোতে আরও বড়-রিকি পন্টিং, সৌরভ গাঙ্গুলি। স্বাভাবিকভাবেই মানসিকভাবে অনেকটাই হতাশাগ্রস্ত ওয়ার্নারের দল। কিছুতেই যখন কিছু হচ্ছে না তখন দলের মনোবল বাড়াতে দিল্লিকে আশার বাণী শোনালেন দিল্লির ক্রিকেট পরিচালক সৌরভ গাঙ্গুলি। দিল্লি ৫ ম্যাচের চারটিতেই ন্যূনতম লড়াইটুকুও করতে পারেনি। সর্বশেষ ম্যাচেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে হেরেছে ২৩ রানে। দলের অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারের স্ট্রাইক রেট নিয়েই প্রশ্ন উঠছে বেশি। অধিনায়কেরই যেখানে দলকে আগলে রাখার কথা সেখানে ওয়ার্নারকেই আগলে রাখতে টিম

ম্যানেজমেন্টকে। সে কারণেই হয়তো সৌরভের মুখেও শোনা গেছে অধিনায়ককে সমর্থন দেওয়ার কথা। দিল্লির ক্রিকেটাদের সৌরভ বলেছেন, ''আমাদের ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলতে হবে। অধিনায়ককে সমর্থন দিতে হবে, প্রত্যেক ক্রিকেটারকেই সমর্থন দিতে হবে। পরের ম্যাচে আমরা আবার নতুন করে শুরু করব।'' আর দুটি ম্যাচ হারলেই প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে পড়বে দিল্লি। তবে সৌরভ এখনই আশা হারাচ্ছেন না। তাঁর মতে বাকি থাকা ৯ ম্যাচেই জিততে পারে দিল্লি। কিন্তু কোয়ালিফাইয়ের কথা মাথায় না রেখে নিজেদের মানের জন্য খেলার কথা জানিয়েছেন সৌরভ, ''যা হয়েছে এর চেয়ে খারাপ কিছু সম্ভব না, তাই আমরা শুধু এর চেয়ে উন্নতিই করতে পারি। এখনো নয়টা ম্যাচ বাকি আছে। আমরা বাকি থাকা নয় ম্যাচের নয়টাতেই ম্যাচেই জিততে পারি। কোয়ালিফাই করতে পারলাম কি পারলাম না সেটা এই মুহূর্তে সেটা বিষয় না। আমরা নিজেদের দিকে তাকাই, আমাদের জন্য খেলি, নিজেদের মানের জন্য খেলি।''

কোহলিকে 'আনফলো' করে জবাব দিলেন সৌরভ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিলঃ বিরাট কোহলির সঙ্গে সৌরভ গাঙ্গুলির সম্পর্কটা এখন দা-কুমড়ো। সেটি বোঝা যাচ্ছে দুটি ঘটনায়। আইপিএলে শনিবার বেঙ্গালুরু-দিল্লি ম্যাচ শেষ হওয়ার পর দুই দলের শুভেচ্ছা বিনিময়ে কোহলিকে এড়িয়েছেন সৌরভ। কোহলি আগেই ইনস্টাগ্রামে সৌরভকে 'আনফলো' করেছেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বিসিসিআই প্রধান 'আনফলোড' হয়েও কোহলিকে ফলো করে চলছিলেন। এবার পাল্টা দিলেন সৌরভ। কোহলিকে 'আনফলো' করেছেন ভারতের প্রাক্তন এই অধিনায়ক। সৌরভ বিসিসিআই প্রধান থাকার সময়ই দুজনের সম্পর্কে অবনতি ঘটে। কোহলি নিজের ওয়ানডে অধিনায়কত্ব হারানোর পেছনে দায়ী করেন সৌরভকে। কোহলিকে সৌরভের 'এড়িয়ে যাওয়ার' দৃশ্য ব্যাপকভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এক দিন পর ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, দিল্লি-বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগের দিন পর্যন্ত ইনস্টাগ্রামে কোহলির 'ফলোড' তালিকায় ছিলেন সৌরভ। কিন্তু রবিবার দেখা গেছে, তালিকায় প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি আর নেই। যদিও সৌরভের ইনস্টাগ্রাম 'ফলো' তালিকায় আগের মতোই বহাল ছিলেন কোহলি। কিন্তু সৌরভও 'আনফলো' করায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল।

লিডসকে বিধ্বস্ত করে মরসুমে লিভারপুলের 'সেরা পারফরম্যান্স'

হতাশায় ভরা মরসুমে লিভারপুলের জন্য আনন্দময় ব্যতিক্রমী এক রাত! ছন্দময়, আগ্রাসী ও দাপুটে ফুটবলে তারা লিডস ইউনাইটেডকে গুঁড়িয়ে দিল তাদেরই মাঠে। এই মরসুমে তো তৃপ্তির ঢেকুর তোলার অবকাশ খুব একটা পাননি ইয়ুর্গেন ক্লপ। এই ম্যাচের পর লিভারপুল কোচের উচ্ছ্বসিত উপলব্ধি, সব দিক থেকেই এই মরসুমে তাদের সেরা ম্যাচ এটি।

লিডস, ১৮ এপ্রিলঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে সোমবার লিডস ইউনাইডটেডকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দেয় লিভারপুল। প্রথম গোলের জন্য যদিও তাদের অপেক্ষা করতে হয় ৩৫ মিনিট পর্যন্ত। কোডি হাকপোর গোলে তারা এগিয়ে যায়। চার মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান মোহামেদ সালাহ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে একটি গোল শোধ করে দেয় লিডস। এরপরই দেখা যায় লিভারপুলের বিধ্বংসী রূপ। দিয়োগো জটা দলকে আরও

এগিয়ে নেওয়ার পর আরেকটি গোল করেন সালাহ। এরপর দ্বিতীয় গোল করেন জটাও। শেষ দিকে জালের দেখা পান দারউইন নুনেস। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৬ ম্যাচ পর জয়ের দেখা পেল লিভারপুল। এমনিতে অনেক সময় জয়ের পরও কিছু আক্ষেপ-খামতি থাকে। তবে এই ম্যাচ শেষে স্কাই স্পোর্টসকে ক্লপ বললেন, দলের পারফরম্যান্সে তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। ''আমার মনে হয়, ভিন্ন সব পরিপ্রেক্ষিত থেকেই এই মরসুমে এটা আমাদের সেরা ম্যাচ। আমরা ওদেরকে বাধ্য করেছি অনেক ভুল করতে, চমকপ্রদ সব গোল করেছি, কাউন্টার-প্রেসিংয়ে ওদেরকে চাপে রেখেছি সব মিলিয়ে অনেক দিনের মধ্যে আমাদের সেরা ম্যাচ। কয়েকটি কঠিন মুহূর্তও ছিল। অযথাই একটি গোল হজম করেছি আমরা, তবে এসব হয়েই থাকে। ওই টুকটাক কিছু সময় ছাড়া সবটুকু নিয়ন্ত্রণ ছিল আমাদের।'' সার্বিকভাবে মরসুম ভালো না কাটলেও এর চেয়ে বড় ব্যবধানের জয় লিভারপুলের আছে। এই ম্যাচের আগে তাদের সবশেষ জয় ছিল যে ম্যাচে, গত ৫ মার্চ সেই লড়াইয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৭-০ গোলে বিধ্বস্ত করে দেয় তারা। এছাড়াও লিগে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ৯-০, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেঞ্জার্সের বিপক্ষে ৭-১ গোলের জয় আছে। তবু কেন লিডসের বিপক্ষে জয় সেরা, সেই ব্যাখ্যাও দিলেন ক্লপ। ''গোল সংখ্যা নিয়ে আমার ভাবনা নেই। ৬ গোল করেছি বলেই এটা সেরা নয়। মূল ব্যাপারটি হলো পারফরম্যান্স, আমরা কেমন খেলেছি। এটি ছিল সার্বিকভাবে জয়ী পারফরম্যান্স। সঠিক সময়ে সাড়া দিতে পারলে আমরা পাল্টা আক্রমণে দুর্দান্ত হতে পারি। আমি জানি না, কেন আমাদের কাউন্টার-প্রেসিং কাজে লাগেনি (মরসুমে আগের সময়টায়), তবে আজকে তা দারুণভাবে কার্যকর হয়েছে। আমি নিশ্চিত নই, বল কেড়ে নেওয়ার পর আমরা কয়টি গোল করতে পেরেছি তবে আজকে এটিই মূল পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের পারফরম্যান্স ছিল স্পেশাল,

আমরা সত্যিই খুব ভালো খেলেছি। আমরা বল দখলে রেখেছি এবং খুব ভালো জায়গায় রাখতে পেরেছি নিজেদের। দুর্দান্ত কিছু গোল করেছি। আমার ও দলের জন্য মরসুমটি ছিল ভীষণ কঠিন। গোলের দেখা পেয়ে তাই স্বস্তি পাচ্ছি। সবসময়ই আমার চাওয়া থাকে দলে সম্পৃক্ত থাকা। আজকে প্রথমার্ধে অ্যাসিস্ট করতে পেরেছি, পরে গোল পেয়েছি, সামনে আরও গোল করতে চাই।'' জোড়া গোল করা দিয়োগোগা জটা গোলের দেখা পেলেন এক বছরের বেশি সময় পর। খরা কাটিয়ে পর্তুগিজ উইঙ্গার শোনালেন আরও গোলের আশার কথা। এই জয়ের পরও ৩০ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার আটে আছে লিভারপুল। তাদের ঠিক ওপরে থাকা ব্রাইটনের পয়েন্ট এক ম্যাচ কম খেলেই ৪৯। চারে থাকা নিউক্যাসল ইউনাইটেডের চেয়ে ক্লপের দল পেছনে আছে ৯ পয়েন্টে। শীর্ষ চারে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা তাই এখন অনেকটাই কঠিন লিভারপুলের জন্য। ক্লপও সেদিকে না তাকিয়ে স্রেফ নিজেদের কাজটুকু করে রাখতে চান। ''তারা (ওপরে থাকা দলগুলি) যদি সব ম্যাচ জিতে নেয় এবং আমরা আমাদের সব ম্যাচ জিতি, তাতেও আসলে কিছুই বদলাবে না। আমাদের সত্যিই খুব ভালো ফুটবল খেলে যেতে হবে। সেটা পারলে ফলাফল পক্ষে পাব আমরা এবং এরপর দেখব, পয়েন্ট তালিকায় আমাদের অবস্থান কোথায় থাকে।'' লিভারপুলের পরের ম্যাচ শনিবার নিজেদের মাঠে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে দর্শক ধারণ-ক্ষমতা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা

ম্যানচেস্টার, ১৮ এপ্রিলঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামের উত্তর দিকের স্ট্যান্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে দর্শক ধারণক্ষমতা ৫৩ হাজার ৪০০ থেকে ৬০ হাজারে বাড়াতে চায়। এছাড়াও প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে একটি স্কাই বার, যেখান থেকে মাঠ দেখা যাবে। সিটি কাউন্সিলের কাছে আবেদনে একসঙ্গে ৩ হাজার জন ধারণক্ষমতার ফ্যান জোন, ক্লাবের নতুন একটি দোকান ও জাদুঘর এবং ৪০০ শয্যার হোটেলের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। সিটি জানিয়েছে যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হতে তিন বছর

সময় লাগবে। ২০০২ সালে কমনওয়েলথ গেমসের জন্য ইতিহাদ স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছিল। ২০০৩ সাল থেকে তা সিটির ঘরের মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে ৬ হাজার আসন সম্প্রসারণ করা হয়েছিল ইতিহাদে। ধারণক্ষমতার দিক থেকে এটি এখন প্রিমিয়ার লিগের স্টেডিয়ামগুলোর মধ্যে পঞ্চম।

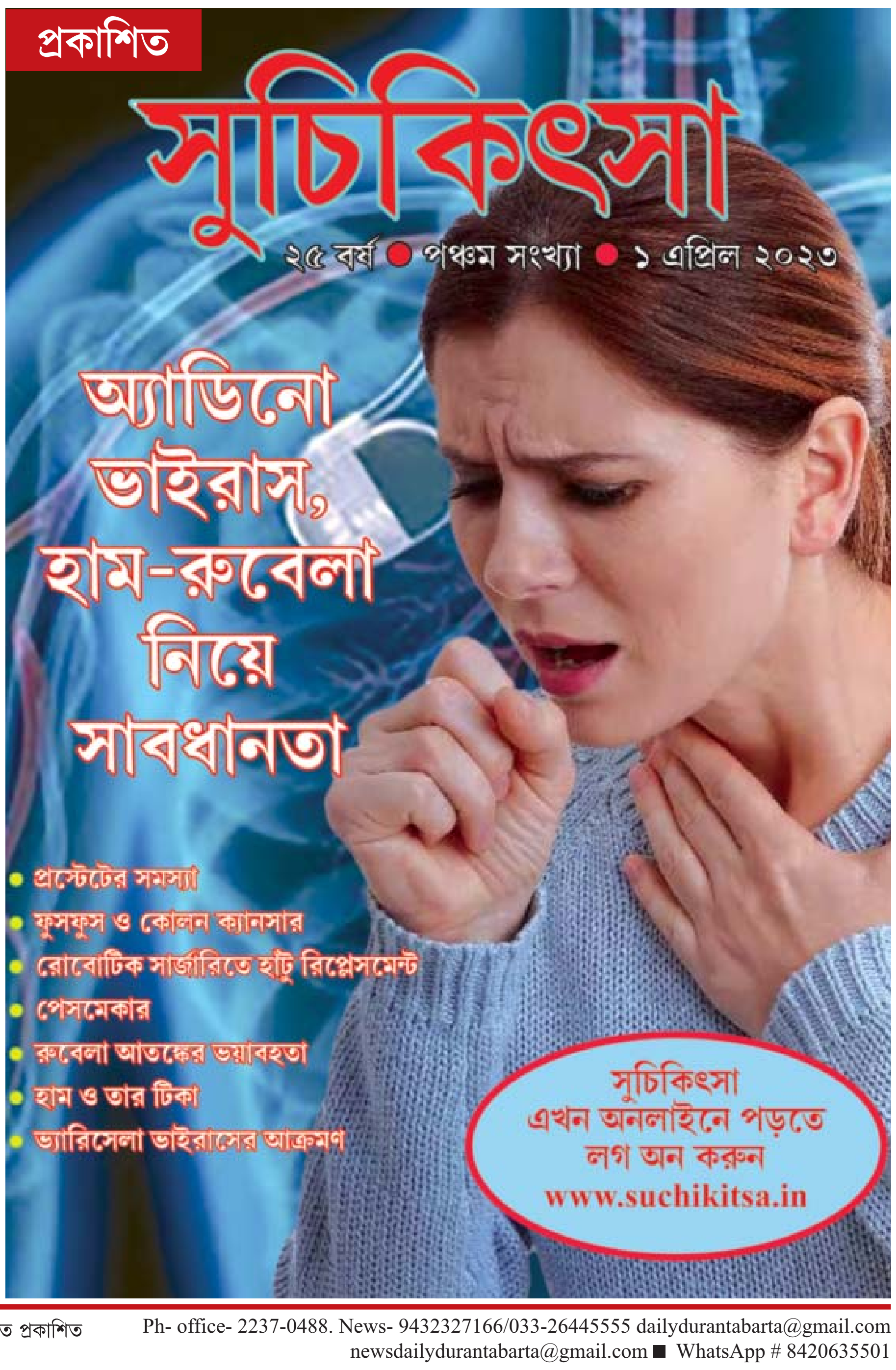

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501